Year 12 | Issue 20
11 - 17 July 2025
বর্ষ ১২ | সংখ্যা ২০
২৭ আষাঢ় ১৪৩২
১৬ মহররম ১৪৪৬হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SPECIAL OFFER
* 75% discount on A2, B1 & Theory Test until 30th June 2025
* ISE B1 & SERU from £99.00.
* Free food safety and business advice for members
Eastend Training
EASTEND TRAINING
Unit 137, 75 Whitechapel Road (First floor) London, E1 1DU
020 7096 1188 / 07539 316742
St.15/12

৮২ পৃষ্ঠার হোয়াইটপেপার আইনে পরিণত হওয়ার অপেক্ষায়

কঠিন হচ্ছে ইমিগ্রেশন

- স্কীলড ওয়ার্কার ভিসা থেকে বাদ ১১১ পেশা
- ইংরেজির দক্ষতা বি-ওয়ান থেকে বি-টু
- হুমকির মুখে কেয়ার সেক্টর

লন্ডন, ১১ জুলাই ২০২৫: ইমিগ্রেশন সীমিত করতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে যুক্তরাজ্য। এর মধ্য দিয়ে বিদেশিকর্মী নিয়োগের সুযোগ সীমিত করার কথা ভাবছে সরকার। ফলে ব্রিটেনের সামাজিক পরিচর্যা খাত (কেয়ার সেক্টর) ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে শঙ্কা করা হচ্ছে। তবে অভিবাসন

সংস্কার সম্পর্কিত শ্বেতপত্রটি কার্যকর করার আগে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দুই কক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

অভিবাসন সম্পর্কিত হোয়াইটপেপার (শ্বেতপত্রটি) মঙ্গলবার বৃটেনের পার্লামেন্টে উত্থাপন করা হয়েছে। ৮২ পৃষ্ঠার এই শ্বেতপত্রের লক্ষ্য শুধু অভিবাসীর সংখ্যা কমিয়ে আনা নয়; বরং অভিবাসন ব্যবস্থার অপব্যবহারও বন্ধ করতে চায় সরকার।

শ্বেতপত্রটির ভূমিকায় প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার বলেছেন, এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভিসা আবেদন প্রায় ৪০ শতাংশ কমে গেছে। তিনি বলেছেন, কিন্তু এখন আরও দ্রুত এবং আরও এগিয়ে যাওয়ার সময়। ব্রিটিশ জনগণকে আশ্বস্ত করে বলতে চাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ।

যুক্তরাজ্যের অভিবাসন ব্যবস্থাপনা পুনঃস্থাপন

অভিবাসন সম্পর্কিত এই সংস্কার বাস্তবায়নে প্রথমে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অব কমনসের অনুমোদন লাগবে। সরকার চলতি জুলাইয়ের শেষ দিকে এটি কার্যকর করতে চায়। সেক্ষেত্রে তার আগেই পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ হাউস অব লর্ডসের যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়াও ---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

ভিডিও কলে নারীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা নতুন আইনে প্রথম সাজা - ২২ নং পৃষ্ঠা ..

৪০টি দেশে প্রবাসীদের ভোটার কার্যক্রম শুরু - ২৩ নং পৃষ্ঠা ..

লন্ডন বোমা হামলার ২০ বছর ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

৩০তম স্রেব্রেনিৎসা গণহত্যা দিবসে ইস্ট লন্ডন মসজিদের স্মরণসভা

‘ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে’

লন্ডন, ১১ জুলাই ২০২৫: বসনিয়ার স্রেব্রেনিৎসা গণহত্যার ৩০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ইস্ট লন্ডন মসজিদের উদ্যোগে এক হৃদয়স্পর্শী স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মানবাধিকারকর্মী, গবেষক, ধর্মীয় নেতা, সাংবাদিক ও কমিউনিটির বিভিন্ন পেশার মানুষের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভায় ইউরোপীয় ইতিহাসের এই অন্ধকার অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করেন বক্তারা। তাঁরা বলেন, আমাদের কাছে কোনো গ্যারান্টি নেই যে, ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আর ঘটবে না। তাই সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে।

৮ জুলাই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় লন্ডন মুসলিম সেন্টারে এই স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। ইস্ট লন্ডন মসজিদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জুনায়েদ আহমদের সঞ্চালনায় স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন এমসিবি’র সেক্রেটারি জেনারেল ড. মোহাম্মদ ওয়াজিদ আখতার, বসনিয়ান কমিউনিটি বার্মিংহ্যামের প্রাক্তণ ইমাম মেরসাদ ক্রিনজ, রানিমিড ট্রাস্টের সিইও শাবনা বেগম ও ইস্ট লন্ডন মসজিদের ট্রাস্টি ড. আব্দুল্লাহ ফলিক।

এছাড়াও যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বসনিয়ান রাষ্ট্রদূত ওসমান টপকাগিচ এবং বসনিয়া-হার্জেগোভিনার গ্র্যান্ড মুফতি শায়খ হুসেইন কভাজোভিচ ভিডিও বার্তায় বক্তব্য রাখেন। স্রেব্রেনিৎসা থেকে কথা বলেন, আই.সি. এম.পি-এর মহাপরিচালক ক্যাথরিন বম্বার্গার। তিনি বলেন, ৪০ হাজারের বেশি মানুষ নিখোঁজ হয়েছিলেন। তাঁর সংস্থা ইতোমধ্যে ৯০ শতাংশেরও বেশি মৃতদেহ শনাক্ত করেছে। তিনি জানান, কিভাবে মানুষের মরদেহ টুকরো টুকরো করে বিচ্ছিন্নভাবে গণকবরে ছড়িয়ে রাখা হয়েছিলো, অনেক সময় এক ব্যক্তির দেহাবশেষ পাঁচটি ভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায়।

বার্মিংহামে বসনিয়ান কমিউনিটির প্রাক্তণ ইমাম মেরসাদ ক্রিনজ বলেন, আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কি ক্ষমা করে দিতে প্রস্তুত? কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, কেউতো ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য বলছে না। কেউ যদি ক্ষমা পেতে চায়, তাহলে তাকে তো ক্ষমা চাইতে হবে এবং ভুল স্বীকার করতে হবে। বরং বসনিয়ায় এখনও যুদ্ধ অপরাধীরা মানুষের বাহবা পাচ্ছে, তারা হিরো হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে । যদিও বসনিয়া এখন ভ্রমণকারিদের জন্য নিরাপদ দেশ। কিন্ত রাজনৈতিক অবস্থা এখনও অনেক জটিল । দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, আমাদের কোনো গ্যারান্টি নেই যে, ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আর ঘটবে না। ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে- এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আমরা কখনোনা ভাবিনা, এমন ঘটনা আবারও ঘটুক। আমাদেরকে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে। আমরা জানি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে।

এমসিবি’র সেক্রেটারি জেনারেল ড. মোহাম্মদ ওয়াজিদ আখতার বলেন, গণহত্যা এখনও শেষ হয়নি। তা শেষ হয়নি, সেই মায়েদের জন্য যারা এখনও তাদের সন্তানদের খুঁজছেন, সেই ধর্ষণের সন্তানের জন্য, সেই বিধবাদের জন্য। আমি যখন বড় হচ্ছিলাম, তখন স্রেব্রেনিৎসা দেখেছি- আজ আমার সন্তানরা গাজায় গণহত্যা দেখছে।

জুনায়েদ আহমদ বলেন, স্রেব্রেনিৎসা গণহত্যার তিন দশক পূর্তি আমাদের মনে করিয়ে দেয় ঘৃণা, ইসলামোফোবিয়া এবং নীরবতার মারাত্মক পরিণতি । ’আর কখনও না’-এই শব্দগুলো কেবল প্রতিশ্রুতি নয়, এটা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের একটি নৈতিক দায়িত্ব।

রানিমিড ট্রাস্টের সিইও শাবনা বেগম বলেন, বসনিয়ায় যে ঘৃণা তৈরি করে মানুষকে হত্যার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তা দীর্ঘদিন ধরে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল-যেমনটা এখন গাজায় মুসলমানদের অমানবিক করার মাধ্যমে হচ্ছে। তিনি যুক্তরাজ্যে ইসলামোফোবিয়ার সাথে গাজার নির্যাতনের স্পষ্ট যোগসূত্র স্থাপন করেন।

ড. আব্দুল্লাহ ফালিক বলেন, বসনিয়ার পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করা হয়েছিল, কারণ তারা মুসলমান ছিল । এই সত্যকে কখনও হালকা করে দেখার সুযোগ নেই। তিনি আরো বলেন, গণহত্যার দশটি ধাপের শেষ ধাপ হচ্ছে অস্বীকার করা। ইতিহাসকে ভুলে যাওয়া কিংবা হালকা করে দেখা মানে সেই অপরাধকে বৈধতা দেওয়া। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, সত্য বলার ও মনে রাখার দাযি?ত্ব এখন আমাদের হাতে।

যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বসনিয়ান রাষ্ট্রদূত উসমান টপচাগিচ এ ধরনের স্মৃতিচারণ সভা আয়োজনের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন এটা মানুষকে আরোগ্য লাভে সহায়তা করে থাকে।

বসনিয়া-হার্জেগোভিনার গ্র্যান্ড মুফতি শায়খ হুসেইন কভাজোভি যুক্তরাজ্য সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন জাতিসংঘে স্রেব্রেনিৎসা গণহত্যা স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে সমর্থন দেওয়ার জন্য।

উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালের ১১ জুলাই বসনিয়ার স্রেব্রেনিৎসায় সার্ব সেনাবাহিনী ৮ হাজারের বেশি পুরুষ ও শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করে । গত বছরের শুরুতে জাতিসংঘ এই হত্যাকা–কে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে । এই গণহত্যা দিবসকে ইস্ট লন্ডন মস্ক দীর্ঘদিন যাবত স্মরণ করে আসছে। গণহত্যা সংঘটিত হওয়ার পর থেকে প্রতিবছর গণকবর দেওয়া মানুষের কংকাল সংগ্রহ করে তা শনাক্ত করে জানাজা দাফন করার কার্যক্রম চলে আসছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

BRAC SAAJAN
Money Transfer Company, a subsidiary of BRAC Bank PLC

WE ARE HIRING!

BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE/RM

Role and responsibilities:
- Building new business pipelines
- Meeting and onboarding new clients/agencies
- Managing all the clients/agencies
- Upholding the organization’s best practices
- Represent the brand and the organization
- Account management
- Supporting compliance with regards to site visits
- Coordinate sales effort with marketing, compliance, operations and finance
- Extensive travel and necessary market research
- Providing necessary training to clients/agencies
- Prepare sales proposals
- Keep up to date with regards to competitors
- Produce sales reports, meet targets and goals
- Manage a busy schedule

Things we are looking for:
- Must be results-oriented and able to work both independently and within a team environment
- Creative and enthusiastic
- Organised
- Proficiency in using Microsoft Office applications such as Excel, Word and PowerPoint
- Think outside the box
- Quick learner
- Hold a valid UK drivers’ licence (mandatory)
- Be a clear and persuasive communicator
- Have a positive and proactive attitude
- Work on own initiative and without supervision
- Must be able to speak, read and write both Bengali and English

Requirements & skills:
- Postgraduate degree in any business discipline
- At least 5 years’ experience in similar role in the remittance business
- Language skills: Bangla and English, Sylheti dialect is preferred but not a must

If you feel that you are the right match for the above-mentioned position, please send your updated resume with a proper subject line within the application deadline.

email: jobs@bracsaajan.com

Application deadline: 31st July, 2025

Salary: £27,000 to £30,000 Gross per annum (Depending on Experience)

Location: Office in Birmingham, but extensive field visits all over the UK

www.bracsaajan.com

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক দেশ WEEKLY DESH
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 12 | Issue 20 | 11 - 17 July 2025

বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

গুমের শিকার মানুষের ভয়াবহ বর্ণনা

‘একজন আঙুলটা প্লাস দিয়ে ধরে, আরেকজন সুচ ঢুকায়’

দেশ ডেস্ক, ১১ জুলাই, ২০২৫ : ‘গ্রিলের মধ্যে হ্যান্ডকাফ দিয়ে আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখত। আমি যাতে বসতে না পারি। এভাবে থাকতে থাকতে আমার পা ফুলে যায়। হ্যান্ডকাফের কারণে হাত রক্তাক্ত হয়। এই যে দাগগুলো...। ওয়াশরুমে যেতে চাইলে যেতে দিত না। এর মধ্যে একদিন টেবিলের ওপরে হাত রেখে আঙুলটা প্লাস (প্লাইয়ার্স) দিয়ে শক্ত করে ধরে। আরেকজন সুচ ঢুকায়।’

এভাবে নির্যাতনের বর্ণনা দিয়েছেন ২০১৭ সালে একটি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে অপহৃত হওয়া হাবিব। ২৭ বছর বয়সী এই যুবক ১১৩ দিন গুম ছিলেন। শুধু হাবিব নন, নারীরাও বাদ যাননি সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বিশেষ একটি গোয়েন্দা সংস্থার ভয়াবহ নির্যাতনের হাত থেকে। তাদের মধ্যে কেউ হয়তো বেঁচে আছেন, কেউ মারাও গেছেন। গুমের নামে নির্যাতন এবং নির্যাতনের লোমহর্ষক বর্ণনা ফুটে উঠেছে অনেক ভুক্তভোগীর মুখে। সম্প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে গুম কমিশনের দাখিল করা প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

অনেকের পারিবারিক ---- ২১ নং পৃষ্ঠা .

ঘনিষ্ঠদের মাধ্যমে ৭৫ কোটি টাকা ঘুষ নেন আনিসুল হক!

দেশ ডেস্ক, ১১ জুলাই, ২০২৫ : আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী আনিসুল হক তার ঘনিষ্ঠ পাঁচ ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ৭৫ কোটি টাকা ঘুষ গ্রহণ করেছিলেন। ২০১৯ ও ২০২০ সালের বিভিন্ন সময়ে ৪০ দফায় ওই টাকা গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন তদবির বাণিজ্যে অংশ নিয়ে আনিসুল হক আত্মীয়দের ব্যাংক হিসাব ব্যবহার করে মোটা অঙ্কের এ ঘুষ গ্রহণ করেন। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি) সূত্রে পাওয়া তথ্য যাচাই-বাছাই করে এর সত্যতা ---- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

ডিসেম্বরের মধ্যেই নির্বাচনের প্রস্তুতি শেষ করার নির্দেশ

দেশ ডেস্ক, ১১ জুলাই, ২০২৫: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এ সময়ের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীগুলোকে লোকবল নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও ক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

IFIC MONEY UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে
ডাউনলোড করতে টাইপ করুন
IFIC Money Transfer UK

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আইএফআইসি ব্যাংক এর ১৩৮০ টিরও বেশী শাখা-উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

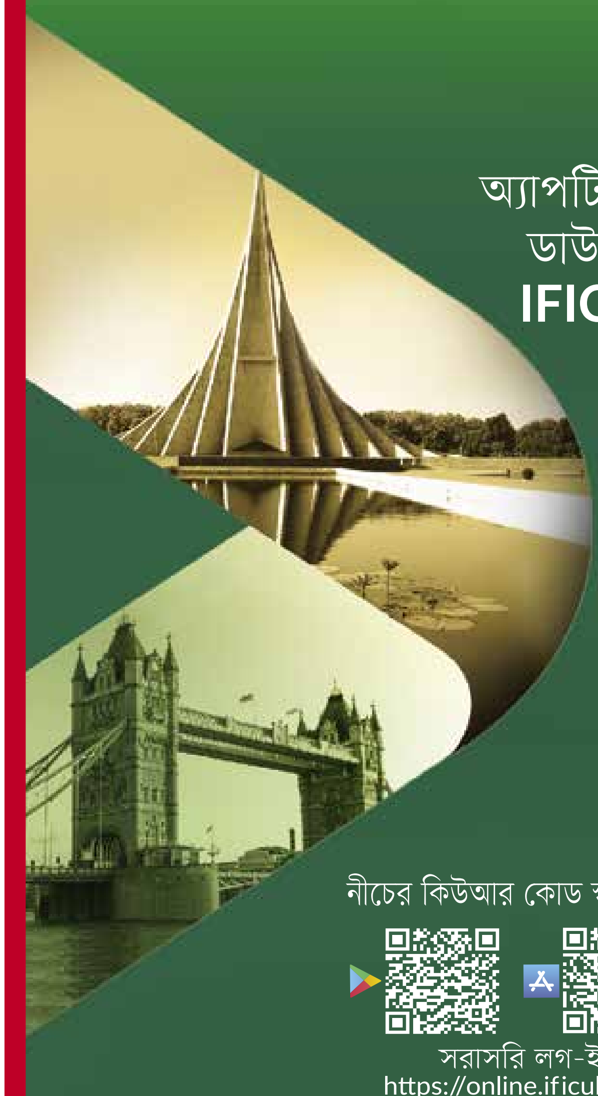

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY Authorised

দীপু মনি, আনিসুল,পলক, সালমান, আমু আদালতের কাঠগড়ায় সময় কাটে যেভাবে

ঢাকা, ৯ জুলাই : সাবেক তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বুধবার ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কেঁদেছেন।

আদালতকক্ষ থেকে পলককে যখন বের করে আনে পুলিশ, তখন একজন সংবাদকর্মী বলেন, 'ও পলক ভাই, আপনি আজ কাঁদলেন কেন?'

এই প্রশ্নে পলক নিশ্চুপ থাকেন। সাংবাদিকদের কোনো প্রশ্নেরই তিনি জবাব দেননি। যাত্রাবাড়ী থানার একটি হত্যা মামলায় মঙ্গলবার পলককে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

কারাগারে একই ভবনে থাকেন তাঁরা

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতন হয়। ১৩ আগস্ট রাজধানীর সদরঘাট থেকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি বিনিয়োগ ও শিল্পবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ও সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হককে একসঙ্গে গ্রেপ্তার করার কথা জানায় পুলিশ।

গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে সালমান ও আনিসুল একই কারাগারে আছেন বলে জানান তাঁদের আইনজীবীরা। তাঁরা বলেন, এ দুজন কেরানীগঞ্জে অবস্থিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আছেন। এই কারাগারে তাঁরা একই ভবনে থাকেন। তবে তাঁদের কারাকক্ষ ভিন্ন। তাঁদের কারাগার থেকে একই প্রিজনভ্যানে ঢাকার আদালতে আনা হয়। আদালতের শুনানি শেষে আবার তাঁদের একই প্রিজনভ্যানে করে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়।

সালমান ও আনিসুল কেরানীগঞ্জে অবস্থিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের চম্পাকলি ভবনে আছেন। এই ভবনে আরও আছেন সাবেক মন্ত্রী আমির হোসেন আমু, আবদুর রাজ্জাক, কামরুল ইসলাম, ঢাকার উত্তর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলাম, সাবেক সচিব জাহাঙ্গীর আলম, হেলাল উদ্দিন আহমেদ, মহিবুল হক ও নজিবুর রহমান।

আনিসুলের আইনজীবী আসিফুর রহমান মিডিয়াকে বলেন, তাঁর মক্কেলের নিকটাত্মীয়দের কেউ দেশে নেই। তিনি ১৫ দিন পরপর কারাগারে গিয়ে আনিসুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কারাগারে আনিসুলের সময় কাটে পত্রিকা ও ধর্মীয় গ্রন্থ পড়ে। পাশাপাশি তিনি আইনের বই পড়েন।

সালমানের আইনজীবী বলেন, তিনিও তাঁর মক্কেলের সঙ্গে কারাগারে গিয়ে সাক্ষাৎ করে আসেন। তাঁরও কোনো নিকটাত্মীয় বর্তমানে দেশে নেই। কারাগারে তিনি পত্রিকা ও ধর্মীয় গ্রন্থ পড়ে সময় কাটান।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার সুরাইয়া আক্তার বলেন, সালমান-আনিসুলসহ ৬০ জন প্রথম শ্রেণির কারাবন্দী একই ভবন থাকেন। তাঁরা অন্য বন্দীদের সঙ্গে মেশার সুযোগ পান না। তবে তাঁদের নিজেদের মধ্যে রোজ দেখা হয়। কারাবিধি অনুযায়ী, প্রথম শ্রেণির কারাবন্দীদের সঙ্গে তাঁদের নিকটাত্মীয়রা প্রতি পনেরো দিন পরপর সাক্ষাতের সুযোগ পাচ্ছেন। নিকটাত্মীয়দের তালিকায় আছেন বন্দীর মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তানেরা। কারাবিধি অনুযায়ী, প্রথম শ্রেণির কারাবন্দীদের জন্য মাছ-মাংস বরাদ্দ থাকে। তাঁদের বেশির ভাগ সময় কাটে পত্রিকা পড়ে। প্রথম শ্রেণির কারাবন্দীদের গেল পয়লা বৈশাখে পান্তা-ইলিশ খেতে দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়া গত দুই ঈদে তাঁদের জন্য মাংস বরাদ্দ ছিল।

সালমান ও আনিসুলকে আজ কারাগার থেকে ঢাকার সিএমএম আদালতে আনা হয়েছিল। যাত্রাবাড়ী থানার হত্যা মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

কাঠগড়ায় আনিসুল-সালমান-দীপু মনি

ঢাকার সিএমএম আদালতের কাঠগড়ায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিলেন সালমান ও আনিসুল। তখন সকাল ১০টা ২৫ মিনিট। বিমর্ষ অবস্থায় তাঁরা কথা বলছিলেন।

ঠিক সাত মিনিট পর কাঠগড়ায় আনা হয় সাবেক মন্ত্রী দীপু মনিকে। কাঠগড়ায় তোলার পর তিনি কথা বলা শুরু করেন পলকের সঙ্গে।

এরপর সালমান কাঠগড়ার যে পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেদিকে এগিয়ে যান দীপু মনি। তাঁরা নিজেদের মধ্যে কুশল বিনিময় করেন। পরে আনিসুলের সঙ্গেও দীপু মনি কথা বলতে থাকেন। তখনো বিচারক এজলাসে আসেননি। আনিসুল, সালমান ও দীপু মনি নিজেদের মধ্যে কথা বলতে থাকেন।

সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে বিচারক এজলাসে আসেন। এরপর সালমান, আনিসুল, দীপু মনি, আমির হোসেন আমু, জুনাইদ আহমদ পলকদের যাত্রাবাড়ী থানার পৃথক হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করে পুলিশ। তখনো দীপু মনি, আনিসুল ও সালমানরা মৃদুস্বরে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে থাকেন।

SKILLED WORKERS UK
International Visa Consultants
We Specialise in Sponsor Licence Applications and Self Sponsorship. Also, We process Visas for Schengen countries and all other countries for all nationalities in the UK.
• Competitive fees • Excellent services
SKILLED WORKERS UK
First Floor
East London Business Centre
93-101 Greenfield Road
London E1 1EJ
Visit our website: skilledworkersuk.com
Email: info\skilledworkersuk.com
Tel: 033 3335 6013 Mob: 07907 851 560

মেট্রোতে যাতায়াত করেছেন প্রায় ১৬ কোটি যাত্রী

ঢাকা, ৯ জুলাই : ঢাকার মেট্রোরেলে সবচেয়ে বেশি যাত্রী ওঠেন মিরপুর-১০ নম্বর স্টেশন থেকে। চালুর পর থেকে এই স্টেশন থেকে পৌনে দুই কোটির বেশি মানুষ মেট্রোরেলে যাতায়াত করেছেন।

এর বাইরে এক কোটির বেশি যাত্রীর তালিকায় রয়েছে উত্তরা উত্তর, মতিঝিল, আগারগাঁও, কারওয়ান বাজার ও বাংলাদেশ সচিবালয় স্টেশন। সবচেয়ে কম যাত্রী যাতায়াত করেছেন উত্তরা দক্ষিণ ও বিজয় সরণি স্টেশন থেকে।

ঢাকায় মেট্রোরেল নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)। ডিএমটিসিএল সূত্রে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে মেট্রোরেলের যাত্রীর এই পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে।

২০২২ সালের ২৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল চালু হয়। ডিএমটিসিএলের তথ্য বলছে, উদ্বোধনের পর থেকে গত জুন পর্যন্ত ১৫ কোটি ৭৫ লাখের মতো যাত্রী মেট্রোরেলে যাতায়াত করেছেন। শুরুতে মেট্রোরেল সীমিত আকারে চলেছে। সব স্টেশনে যাত্রী ওঠানামা শুরু হয় ২০২৩ সালের শেষ দিনে।

মিরপুরে যাত্রী বেশি হওয়ার বিষয়ে ডিএমটিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ফারুক আহমেদ বলেন, মেট্রোরেলের এই পথ খুবই ব্যস্ত এলাকার ওপর দিয়ে গেছে। ফলে যাত্রী বেশি হওয়া স্বাভাবিক। তিনি বলেন, মেট্রোরেল আরও ঘন ঘন চালানোর বিষয়ে কাজ চলছে। ভবিষ্যতে আরও যাত্রী বাড়বে।

মেট্রোতে যাতায়াত করেছেন প্রায় ১৬ কোটি যাত্রী

ডিএমটিসিএল সূত্র বলছে, চালুর পর সর্বাধিক যাত্রী যাতায়াত করেছেন গত ২৭ ফেব্রুয়ারি। ওই দিন মোট যাত্রী পরিবহন করা হয় ৪ লাখ ২৪ হাজার ৪৮১ জন। এর আগের দিন মেট্রোরেলে যাত্রী হয় ৪ লাখ ৯ হাজার ৪৫০ জন। এর আগে ১৩ ফেব্রুয়ারি মেট্রোরেলে যাত্রী হয় ৪ লাখ ৩ হাজার ১৬৪ জন।

সবচেয়ে বেশি যাত্রী যেসব স্টেশনে

ডিএমটিসিএলের তথ্য বলছে, শুরু থেকে গত জুন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ১ কোটি ৭৮ লাখ ৩৪ হাজার ৯৬৯ জন যাত্রী মিরপুর-১০ নম্বর স্টেশন থেকে মেট্রোরেলে যাতায়াত করেছেন। এর মধ্যে গত বছর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সময় স্টেশনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে দুই মাসের বেশি স্টেশনটি বন্ধ ছিল। এটি না হলে এই স্টেশন থেকে যাতায়াতকারী যাত্রীর সংখ্যা আরও অনেক বেশি হতো বলে মনে করেছেন কর্মকর্তারা।

আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশে মেট্রোরেল পরে চালু হয়েছে। ফলে (উত্তরা-আগারগাঁও অংশে) মোট যাত্রী কিছুটা বেশি। তবে ডিএমটিসিএল সূত্র বলছে, গত ছয় মাসের হিসাবেও দেখা গেছে অন্যান্য স্টেশনের তুলনায় মিরপুর-১০ নম্বর স্টেশনে যাত্রী বেশি হয়।

যাঁরা চাঁদাবাজ ও দুর্নীতিবাজদের পক্ষে, তাঁদের বয়কট করুন: নাহিদ

ঢাকা, ৯ জুলাই : জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, 'দুর্নীতিবাজ, দখলদার ও চাঁদাবাজদের না বলুন। যাঁরা চাঁদাবাজ ও দুর্নীতিবাজদের পক্ষে আছেন, তাঁদের বয়কট করুন। জাতীয় নাগরিক পার্টি আপনাদের সঙ্গে থাকবে।'

'দেশ গড়তে জুলাই পদযাত্রা' কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ বুধবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা শহরের বড়বাজারের শহীদ হাসান চত্বরে এনসিপি আয়োজিত পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে নাহিদ ইসলাম এ কথা বলেন।

পথসভায় নাহিদ ইসলাম বলেন, 'অভ্যুত্থানের নেতৃবৃন্দ এখনো রাজপথে আছে। আপনারা আমাদের সমর্থন করুন, ইনশা আল্লাহ আপনারা হতাশ হবেন না।'

মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে পথসভায় উপস্থিত হাজারো মানুষের প্রতি এনসিপির কেন্দ্রীয় এই নেতা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি কৃষকের নিহত হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে নাহিদ ইসলাম বলেন, 'সীমান্তে গত ৫৪ বছরে হাজারো মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। চুয়াডাঙ্গাতেই হত্যা করা হয়েছে দুই শতাধিক। এখন থেকে বাংলাদেশের জনগণ বাংলাদেশের সীমান্ত, মানচিত্র ও মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করবে। সীমান্ত হত্যা কোনোভাবেই মেনে নেবে না।'

নাহিদ ইসলাম বলেন, 'ভারত যদি বাংলাদেশের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক চায়, সমতা ও মর্যাদার ভিত্তিতে হতে হবে।

কেবল বাংলাদেশই ভারতের ওপর নির্ভরশীল নয়, ভারতও বাংলাদেশের ওপর নির্ভরশীল। এটা যেন ভারত কোনোভাবেই ভুলে না যায়। বাংলাদেশের মাটি ও মানচিত্র রক্ষা করা বাংলাদেশের ছাত্র ও যুবাদের দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব আমরা নিয়েছি। জাতীয় নাগরিক পার্টি সেই লক্ষ্যে কাজ করবে।'

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে নাহিদ ইসলাম আরও বলেন, 'হাসিনা সরকার হাজারের ওপর মানুষকে গুলি করে হত্যা করেছে, ১০ হাজারের ওপর মানুষকে আহত করেছে। আমার ভাইয়েরা কেউ চোখ হারিয়েছে, কেউ পা হারিয়েছে। বিবিসি রিপোর্ট করেছে, গুলির জন্য শেখ হাসিনা নিজেই অর্ডার দিয়েছেন। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ দায়ী।'

এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতারা আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া বাজার থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে পদযাত্রা শুরু করেন। মেহেরপুরের গাংনী থেকে বেলা একটায় হাটবোয়ালিয়া বাজারে পৌঁছালে স্থানীয় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বৃষ্টিতে ভিজেই এনসিপির নেতাদের স্বাগত জানান। নেতারা হাত নেড়ে শুভেচ্ছার জবাব দেন। এরপর বেলা দেড়টায় আলমডাঙ্গা উপজেলা শহরের আল তায়েবা মোড়ে পৌঁছালে এনসিপি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে তাঁদের বরণ করে নেওয়া হয়। আলমডাঙ্গায় পদযাত্রা শেষে এসসিপির নেতারা চুয়াডাঙ্গা শহরের পথে রওনা দেন।

চুয়াডাঙ্গা শহীদ হাসান চত্বরের এই পথসভায় দলের মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম বলেন, 'আমাদের শহীদ ভাইয়েরা যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আত্মত্যাগ করেছেন, তা পূরণ হয়নি। সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।'

পথসভায় অন্যদের মধ্যে এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব মোল্লা মোহাম্মদ ফারুক এহসান বক্তব্য দেন। এ সময় এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন, মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারাসহ দলটির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

ভারতে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা সন্দেহে আটক ৪৪৪

ঢাকা, ৯ জুলাই : ভারতের ওড়িশা রাজ্যের ঝাড়সুগুদা জেলা থেকে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা সন্দেহে ৪৪৪ জন আটক করেছে রাজ্য পুলিশ।

সোমবার রাত থেকে শুরু হওয়া এক বিশেষ অভিযানে তাদের আটক করা হয়। বর্তমানে তাদের পরিচয় সনাক্ত ও যাচাই-বাছাইয়ের জন্য বিশেষ আটককেন্দ্রে রাখা হয়েছে। খবর এনডিটি ও ওড়িশা বাইটসের।

এ বিষয়ে রাজ্যটির উত্তরাঞ্চলের পুলিশ মহাপরিদর্শক হিমাংশু কুমার লাল সাংবাদিকদের জানান, আটক করা ৪৪৪ জনের নথিপত্র যাচাই করা হচ্ছে এবং এরপর তাদের বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

আটকদের মধ্যে ২৬৫ জনকে অস্থায়ীভাবে সুরভি কল্যাণ পূজা মণ্ডপে রাখা হয়েছে। বাকিদের ঝাড়সুগুদা সাবডিভিশনের ব্ল্যাক ডায়মন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি কলেজের চত্বরে স্থাপিত একটি হোলডিং সেন্টারে স্থানান্তর করা হয়েছে।

প্রাথমিক প্রতিবেদনে জানা গেছে, আটক ব্যক্তিদের অনেকে জেলার বিভিন্ন এলাকায় দিনমজুর, রাজমিস্ত্রি বা ফেরিওয়ালার কাজ করতেন। জিজ্ঞাসাবাদ ও নথিপত্র যাচাই-বাছাই শেষে যাদের ভারতে থাকার বৈধ কাগজপত্র পাওয়া যাবে না, তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং দেশে ফেরত পাঠানো হবে।

এনডিটি জানায়, ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে এ অভিযান শুরু হয়। এটির উদ্দেশ্য ছিল এমন বিদেশিদের শনাক্ত করা, যারা বৈধ কাগজপত্র ছাড়া ভারতে প্রবেশ করেছে। ঝাড়সুগুদা জেলায় বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি অভিবাসী অবৈধভাবে বসবাস করছেন–এমন অভিযোগের পরই অভিযান চালানো হয়।

TANK JOWETT SOLICITORS
Incorporating Gordon Shine and Company Solicitors

TANK JOWETT SOLICITORS

ট্যাংক জোয়েট সলিসিটর্স

সেন্ট্রাল লন্ডনে অবস্থিত প্রধানসারির ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর্স ফার্ম

যেকোনো ফৌজদারী মামলায় আইনী সহায়তা দিতে আমাদের স্পেশাল লিগ্যেল টিম প্রস্তুত

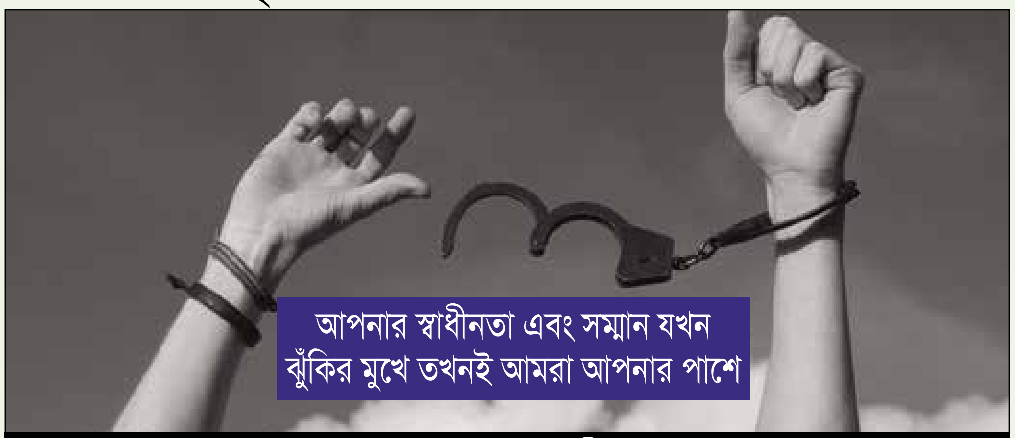

We have Legal Aid

আমাদের প্রধান আইনী সহায়তা

- পুলিশ স্টেশনে আপনার পক্ষে আইনী লড়াই
- ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ও ক্রাউন কোর্টে রিপ্রেজেন্টেশন
- মটরিং অফেন্স
- দুর্নীতি ও ঘুষ
- সন্ত্রাসবাদ
- কর্পোরেট
- গুরুতর প্রতারণা ও আর্থিক অপরাধ
- মানি লন্ডারী
- ট্যাক্স তদন্ত
- প্রেস এবং রেপুটেশন ম্যানেজমেন্ট
- যৌন অপরাধ
- প্রাইভেট প্রসিকিউশন

Rajesh Bhamm
Solicitor & Senior partner
M: 07931364820
E: r.bhamm@tankjowett.com

আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, Tel: 0207 965 7314
For 24 Hr Emergency, Tel: 0800 669 6065, Email: info@tankjowett.com

Central London Office: 107 -111 Fleet Street EC4A 2AB
West London Office: First Central 200, 2 Lakeside Drive NW10 7FQ

Jack ward
Solicitor
M: 07788205901
E: j.ward@tankjowett.com

ডব্লিউজিইআইডির সুপারিশ

নিরাপত্তা খাতের সংস্কারে র‍্যাব বিলুপ্তি বিবেচনা করতে হবে

ঢাকা, ৯ জুলাই : নিরাপত্তা খাত সংস্কারের অংশ হিসেবে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নকে (র‍্যাব) বিলুপ্তির কথা বাংলাদেশ সরকারকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। এ বাহিনীর যেসব সদস্য জোরপূর্বক গুমের সঙ্গে জড়িত নন, তাদের নিজ নিজ বাহিনীতে ফেরত যাওয়ার বিষয়ও নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরকে (ডিজিএফআই) কেবল সামরিক গোয়েন্দা কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। সংস্থাটির আইনি কর্তৃত্ব ও সম্পদ স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং সীমিত করতে হবে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের জোরপূর্বক গুম নিয়ে ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এনফোর্স অর ইনভলান্টারি ডিজঅ্যাপিয়ারেন্সেসের (ডব্লিউজিইআইডি) এক প্রতিবদনে এ সুপারিশ করা হয়েছে।

গত জুনের মাঝামাঝি প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ সফর করে ডব্লিউজিইআইডির দুই সদস্যের এক কারিগরি প্রতিনিধি দল। সফরকালে প্রতিনিধি দলটি প্রধান উপদেষ্টা, সেনাবাহিনী প্রধান, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা, আইন উপদেষ্টা, পুলিশ কর্মকর্তা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আইসিটি) কৌঁসুলি, বাংলাদেশের গুম কমিশন এবং গুমের শিকার ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করে। ফিরে গিয়ে তারা বাংলাদেশে জোরপূর্বক গুম বিষয়ে বিদ্যমান উদ্বেগ এবং এ ক্ষেত্রে করণীয় বা সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন দেয়। গত ২৫ জুন ডব্লিউজিইআইডি তা সরকারকে পাঠায়।

এর আগে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে র‍্যাব বিলুপ্ত করতে সুপারিশ করেছিল অন্তর্বর্তী সরকারের তৈরি গুম কমিশন, জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের তথ্যানুসন্ধান দল এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)।

ডব্লিউজিইআইডি প্রতিবেদনে বলছে, বাংলাদেশে বেশির ভাগ জোরপূর্বক গুম সংঘটিত হয়েছে র‍্যাবের হাতে। পাশাপাশি ডিজিএফআইও এর সঙ্গে বিভিন্ন সময় সম্পৃক্ত হয়েছে। র‍্যাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন পুলিশের একটি বিশেষ ইউনিট। আর ডিজিএফআই প্রধানমন্ত্রীর অধীন গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই ইউনিটগুলো গঠিত হয়েছে সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যদের নিয়ে।

জোরপূর্বক গুম বিষয়ে অব্যাহত দায়মুক্তি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ডব্লিউজিইআইডি। তারা বলেছে, সেনাবাহিনী, ডিজিএফআই, র‍্যাবসহ সব নিরাপত্তা বাহিনীর সংশ্লিষ্টদের উচিত চলমান তদন্ত ব্যবস্থাকে পূর্ণ সহযোগিতা করে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে প্রকৃত অর্থে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া। এর মাধ্যমেই কেবল সংস্থাগুলোর প্রতি ভুক্তভোগী এবং জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধার সম্ভব।

প্রতিবেদনে ডব্লিউজিইআইডি বলেছে, জোরপূর্বক গুমের শিকার অনেকে বলেছেন, বিচার প্রক্রিয়ার ওপর তাদের খুব কমই আস্থা আছে। কারণ, গুমের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযুক্ত বেশির ভাগ এখনও নিজ অবস্থানে আছেন। দায়মুক্তির সংস্কৃতির পুনরাবৃত্তি রোধের পথে এটি স্পষ্ট বাধা। রাষ্ট্রের উচিত সামগ্রিক যাচাই-বাছাই করে গুমের সঙ্গে জড়িতদের নিরাপত্তা বাহিনী এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে অপসারণ করা।

এই প্রতিবেদনের সুপারিশের বিষয়ে জানালে র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক উইং কমান্ডার এম জেড এম ইন্তেখাব চৌধুরী বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর বাহিনীর ভেতর ইতোমধ্যে সংস্কার কার্যক্রম চলছে। তিনি বলেন, র‍্যাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সরকারি আদেশে। ফলে সরকার আবার আদেশ দিলে র‍্যাবে থাকা সেনা, নৌ, বিমান, বর্ডার গার্ড, পুলিশ, কোস্টগার্ড ও আনসার সদস্যরা তাদের নিজ বাহিনীতে ফেরত যাবে। সরকার যেভাবে আদেশ দেয়, র‍্যাব সেভাবে কাজ করে।

র‍্যাবের অসংখ্য ভালো কাজ রয়েছে জানিয়ে ইন্তেখাব চৌধুরী বলেন, এ বাহিনী থাকাটা প্রয়োজন। তবে আগের যে কালো অধ্যায়গুলো ছিল, তার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়–সে জন্য কঠোরভাবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতের ব্যবস্থা করা যায়। প্রয়োজনে এই বাহিনীর কার্যপরিধির সংস্কার করে কী করা যাবে, কতটুকু করা যাবে এবং কী করা যাবে না–তা নির্ধারণ করে দেওয়া যায়।

র‍্যাব বিলুপ্তি নিয়ে মতানৈক্যে পশ্চিমা দেশগুলো জুলাই-পরবর্তী বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রয়োজনীয় সংস্কার নিয়ে 'আফ্‌টার দ্য মনসুন রেভল্যুশন: এ রোডম্যাপ টু লাস্টিং সিকিউরিটি সেক্টর রিফর্ম ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে এইচআরডব্লিউ। গত জানুয়ারিতে দেওয়া প্রতিবেদনটি পশ্চিমা দেশগুলোর কূটনীতিকদের কাছেও তুলে ধরেছে সংস্থাটি।

র‍্যাবের বিলুপ্তি নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলোর কাছে প্রতিবেদন প্রকাশের সময় বেশ কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। বিশেষ করে ইউরোপের কয়েকটি দেশের কূটনীতিকদের মধ্যে র‍্যাব বিলুপ্তির সুপারিশ নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন প্রতিবেদন প্রকাশে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা একাধিক কূটনীতিক।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে পশ্চিমা দেশের এক রাষ্ট্রদূত বলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই–র‍্যাব গঠনের পর থেকে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে। আর এ বাহিনীর গঠন, প্রশিক্ষণ এবং সরঞ্জামের সহযোগিতা এসেছে পশ্চিমা দেশগুলো, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য থেকে। মূলত সে সময়টিতে বিশ্বজুড়ে জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। তারই প্রেক্ষাপটে পশ্চিমারা এ বাহিনীকে সহযোগিতা করে। তবে বাহিনীটি জঘন্য অপরাধ দমনের পাশাপাশি ভাড়াটে হিসেবেও কাজ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

সাইন লিংক
Sign Link SIGN MAKER
Est Over 25 Years
Sign & Printing Services
- Shop Signs
- Banners
- Menu Boxes
- 3D Signs
- Swing Signs
- Window Frosting
- Takeaway Menu
- In Menu
- Bill Books
- Rubber Stamps
- Leaflets / Posters
- Business Cards
17 Fordham Street, London E1 1HS
E: signlink@yahoo.com
W: signlinklondon.co.uk
0207 377 7513 / 07944 244295

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return
TAJ ACCOUNTANTS
We are registered licence holder in public practice
Winner: AAT Licensed Member of the Year 2017
AWARDS 2017
AAT Magazine Cover Page July-August 2017
TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE
Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk
FreeAgent
ClearBooks
Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

Money Transfer
barakah
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।
প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info
131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)
Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App
হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
M: 07932801487
TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

BENECO
financial services
1st time buyer Mortgage
বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478
আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।
মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?
- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা
Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

ছয় মাসে ১০ হাজার মুরগির খামার বন্ধ

ঢাকা, ৮ জুলাই : বাজারে ডিম ও মুরগির দাম না থাকায় গত ছয় মাসে দেশের প্রান্তিক খামারিদের কমপক্ষে ২ হাজার কোটি টাকা লোকসান হয়েছে বলে দাবি করেছে বাংলাদেশ পোলট্রি এসোসিয়েশন (বিপিএ)। এসময় দেশে প্রায় ১০ হাজার খামার বন্ধ হয়ে গেছে বলেও জানানো হয়। সোমবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য তুলে ধরা হয়।

এসময় সংগঠনটি সংকট মোকাবিলায় ডিম ও মুরগির ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদের উৎপাদনে ধরে রাখতে এক হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠন করার দাবি জানায়। একই সঙ্গে করপোরেট কোম্পানির নিজস্ব উৎপাদন ও কন্ট্রাক্ট ফার্মিং সুষ্ঠু নীতিমালা এবং পোলট্রি ডেভেলপমেন্ট উন্নয়ন বোর্ড গঠনে দাবি জানানো হয়।

এসময় সংগঠনের সভাপতি সুমন হাওলাদার বলেন, বাংলাদেশের পোলট্রি বাজার নিয়ন্ত্রণ হয় সিন্ডিকেটের মাধ্যমে। তারা চাইলে দাম বাড়াতে-কমাতে পারে। মুরগি বা ডিমের দাম বাড়লে সরকারও হইচই করে, নানাভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। কিন্তু দাম কমলে, প্রান্তিক খামারিরা লোকসানে সরকার ঘুমিয়ে থাকে।

এখন মুরগি ও ডিমের দাম হঠাৎ করে কমে গেছে, তখন সাধারণ ভোক্তা হয়তো খুশি হন। কিন্তু আমরা প্রশ্ন করবো, এই স্বস্তি কী আসলেই স্বস্তি না কি একটা সময় অস্বস্তির মূল কারণ হবে। প্রান্তিক খামারিদের পুঁজি, শ্রম ও স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দেয়া হচ্ছে। প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগির উৎপাদন খরচ গড়ে ১৫০ থেকে ১৬০ টাকা হচ্ছে, অথচ খামার পর্যায়ে বিক্রি করতে হচ্ছে ১১০ থেকে ১২০ টাকায়। সোনালি মুরগি প্রতি কেজি উৎপাদন খরচ ২৩০ টাকা থেকে ২৫০ টাকা, যা খামার পর্যায়ে বিক্রি করতে হচ্ছে ১৮০ থেকে ২০০ টাকার ভেতর। একটি ডিমের উৎপাদন খরচ ১০ টাকা, যা খামার পর্যায়ে বিক্রয় করতে হচ্ছে ৬ টাকা থেকে ৮ টাকা।

তিনি বলেন, এ দেশে প্রতিদিন ব্রয়লার, সোনালি, লেয়ার মুরগির উৎপাদন ৫ হাজার ২০০ টন, প্রতিদিন ডিমের উৎপাদন ৪ থেকে সাড়ে ৪ কোটি পিস। এর ভেতর যদি প্রান্তিক খামারিরা ৩ হাজার টন মুরগি এবং প্রতিদিন ৩ কোটি পিস ডিম উৎপাদন করে থাকেন। প্রতি কেজি মুরগিতে গড়ে ৩০ টাকা লোকসান ধরলে প্রতি টনে ৩০ হাজার টাকা, ৩ হাজার টন মুরগিতে প্রতিদিন লোকসান দাঁড়ায় ৯ কোটি টাকা এবং তিন কোটি পিস ডিমে প্রতিদিন ২ টাকা গড়ে লোকসান ধরলে প্রতিদিন ৬ কোটি টাকা দাঁড়ায়। ডিম এবং মুরগিতে প্রতিদিন লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫ কোটি টাকা। যা গত ৫ থেকে ৬ মাসে ডিম এবং মুরগিতে প্রান্তিক খামারিদের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা দাঁড়িয়েছে।

এ লোকসান হওয়ার প্রধান কারণ কোম্পানি ও তাদের কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ের মাধ্যমে উৎপাদিত ডিম ও মুরগি এবং প্রান্তিক খামারিদের উৎপাদন খরচের সঙ্গে বৈষম্য থাকায় এ সুবিধা নিচ্ছে বাজার নিয়ন্ত্রণকারী অসাধু চক্র। খামারিরা কম দামে বিক্রি করলেও ভোক্তারা ঠিকই বেশি দামে খাচ্ছে। এ অবস্থায় দীর্ঘদিন চলতে থাকলে প্রান্তিক খামারি আর থাকবে না।

দুর্ভাগ্যবশত, প্রতিদিন শত শত খামার বন্ধ হচ্ছে। গত ছয় মাসে অন্তত ১০ হাজার ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামার বন্ধ হয়েছে। একটি খামার বন্ধ মানে শুধু মুরগি বা ডিমের উৎপাদন কমে যাওয়া নয়, বরং একটি পরিবার আয় হারাচ্ছে, একজন যুবক বেকার হয়ে যাচ্ছে, একটি সংসার ঋণের নিচে ডুবে যাচ্ছে।

এসময় বিপিএ ১০ দফা দাবি তুলে ধরে। সেগুলো হলো- জাতীয় পোলট্রি শুমারি ও ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি। সব ডিলার ও খামারি ব্যবসায়ীকে উদ্যোক্তা আইডি কার্ড দেয়া। নিবন্ধন, ট্রেড লাইসেন্স, প্রশিক্ষণ ও নীতিনির্ধারণী সরকারি মিটিং প্রান্তিক খামারিদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ। প্রান্তিকদের জন্য সরকারি সব ধরনের নীতিগত সহায়তা ও জামানতবিহীন স্বল্প-সুদের ঋণ ব্যবস্থা। ফিড, ভ্যাকসিন ও ওষুধের দামে স্বচ্ছতা ও নিয়ন্ত্রণ এবং সরকারিভাবে ফিডমিল ও হ্যাচারি স্থাপনের উদ্যোগ। বাজার ধসসহ বিভিন্ন সংকটকালীন প্রতিকূলতায় সময় প্রান্তিক খামারিদের জন্য প্রণোদনা ও ভর্তুকি ব্যবস্থা করতে হবে। সুষ্ঠু কন্ট্রাক্ট ফার্মিং নীতিমালা প্রণয়ন ও জাতীয় পোলট্রি উন্নয়ন ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন।

পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের দাবি

ইসলামী দলগুলোকে এক করার উদ্যোগ চলছে: চরমোনাই পীর

ঢাকা, ৯ জুলাই : সংখ্যানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতিতে নির্বাচন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমীর মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ ফয়জুল করিম (চরমোনাই পীর) বলেছেন, “সংস্কার ছাড়া নির্বাচন দিলে তা প্রশ্নবিদ্ধ হবে। নির্বাচন, স্বৈরাচারবিরোধী বিচার ও কাঠামোগত সংস্কার একসাথে না হলে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।”

মঙ্গলবার (৮ জুলাই) নাটোরের গুরুদাসপুরে এক নিহত কর্মীর কবর জিয়ারত শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, “ইসলামী দলগুলোর মধ্যে পিআর পদ্ধতির বিষয়ে ঐকমত্য তৈরি হয়েছে। আমরা এখন সব ইসলামী দলকে এক করার চেষ্টা করছি, যেন তারা একসাথে একই প্রতীকে নির্বাচনে অংশ নিতে পারে। আমাদের লক্ষ্য, ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী সব দল ও জনগণকে নিয়ে একটি কার্যকর রাজনৈতিক মঞ্চ গঠন করা।”

চরমোনাই পীর আরও বলেন, “৫৩ বছর ধরে যারা দেশ চালিয়েছে তারা মানুষের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও জুলুমের সংস্কৃতি বন্ধ করতে পারেনি। এখন শুধু ব্যক্তি বা দল পরিবর্তনে চলবে না, নীতি ও আদর্শ বদলাতে হবে। ইসলামই একমাত্র শান্তি ও মুক্তির পথ।” তিনি বলেন, “আমরা চাই জাতীয় সংসদে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হোক। পিআর পদ্ধতি অনুসরণ করলে সেটা সম্ভব। আমরা বলছি না সব সংস্কার একদিনেই শেষ করতে হবে, তবে যেগুলো জরুরি, সেগুলোর ভিত্তিতে নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়া হোক।”

পরে মুফতি ফয়জুল করিম সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ইসলামী আন্দোলন কর্মী গোলাম মোস্তফার (৪৫) কবর জিয়ারত করেন এবং তার পরিবারকে ১ লাখ ৬০ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। একইসঙ্গে নিহত পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা দেন তিনি।

ঢাকায় বাড়ি-ফ্ল্যাট সব আছে পুলিশ কর্মকর্তা আনোয়ারের

ঢাকা, ৯ জুলাই : চাকরিজীবন ২২ বছর। এর ১২ বছরই অতিরিক্ত ডিআইজি মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন ঢাকায় কাটিয়েছেন। সাড়ে চার বছর মতিঝিল বিভাগের উপকমিশনার; ছিলেন দিনাজপুরের এসপি। অভিযোগ উঠেছে, অনিয়ম করে আনোয়ার দুই হাতে টাকা কামিয়েছেন। গড়েছেন অঢেল সম্পদ। ২০১৮ সালে রাতের ভোটে দায়িত্ব পালনের অভিযোগে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি তাঁকে ওএসডি করে সরকার।

রাজধানীর বনশ্রীতে পাশাপাশি প্লটে আনোয়ারের দুটি সাততলা বাড়ির তথ্য পেয়েছে সমকাল। যদিও ‘এসপি বাড়ি’ নামে পরিচিত এ সম্পদ তিনি করেছেন স্ত্রী খাদিজা ফেরদৌসের নামে। একই এলাকায় পুলিশ পার্ক ভবনে প্রায় আড়াই হাজার বর্গফুটের দুটি ফ্ল্যাট কিনেছেন নিজের নামে। গ্রামের বাড়ি মাদারীপুরের শিবচরেও জমি কেনাসহ নানা সম্পদ করেছেন আনোয়ার।

দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের কর্মীদের ভাষ্য, পুলিশের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনের বেতন-ভাতাসহ ২২ বছরে আনোয়ারের আয় বড়জোর ২ কোটি টাকা। অথচ শুধু ঢাকাতেই ৪ কোটি টাকার বেশি দিয়ে দুটি ফ্ল্যাট কিনেছেন। সরকারি রোজগারের সঙ্গে এগুলো বেমানান।

তথ্য দিয়ে জানতে চাইলে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ‘সরকারি কর্মকর্তা তিনি যে পর্যায়ের হোন, এ ধরনের সম্পদের মালিক হতে গেলে তা বৈধ আয়ে সম্ভব নয়। রাষ্ট্রকেই তাদের প্রতিহত করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। যথাযথ প্রক্রিয়ায় অনুসন্ধান করে তাঁকে (আনোয়ার হোসেন) দ্রুত আইনের আওতায় আনা দরকার।’

পুলিশের একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বেতনের টাকায় সংসার চালানোর পর এত সম্পদ গড়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অতিরিক্ত ডিআইজি আনোয়ার হোসেন পৈতৃকভাবে এত সম্পদশালী নন যে, ঢাকায় একাধিক বাড়ি-ফ্ল্যাট কিনবেন!

মাদারীপুরের শিবচরের সাতভাগিয়া গ্রামে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, আনোয়ার হোসেনের প্রয়াত বাবা খোরশেদ মোড়ল ছিলেন সাধারণ কৃষক। বসবাস করতেন টিনের ঘরে। সংসার চালাতেই হিমশিম খেতেন। কিন্তু আনোয়ার পুলিশে চাকরি নেওয়ার পর বদলে যায় পরিবারটির ভাগ্য!

সরেজমিন দক্ষিণ বনশ্রীর জে ব্লকের ১২/৩ নম্বর সড়কের ১৭ ও ১৮ নম্বর হোলডিংয়ের পাশাপাশি সাততলা দুটি বাড়ি পাওয়া যায়। একই নকশায় তৈরি বাড়ি দুটির গ্রাউন্ড ফ্লোর এক। আশপাশের বাড়িতে হোলডিং নম্বর লেখা সাইনবোর্ড থাকলেও ‘এসপি বাড়ি’ নামে পরিচিত ভবন দুটিতে নেই।

চোখের সামনে ভবন দুটি হতে দেখেছেন–জে ব্লকের এমন পাঁচ বাসিন্দা জানান, আনোয়ার হোসেন মতিঝিল বিভাগের উপকমিশনার থাকার সময় প্রথমে একটি প্লট কিনে ভবন শুরু করেন। পরে পাশের প্লটটি কিনে ২০২২ সালে দুটি ভবনের কাজ শেষ করেন। ভবনের কাজ দেখতে এসে আনোয়ার আক্ষেপ করতেন–শুরুতে প্লট দুটি একসঙ্গে পেলে রাজউক থেকে বহুতল ভবনের অনুমোদন নিতে পারতেন!

রাজধানীর দক্ষিণ বনশ্রীতে অতিরিক্ত ডিআইজি আনোয়ার হোসেনের বাড়ি। সম্প্রতি তোলা

আনোয়ার প্রথমে খিলগাঁও সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে আড়াই কাঠার দলিল করেন ২০১৬ সালের ২১ জুন। পাশের প্লটের দলিল ২০১৮ সালের ১০ অক্টোবর। জে ব্লকের বাসিন্দা সেলিম হোসেন বলেন, মতিঝিলের ডিসি থাকাকালে আনোয়ার বাড়ি দুটি করেছেন।

বনশ্রীর ‘সি’ ব্লকের মাথায় পুলিশ পার্ক ভবন। ১৮ তলা ভবনের ১ নম্বর টাওয়ারে ১৩-এ এবং ১৩-বি দুটি ফ্ল্যাট আনোয়ারের। ফ্ল্যাট মালিকের তালিকায় দুটিতে আনোয়ারের নাম ও মোবাইল নম্বর দেওয়া। প্রতিটি ফ্ল্যাটের আয়তন ২ হাজার ৪০০ বর্গফুট, মার্বেল করা।

ভবনসংশ্লিষ্ট তিনজন জানান, আনোয়ার হোসেনের ফ্ল্যাট দুটির মূল্য কমপক্ষে ৪ কোটি টাকা। বর্তমানে ভাড়াটে আছেন। মাঝেমধ্যে তিনি দেখতে আসেন।

মাদারীপুরের শিবচরের উমেদপুর ইউনিয়নের সাতভাগিয়া গ্রামে আনোয়ার হোসেনের প্রতিবেশী পাঁচ ব্যক্তি নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, আনোয়ারের বাবা খোরশেদ মোড়লের আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। আনোয়ারের ভাই হুমায়ুন মোড়ল বাড়িতে বসবাস করছেন। মাঝেমধ্যে তিনি আসেন।

স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু আনোয়ারের। প্রথমে পুলিশের সার্জেন্ট, পরে ২০০৩ সালে বিসিএস পুলিশ ক্যাডারে এএসপি হন। ২০২২ সালে আনোয়ার গ্রামে ৩৮ লাখ টাকায় ৫২ শতাংশ জমি কিনেছেন বলে জানান এক প্রতিবেশী।

অভিযোগের বিষয়ে আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘আমার সম্পদের সব হিসাব সরকারের কাছে দেওয়া আছে। চাইলে তদন্ত করে দেখতে পারেন।’

আনোয়ার হোসেন কিশোরগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, এসএসএফসহ বিভিন্ন ইউনিটে এএসপি হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে ডিএমপিতে যোগদান করেন। সহকারী পুলিশ কমিশনার হিসেবে ট্রাফিক বিভাগ, রমনা বিভাগ ও পিওএমে কর্মরত ছিলেন। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদোন্নতি পেয়ে ২০১১ সালের ১১ জুন থেকে ২০১৪ সালের ২১ অক্টোবর পর্যন্ত রমনা বিভাগের এডিসি ছিলেন। ২০১৪ সালের ২১ অক্টোবর বদলি হন মতিঝিল বিভাগে। সেখানে ২০১৫ সালের ৪ জুন এসপি হিসেবে পদোন্নতি পান এবং ওইদিনই মতিঝিল বিভাগে উপকমিশনারের দায়িত্ব নেন। ছিলেন টানা ৪ বছর ২৩ দিন।

আনোয়ার মতিঝিল বিভাগের উপকমিশনার থাকার সময় ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর সংসদ নির্বাচন হয়, যা রাতের ভোট হিসেবে পরিচিত। নির্বাচনের আগে ১৪ নভেম্বর নয়াপ□নে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নমিনেশন ফরম বিক্রি-জমার সময় মিছিল, ব্যান্ডপার্টি, ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে আসা নেতাকর্মীর ওপর তাঁর নির্দেশে লাঠিচার্জ করা হয়। এ সময় ৫৯ নেতাকর্মী গ্রেপ্তারের পুরস্কার হিসেবে পরে আনোয়ার বিপিএম পদক পান। ২০১৯ সালের ২৮ নভেম্বর দিনাজপুরের এসপি হিসেবে যোগ দেন আনোয়ার। ২০২২ সালের ২৫ আগস্ট পুলিশ সদরদপ্তরে বদলি হন। যোগদানের চার দিন পর অতিরিক্ত ডিআইজি পদোন্নতি পান। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর আনোয়ার হোসেনকে ওএসডি করা হয়।

সমাবেশে ব্যাপক লোকসমাগম করতে চায় জামায়াত

ঢাকা, ৮ জুলাই : রাজধানীর সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যানে আগামী ১৯শে জুলাই ডাকা মহাসমাবেশে ব্যাপক শোডাউন করতে চায় জামায়াত। এলক্ষ্যে ইতিমধ্যে সবধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে দলটি। ৫ই আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের পর রাজধানীতে দলটির সবচেয়ে বড় জনসমাগমের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। নেতারা বলছেন, এই সমাবেশের মাধ্যমে সারা দেশে একটি ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিতে চান তারা। সমাবেশ সফল করতে চলো চলো ঢাকা চলো শ্লোগানে সারা দেশে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানো হচ্ছে দলীয়ভাবে।

দলের সব জেলা-উপজেলা শাখাও এই প্রচার কাজে যুক্ত হয়েছে। বেশ সক্রিয় রয়েছে দলের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির। গত ২৮শে জুন সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যানে চরমোনাই পীরের সংগঠন ইসলামী আন্দোলনের মহাসমাবেশের পর জামায়াতে ইসলামীর এই সমাবেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ইসলামী আন্দোলনের সমাবেশে জামায়াতে ইসলামী, এনসিপিসহ সমমনা ১০ সংগঠনের প্রথম সারির নেতারা অংশ নিলেও বিএনপি'র কোনো নেতাকে ওই সমাবেশে দেখা যায়নি। ১৯শে জুলাইয়ের সমাবেশে নতুন মাত্রা যোগ হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দলীয় সূত্র জানায় উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক দলের নেতাদের এই সমাবেশে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। এই সমাবেশ থেকে একটি বৃহৎ নির্বাচনী ঐক্যের বার্তা দেয়ার চেষ্টা করা হবে। দলটির সূত্র জানায় উপস্থিতি বাড়াতে জেলা, উপজেলা ও থানা পর্যায়ের উপস্থিতির একটি কোটা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। দলীয় জনশক্তির একটি পর্যায়ের প্রায় সবাইকে অংশ নিতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ওদিকে ১৯শে জুলাই ঐতিহাসিক সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যানে জাতীয় সমাবেশ বাস্তবায়নে সোমবার জামায়াত নেতারা প্রস্তাবিত সমাবেশস্থল পরিদর্শন করেছেন। জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ারের নেতৃত্বে মাঠ পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম, এডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, এডভোকেট মোয়াযযম হোসেন হেলাল, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও প্রচার মিডিয়া সেক্রেটারি এডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আমীর মো. নূরুল ইসলাম বুলবুল প্রমুখ। শ্লোগানে দেশবাসীকে মহাসমাবেশে যোগদানের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের উত্থাপিত ৭ দফা দাবি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি। তাই তিনি ধর্ম-বর্ণ, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে মহাসমাবেশ সফল করতে দেশবাসীকে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। এ সময় তিনি সমাবেশ সফল করতে সরকারের সার্বিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

এক প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, জামায়াতে ইসলামী ৫ই আগস্ট পরবর্তী কখনো নির্বাচন পেছানো কিংবা আগানোর কথা বলেনি। জামায়াতে ইসলামী বলেছে, সরকার যখনই নির্বাচন দিবে জামায়াতে ইসলামী প্রস্তুত রয়েছে। তবে জামায়াতে ইসলামী বলেছে, যেনতেন কোনো নির্বাচন হতে দেয়া হবে না। বর্তমানে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। এই পরিস্থিতি কখনো নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করে না। যারা এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তারা ভোট কেন্দ্র দখল, ব্যালট বাক্স লুটসহ যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে পারে। এজন্য জামায়াতে ইসলামী বলেছে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতি করে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব দল ও প্রার্থীর জন্য সমান লেভেল প্লেয়িং ফিলড তৈরি করতে হবে। প্রতিটি ভোটার ভোট দিয়ে নিরাপদে বাড়িতে ফিরে যাওয়ার নিশ্চয়তা নিশ্চিত করতে হবে।

একজন মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্তকে রক্ষা করতে পারবে না ভারত: শফিকুল আলম

ঢাকা, ৯ জুলাই : ভারত যেন বিবেক ও নৈতিক স্বচ্ছতা নিয়ে কাজ করে–এ আহ্বান জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, মানবতাবিরোধী অপরাধে বিশ্বাসযোগ্যভাবে অভিযুক্ত একজন ব্যক্তিকে আর রক্ষা করার সুযোগ ভারতের নেই।

গত বুধবার এক বিবৃতিতে শফিকুল আলম

বলেন, 'আমরা এখন ভারতের প্রতি আহ্বান জানাই, তারা যেন বিবেক ও নৈতিক স্পষ্টতা নিয়ে কাজ করে। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ সরকার শেখ হাসিনার প্রত্যার্পণের যে আইনগত অনুরোধ জানিয়ে আসছে, তা মেনে নিতে ভারত অস্বীকার করেছে।'

শফিকুল আলম বলেন, 'এ অবস্থান আর গ্রহণযোগ্য নয়। আঞ্চলিক বন্ধুত্ব, কৌশলগত হিসাব কিংবা কোনো রাজনৈতিক উত্তরাধিকার–কোনো কিছুই বেসামরিক নাগরিকদের পরিকল্পিত হত্যার অজুহাত হতে পারে না।'

নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে প্রেস সচিব বলেন, 'যখন বিবিসির মতো একটি বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে সংঘটিত অপরাধ উদঘাটনে তাদের পূর্ণ তদন্ত সক্ষমতা কাজে লাগায়, তখন বিশ্বকে তা আমলে নিতেই হয়।'

শফিকুল আলম জানান, বিবিসির ইনভেস্টিগেশন ইউনিট বিবিসি আই এরই মধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট হত্যাকাণ্ডে সরাসরি সম্পৃক্ততার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

গত মঙ্গলবার প্রকাশিত অনুসন্ধানে যে অডিও প্রমাণ ও ভিডিও ফুটেজ রয়েছে, তা ২০২৪ সালের ছাত্র বিক্ষোভ দমন অভিযানে শেখ হাসিনার ভূমিকার 'চূড়ান্ত সত্য' প্রকাশ করেছে বলে উল্লেখ করেন শফিকুল আলম।

শফিকুল আলম বলেন, 'সাধারণ মানুষ শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ তুলেছে–এটি এক বিষয়; কিন্তু বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত, সম্পদসমৃদ্ধ ও ফরেনসিক দক্ষতায় পারদর্শী বিবিসির মতো একটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম যখন স্বাধীনভাবে তদন্ত করে এসব অভিযোগ অকাট্যভাবে তুলে ধরে, তখন তা ভিন্ন মাত্রা পায়।'

প্রেস সচিব আরও বলেন, 'ফাঁস হওয়া অডিও রেকর্ডিং, যা বিশ্বমানের অডিও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা যাচাই করেছেন, তা প্রমাণ করে যে এ সহিংসতা ছিল না তাৎক্ষণিক বা দুর্ঘটনাবশত। এটি ছিল পূর্বপরিকল্পিত, অনুমোদিত হত্যাকাণ্ড।'

শফিকুল আলম বলেন, 'এখন আর প্রমাণ শুধু গল্পনির্ভর বা পক্ষপাতদুষ্ট নয়। এটি ফরেনসিক, যাচাইযোগ্য এবং উপেক্ষা করার মতো নয়।'

বিবিসির প্রতিবেদন

‘তাদের যেখানেই পাবে, গুলি করবে’, ফোনালাপে শেখ হাসিনা

ঢাকা, ৯ জুলাই : ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে বাংলাদেশে ছাত্র-নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভ দমনে সরাসরি গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিবিসি আই শেখ হাসিনার ফাঁস হওয়া একটি ফোন কল যাচাই করে এর সত্যতা নিশ্চিত করেছে। বুধবার এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য জানিয়েছে বিবিসি।

BBC NEWS বাংলা

বিবিসির অনুসন্ধানে ৫ই আগস্ট ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে পুলিশি হত্যাকাণ্ডের যে চিত্র উঠে এসেছে

মার্চ মাসে অনলাইনে ফাঁস হওয়া অডিওতে হাসিনা তার নিরাপত্তা বাহিনীকে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে ‘মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার’ করার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি নিরাপত্তা বাহিনীকে বলেন, ‘তাদের যেখানেই পাবে, গুলি করবে।’

বিবিসির তথ্যমতে, বাংলাদেশ সরকারের টেলিযোগাযোগ নজরদারি সংস্থা এনটিএমসি এই কলটি রেকর্ড করা হয়েছিল। কলটি হাসিনার ঢাকার বাসভবন গণভবন থেকে ১৮ জুলাই করা হয় বলে বিবিসিকে নিশ্চিত করেছে একটি সূত্র।

জাতিসংঘের তদন্ত অনুযায়ী, গত বছরের বিক্ষোভে প্রায় ১,৪০০ জন নিহত হন। সেই ঘটনার পর শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার চলছে। যেখানে তিনি অনুপস্থিত অবস্থায় অভিযুক্ত। হাসিনা বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছেন এবং তার দল আওয়ামী লীগ সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

আওয়ামী লীগের একজন মুখপাত্র বিবিসিকে বলেন, ‘এই ফোন কল থেকে কোনো বেআইনি উদ্দেশ্যের প্রমাণ মেলে না। এটি প্রতিক্রিয়া মাত্র।’

তবে বিবিসি ও ফরেনসিক প্রতিষ্ঠান ইয়ারশট কলটির প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ করে নিশ্চিত করেছে- এটি কৃত্রিম নয়, কোনোভাবে কাটাছেঁড়া বা পরিবর্তন করা হয়নি। হাসিনার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে এটি পুরোপুরি মিলে গেছে বলেও জানায় বাংলাদেশের পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

১৮ জুলাইয়ের এই কলের পর ঢাকার রাস্তায় সামরিক-গ্রেডের অস্ত্র ব্যবহার করা হয়, যা পুলিশের গোপন নথিতে উল্লেখ রয়েছে। বিবিসি আরো জানিয়েছে, ৫ আগস্ট ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে পুলিশের গুলিতে অন্তত ৫২ জন নিহত হয়। এর আগে ওই ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ছিল ৩০ জন।

ঘটনার দিন সেনাবাহিনী সরে যাওয়ার পরপরই পুলিশ সরাসরি বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালায়। ঘটনাস্থল থেকে সিসিটিভি, ড্রোন ও প্রত্যক্ষদর্শীর ভিডিও বিশ্লেষণ করে এ তথ্য উঠে আসে।

ঘটনার পর প্রতিবাদকারীরা যাত্রাবাড়ী থানায় হামলা চালালে ছয়জন পুলিশ সদস্যও নিহত হয়।

বাংলাদেশ পুলিশের একজন মুখপাত্র বিবিসিকে জানায়, গত বছরের সহিংসতায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৬০ পুলিশ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং নিরপেক্ষ তদন্ত চলছে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ পুলিশ পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং নিরপেক্ষ তদন্ত শুরু করেছে।

শেখ হাসিনার বিচার গত মাসে শুরু হয়েছিল। এই মামলায় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গণহত্যা, উসকানি, ষড়যন্ত্র এবং বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা চালানোর অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে ভারত এখনো তাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে রাজি হয়নি।

জাতিসংঘের তদন্তেও শেখ হাসিনা ও তার সরকারের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের যুক্তিসংগত প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও আওয়ামী লীগ তা প্রত্যাখ্যান করেছে। আওয়ামী লীগের একজন মুখপাত্র বলছে, “আমাদের সিনিয়র নেতাদের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সরকার যে সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছে, সেগুলো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এবং প্রাণহানি রোধের উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছিল।”

গণহত্যার দায়ে শুধু হাসিনা নয়, আওয়ামী লীগেরও বিচার হওয়া উচিত: ফখরুল

ঢাকা, ৯ জুলাই : জুলাই আন্দোলনে গণহত্যার দায়ে শুধু শেখ হাসিনার নয়, দলীয়ভাবে আওয়ামী লীগেরও বিচার হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

তিনি আরও বলেন, শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বেশি রোষানলের শিকার বিএনপি।

আজ বুধবার সকালে রাজধানীর নিউরোসায়েন্স হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দলটির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ডা. আবদুল কুদ্দুসের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা বলেন তিনি।

মির্জা ফখরুল বলেন, সর্বশেষ গণহত্যার সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন শেখ হাসিনা। গণহত্যার জন্য শুধু শেখ হাসিনা নয়, দলীয়ভাবে আওয়ামী লীগেরও বিচার হওয়া উচিত।

বিএনপি সব সময়ই সংস্কারের পক্ষে জানিয়ে তিনি বলেন, ’যারা মনে করেন নির্বাচন প্রয়োজন নেই। তাদের বলব, নির্বাচন প্রয়োজন জনগণের জন্য। নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে জনগণের সর্ম্পক থাকে।’ সংস্কার এবং নির্বাচন দুইটি একসঙ্গে চলতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি।

HAMLET ACCOUNTANTS
ACCA
Chartered Certified Accountants & Tax Advisers
Our Services:
- Limited Company Accounts
- Self Assesment Tax Return
- Company formations
- Charity registration & Accounts
- VAT
- Payroll & CIS tax
- HMRC Investigation & Penalty Appeal
- Property Tax
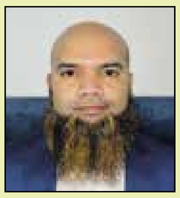
266-268 Bethnal Green Road
London E2 0AG
info@hamletaccountants.co.uk
www.hamletaccountants.co.uk
Call us today:
020 3720 0406
Sulaman R Chowdhury ACCA
Principal
*Special discount for Minicab and Small businesses
*FREE Tax and Business Consultancy Services

SWF SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
"WE REPRESENT YOUR VOICE"
OUR SERVICES:
IMMIGRATION
FAMILY MATTERS
WILLS & PROBATE
LITIGATION
LEASE & TENANCY AGREEMENT

London Office: 19 Henrique Street
Commercial Road, London E1 1NB
Milton Keynes Office:
41A (First Floor), Queensway,
Bletchley, Milton Keynes MK2 2DR
www.swfsolicitors.co.uk
info@swfsolicitors.co.uk
Call US Today
020 80904780

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
HALAL

আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
ALL SEASON FOODS
88 Mile End Road,
London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

সম্পাদকীয়

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

উপজেলায় আদালত

জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাক বিচারব্যবস্থা

বিচারের সেবা সহজলভ্য করতে উপজেলা পর্যায়ে আদালত সম্প্রসারণে সব রাজনৈতিক দলের একমত হওয়ার বিষয়টিকে আমরা সাধুবাদ জানাই। সোমবার জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় এ বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে। ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি আলী রীয়াজ জানিয়েছেন, দলগুলো উপজেলা পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে অধস্তন আদালত সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একমত পোষণ করেছে। তবে দল ও জোটগুলো এ ক্ষেত্রে কিছু বিষয় বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করে। আলী রীয়াজ জানান, ছয়টি বিষয় বিবেচনায় নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সেগুলো হলো-১. জেলা সদরে অবস্থিত সদর উপজেলা আদালত জেলা জজকোর্টের সঙ্গে সংযুক্ত করা; ২. বিদ্যমান চৌকি আদালত ও উপজেলা আদালত প্রয়োজনীয় সংস্কার ও অবকাঠামো নির্মাণ করা; ৩. জেলা সদরের কাছাকাছি উপজেলায় নতুন আদালত স্থাপন না করা ও প্রয়োজনীয় জরিপ পরিচালনা করা; ৪. অবশিষ্ট উপজেলায় জনসংখ্যার ঘনত্ব, ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য, যাতায়াতব্যবস্থা, দূরত্ব, অর্থনৈতিক অবস্থা ও মামলার সংখ্যা বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে আদালত স্থাপন করা; ৫. অধস্তন আদালতের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা; ৬. আইনগত সহায়তা কার্যক্রম উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা।

উল্লেখ্য, এর আগে উপজেলা পর্যায়ে আদালত স্থাপনের সুপারিশ করেছিল বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন। বলার অপেক্ষা রাখে না, উপজেলা পর্যায়ে আদালত সম্প্রসারিত হলে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে বিচারব্যবস্থা। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ মানুষের পক্ষে উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হওয়া দূরের কথা, জেলা পর্যায়ের জজকোর্টের চৌকাঠ মাড়ানোও তাদের জন্য অনেকটা অকল্পনীয় বিষয়। আদালতের দরজা পর্যন্ত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বাধাবিঘ্ন, দুর্ভোগ, দীর্ঘসূত্রতা, ব্যয়নির্বাহ, আইনি সহায়তা গ্রহণের সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কে সবাই অবহিত। তাই জরুরি প্রয়োজন না হলে অনেকে আদালতের আশ্রয় নিতে চান না। দ্বিতীয়ত, উচ্চ ও নিম্ন আদালতে মামলাজটের বিষয়টি সর্বজনবিদিত। বলা হয়, দেশের বিভিন্ন আদালতে ৪৫ লাখের বেশি মামলা বিচারাধীন। মামলা দ্রুত নিষপত্তির জন্য প্রয়োজন আদালত ও বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি। মোট কথা, জনভোগান্তি হ্রাস করার জন্য প্রয়োজন নিম্ন আদালতের বিকেন্দ্রীকরণ। একটি উপজেলায় কয়েক লাখ মানুষ বসবাস করে। তাই প্রতিটি উপজেলায় আদালত স্থাপনের বিষয়টি যৌক্তিক অবশ্যই। উপজেলা পর্যায়ে আদালতের সম্প্রসারণ দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করি আমরা।

মব জাস্টিস অবিচার, মারাত্মক অন্যায়

আফরোজা পারভীন

দেশে বর্তমানে লাগাতার সংঘটিত হচ্ছে অমানবিক ঘটনা গণপিটুনি বা মব জাস্টিস। মব বা জনতা যখন বিচারের ভার নিজেদের হাতে তুলে নেয় তখন তাকে বলে মব জাস্টিস। এটা একেবারেই আইনবহির্ভূত এবং মারাত্মক অন্যায়। কিন্তু এটাই নিয়মিত হয়ে উঠেছে। ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত গণপিটুনিতে ১৭৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। সে হিসাবে মাসে মৃত্যু হয়েছে ১৮ জনের। হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি জানাচ্ছে, ২০২৪ সালে মোট ২০১টি গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে। সর্বশেষ ৭ মাসে ১১৯ জন নিহত, ৭৪ জন আহত হয়েছে। এ সংখ্যা গত ১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

ক্রমবর্ধমান গণপিটুনির প্রধান কারণ, জনগণ মনে করছে তাদের হাতে ক্ষমতা এসে গেছে। এ কাজ করার ক্ষমতা তাদের আছে। এটাও তারা দেখেছে, এ কাজ করে তারা পার পেয়ে যাচ্ছে। কোনো সাজা হচ্ছে না তাদের। তা ছাড়া ঘটনার সময় পুলিশ থাকে না। ঘটনাটি মিডিয়াতে ছড়িয়ে পড়ার পর পুলিশ আসে। পুলিশের সামনেও অনেক সময় এসব ঘটছে। পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। জুলাই আন্দোলনের পর মবের সামনে দাঁড়ানোর মতো মনোবল তাদের নেই। তারা মানসিকভাবে অনেকটাই ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে। তারা সারাক্ষণ থাকে অস্তিত্বসংকটে। বেড়েছে পারস্পরিক অবিশ্বাস, সামাজিক অবিশ্বাস ও প্রতিশোধ নেওয়ার প্রবণতা। কোনো দিন হয়তো কারও ওপরে রাগ ছিল, প্রতিশোধস্পৃহা পুষে রেখেছিল মনে, সময়-সুযোগের অভাবে প্রতিশোধ নেওয়া হয়নি। এখন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে নিজেদের ইচ্ছাগুলো চরিতার্থ করে নিচ্ছে। 'নিজেই বিচার' করছে।

সাধারণত চোর, ছিনতাইকারী, পকেটমার অপহরণকারী সন্দেহে গণপিটুনির ঘটনা ঘটে। লোকজন তাৎক্ষণিকভাবে নিজেই বিচার করতে উদ্যত হয়। তাদের সন্দেহ থাকে পুলিশে দিলে হয়তো ছাড়া পেয়ে যাবে। তাই নিজেরাই ঝাল মিটিয়ে নেয়। চোর সন্দেহে পিটিয়ে মারার এমন একটি ঘটনা ঘটেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তোফাজ্জল হোসেনের সঙ্গে। আর অতিসম্প্রতি একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে যেভাবে হেনস্তা করা হয়েছে তা ন্যক্কারজনক। আদালতে রাজনৈতিক বন্দিদের আনা-নেওয়ার সময় যেভাবে তাদের ওপর ইটপাটকেল, ডিম, স্যান্ডেল ছোড়া হচ্ছে-তা কোনো সভ্য দেশে করা হয় না। একটা কথা মনে রাখতে হবে, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে কেউ দোষী নয়। আর দোষ প্রমাণিত হলে সাজা দেওয়ার ক্ষমতা আদালতের, জনগণের নয়। এ ধরনের ঘটনা ঘটলে সমাজে কিছু তোলপাড় ওঠে। কখনোসখনো বুদ্ধিজীবী মহল সোচ্চার হয়। তখন সরকার একটু নড়েচড়ে বসে। কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দেয়। দোষীদের আইনের আওতায় আনা, পুলিশ দোষী হলে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা হবে-এসব ঘোষণা আনে। বাস্তবায়ন হয় খুব কম। বিচার হয় কমই।

মুক্তচিন্তা যাঁরা করেন, আলেম সম্প্রদায় হুমকির মুখে। সাংবাদিক, লেখক শিল্পীদের নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। অন্যদিকে একশ্রেণির শিক্ষার্থী শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত করে ফেলছে। তারা যে অনাচার-অত্যাচার করছে তাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আইনশৃঙ্খলাব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। শিক্ষার্থীদের এ মারমুখি হওয়ার কারণও আছে। কোনো একটি ঘটনা ঘটলে দীর্ঘদিন ধরে তার প্রতিকার না হওয়া, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা, বিচারপ্রক্রিয়ার দুর্বলতায় তারা আইনের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছে। তারা মনে করে আইন দিয়ে কিছু হয় না। নিজে যা করব সেটাই আইন। এটা আসলে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু এ ক্ষোভ সব সময় অযৌক্তিক। অতিসম্প্রতি মুরাদনগরে যে ধর্ষণের ঘটনা ঘটল, ওই নারীর নগ্ন ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে গেল। ধর্ষককে ধরে ছাত্র-জনতা গণপিটুনি দিয়ে ছেড়ে দিল। তারা যদি তাকে ছেড়ে না দিয়ে মেরেও ফেলত, তাদের দোষ দেওয়া যেত না। কারণ মনের দুঃখে-গ্লানিতে-অপমানে ওই নারী আত্মহত্যা করেছেন বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেছি। যদি সত্যিই তিনি মারা গিয়ে থাকেন, এর চেয়ে বেদনার আর কিছু হতে পারে না। তাঁর মরার কথা ছিল না, মরার কথা ছিল ওই বর্বর ধর্ষকের। আর সেই জঘন্য পাপীরা যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও ছাড়ল, তাদেরও ধরা দরকার। তাদেরও কঠোর সাজা হওয়া প্রয়োজন।

মব জাস্টিস বা গণপিটুনি নিয়ে দেশে চলছে তোলপাড়। চারদিকে আলোচনা, সমালোচনা, ধিক্কার। ভাবখানা এমন যেন এই প্রথম গণপিটুনির ঘটনা ঘটল, অতীতে কোনো দিনই হয়নি। কিন্তু এ ঘটনা এক দিনের নয়। আজ এটি মারাত্মক আকার নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এটি অতীত ধারাবাহিকতার ফল। ব্রিটিশ আমলেও গণপিটুনির ঘটনা ঘটত। অনেক সময় চোর বা ধর্ষক সন্দেহে কোনো ব্যক্তিকে জনগণই পিটিয়ে হত্যা করত। অনেক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ প্রশাসন এসব দেখেও দেখত না। তারা ধর্ষণের বিচার করত না। গ্রামবাংলায় 'সাজা দেওয়ার আগেই শাস্তি' দেওয়ার প্রবণতা ছিল। এর কারণ পুলিশের ধীরগতি ও দুর্নীতি। পাকিস্তান আমলেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি, বরং বেড়েছে। এ সময় ধর্ম অবমাননা, রাজনৈতিক মতবিরোধ অথবা চুরির অভিযোগে স্থানীয় জনগণ নিজেরাই ব্যবস্থা নিত। এসব খবর সংবাদপত্রে প্রকাশ পেত কমই, কারণ তখন জনগণের কণ্ঠ রুদ্ধ ছিল। ভয়ে অনেক ঘটনা প্রকাশ্যে আসত না। তাই ঘটনাগুলো জানা যেত না। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর '৭০-'৯০ দশক ছিল বিচারহীনতা ও ভয়ভীতির সমাজ। জনগণ তখনো পুলিশের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। এর ফলে চোর/ধর্ষক/সন্ত্রাসী সন্দেহে গাছের সঙ্গে বেঁধে মারধরের ঘটনা ছিল প্রচলিত।

তবে ঘটনাগুলো ছিল মূলত গ্রামকেন্দ্রিক এবং বিচ্ছিন্নভাবে দুই-চারটি ঘটত। শহরে ছিল তুলনামূলক কম। বিচারহীনতা এবং দমননীতির কারণে আইনের শাসনের অভাব ছিল। শাসনব্যবস্থা ছিল দুর্বল। বিচার পাওয়ার আশা হারিয়ে মানুষ নিজেরাই বিচারে উদ্যোগী হয়েছে কখনো। তা ছাড়া তখন গণমাধ্যম ছিল সেন্সরড, ফলে গণপিটুনির ঘটনা গোপন থাকত। ছাত্র আন্দোলন দমনে সহিংসতা ছিল নিয়মিত ঘটনা। বিরোধী কর্মীদের দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে জনগণের হাতে তুলে দেওয়া হতো অনেক সময়। গ্রামাঞ্চলে এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে গণপিটুনির ছায়া ছিল।

বিএনপি আমলে (১৯৯১-১৯৯৬, ২০০১-২০০৬) '৯০ দশকে গ্রামবাংলায় চুরি-ডাকাতি ইস্যুতে অনেক গণপিটুনির ঘটনা ঘটে। তখন একটা জনপ্রিয় শ্লোগান ছিল 'চোর ধরো, মারো'। ২০০২-২০০৩ সালে 'অপারেশন ক্লিনহার্ট' পরিচালিত হয়। এ অপারেশনকে জনগণের একাংশ সরকারি সহায়তায় বিচার বলে মনে করত। এ সময় অনেক নিরীহ লোক সন্দেহের বশে জনগণের হাতে নিহত হয়। আবার অনেক ঘটনায় পুলিশ দায় এড়ায়। এ সময় থেকে গণপিটুনি শহরাঞ্চলেও প্রবেশ করে, বিশেষত রাজশাহী ও খুলনা অঞ্চলে। আওয়ামী লীগ আমলে ২০১২-২০২৪ সাল গণপিটুনির রামরাজত্বকাল। বলা চলে বিস্ফোরণের যুগ। এত দিনে সোশ্যাল মিডিয়া জোরদার হয়ে উঠেছে। কাজেই সোশ্যাল মিডিয়া, ফেসবুক লাইভ, গুজব সব মিলিয়ে ২০১৯ সালে 'ছেলেধরা গুজব'-ত্রিশের বেশি নিরীহ মানুষ মারা যায়। মানবাধিকার সংস্থার মতে, ২০২০-২০২৪ সাল পর্যন্ত সর্বাধিক সংখ্যক গণপিটুনির ঘটনা ঘটে। সরকার ও প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। এর মধ্যে রাব্বি হত্যা (২০২৩), শিবলী সাদিক হত্যা (২০২৫), তাসলিমা হত্যা মর্মান্তিক। রাব্বিকে চুরির অভিযোগে ঢাকায় গণপিটুনি দিয়ে মেরে ফেলা হয়। পরে প্রমাণিত হয় সে নির্দোষ। শিবলী সাদিক হৃদয়কে অকারণ সন্দেহ করে হত্যা করা হয়। তাসলিমা গিয়েছিলেন মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করাতে খোঁজখবর নিতে। ছেলেধরা সন্দেহ করে তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এ গণপিটুনির ঘটনাগুলো এতটাই দেশে তোলপাড় তুলেছিল যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ে এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিবাদযোগ্য হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশে 'মব জাস্টিস' এখন আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটি প্রাত্যহিক হয়ে উঠেছে। দেশে নিরাপত্তা বা আইনের অভাবের ফলে এসব ঘটনা লাগাতার ঘটছে। এ ব্যবস্থা থেকে উত্তরণের প্রধান উপায় পুলিশকে ক্ষমতা দেওয়া। শুধু ক্ষমতা দিলেই হবে না, ক্ষমতা প্রয়োগ করলে তারা নিরাপদ থাকবে-সেই নিশ্চয়তাও দিতে হবে। এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। গণসচেতনতা এবং নাগরিক শিক্ষাও খুব দরকার। মিডিয়ার মাধ্যমে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে, মসজিদ-মন্দিরে 'আইনের পথেই বিচার হওয়া উচিত, 'নিজের হাতে বিচার তুলে নেওয়া অপরাধ'-এ বিষয়টি আলোচনা করা দরকার। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচারের ব্যবস্থা নিশ্চিত এবং স্বল্প সময়ে বিচার সম্পন্ন করতে হবে। আদালতের কাজে গতি আনতে হবে, দরকার হলে একাধিক বেঞ্চ বসিয়ে মামলা জটিলতা কমিয়ে এনে পুঞ্জীভূত মামলার নিষপত্তি করতে হবে। এ কাজগুলো না করলে নির্যাতন অরাজকতা বিশৃঙ্খলা বাড়বে। যদি আমরা 'বিচার' নিশ্চিত না করি তবে 'গণপিটুনি' হয়ে উঠবে দেশের একেবারেই প্রাত্যহিক ঘটনা। এটা নিয়মে পরিণত হবে। এখনো কেউ কেউ অন্যায় জেনেও গণপিটুনিতে জড়িয়ে পড়ে। তারা মনে করে, উপায় কী, বিচার তো হবে না, নিজেই বিচার করি। কাজেই এখনই আইনের স্থায়ী সংস্কার, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ও সচেতন জনগণ গড়ে তোলার শেষ সুযোগ। গণপিটুনির ঘটনা সুদূর অতীত থেকে চলে এলেও এখন এ ক্ষেত্রে কিছু নতুন সংযোজন হয়েছে। যেমন আগের দিনে অপরাধের সংখ্যা ও বিস্তার কম ছিল, কারণ নির্দিষ্ট এলাকায় সীমিতভাবে ঘটত। এখন দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে, শহর-গ্রাম একাকার। তখন প্রযুক্তি ছিল না। তাই বিষয়গুলো প্রচার হতো না। এখন একেবারে বিপরীত। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিওর মাধ্যমে বাতাসের গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। এ ধরনের ভিডিও দেখে মানুষ মানসিকভাবে বিচলিত হয়। কেউ কেউ মানসিক রোগের শিকারও হয়। আবার অনেকে এ কাজ করতে উৎসাহী হয়ে ওঠে। কারণ বহু মানুষের মনে নেগেটিভ প্রবৃত্তি আছে। এসব ঘটনার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের প্রতি অনাস্থা। জনগণ ভাবছে, কেউ-ই নিরাপদ না, আমার বিচার করার কেউ নেই। গণমাধ্যমে প্রতিবেদন এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্ববাসী জানছে। এতে দেশের ইমেজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মব জাস্টিসের ঘটনা বর্তমানে বেপরোয়াভাবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাংগঠনিকভাবে সংঘটিত হচ্ছে। প্রযুক্তি একে ভয়াবহ করে তুলেছে। আগে মানুষ হালকা মারধর করেই থেমে যেত। এখন একেবারে মেরে ফেলছে। নিজেদের এভাবেই তারা হিরো ভাবছে। আরেক শ্রেণি ভিডিও করছে, তাদের উৎসাহ দিচ্ছে। এর চেয়ে মারাত্মক আর কিছু হতে পারে না।

আমরা যদি অতীতের ভুলগুলো থেকে শিক্ষা না নিই, যা করণীয় তা যদি এখনই না করি-তবে ভবিষ্যৎ হবে ভয়াবহ।

লেখক : কথাসাহিত্যিক, গবেষক

ছাতক এডুকেশন ট্রাস্টের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

'শিক্ষা সম্প্রসারণই আমাদের মূল লক্ষ্য-এই প্রত্যয় ও স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আন্তরিকতা এবং ঐক্য-এই চার মূলনীতিকে সামনে রেখে ছাতক এডুকেশন ট্রাস্টের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৭ জুলাই সোমবার লন্ডনের এক অভিজাত রেস্টুরেন্টে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টের সভাপতি আকতার হোসেন এবং সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক এমদাদ তালুকদার।

সভা শুরু হয় ট্রাস্টি মাস্টার শাহীন খান-এর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সভাপতি আকতার হোসেন। বিগত বছরের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক এমদাদ তালুকদার এবং আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ রশিদ আহমেদ।

সভায় বক্তৃতা রাখেন উপদেষ্টা জনাব ফজল উদ্দিন, জনাব নুরুল ইসলাম এম.বি.ই, জনাব আশিকুর রহমান আশিক, জনাব রফিক হায়দার, জনাব সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, জনাব ফারুক আহমেদ এবং ট্রাস্টি সদস্যবৃন্দদক্ষ জনাব আরমান আলী, জনাব আতাউর রহমান আনছার, জনাব আব্দুল করিম খয়ের, সহ-সভাপতি জনাব শাহ্ আলম, ট্রাস্টি ফয়জুল আমিন, আশকর আলী, মাহবুব আলম মামুন, ব্যারিস্টার মাহবুবর রহমান, আব্দুল দয়াছ, জাকির হোসেন সেলিম প্রমুখ।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টি আলহাজ্ব রইছ আলী, আবু সাইয়িদ লিলু, হাকিম আলী মনসুর, জয়নাল আবেদীন, ওয়াহিদুল হক, আব্দুল জলিল, নোয়াব আলী, আব্দুল কুদ্দুস, সাগর চৌধুরী, আব্দুল মতিন, মেজাহিদুর রহমান, শামীম আহমেদ, খালিদ বীন শহীদ, আতিকুর রহমান, আবুল কালাম তালুকদার, আব্দুল হামিদ, ফয়সাল আহমেদ, কয়সর আহমেদ, আব্দুল্লাহ আল মুমিন, নোমান হুসেইন, জাকির হোসেন, সৈয়দ মেহেদী হাসান, আলী আহমেদ, আফাজ উদ্দিন ইফাজ, মুসলিম খান প্রমুখ।

বক্তারা ছাতক এডুকেশন ট্রাস্টের শিক্ষা বিস্তার ও সমাজকল্যাণমূলক উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর পরিসরে কাজ করার আহ্বান জানান।

সভায় গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ করা হয় প্রয়াত প্রধান উপদেষ্টা মরহুম গিয়াস মিয়া, মরহুমা ট্রাস্টি সানজিদা আক্তার লাজু এবং মরহুম ট্রাস্টি আখলাকুর রহমান চৌধুরী-কে। তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এছাড়া বর্তমানে অসুস্থ প্রধান উপদেষ্টা আলতাফুর রহমান মোজাহিদ-এর দ্রুত সুস্থতা কামনা করা হয়।

সভায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এগুলো হচ্ছে-ট্রাস্টকে চ্যারিটি রেজিস্ট্রেশনের অনুমোদন। প্রত্যন্ত অঞ্চলের হাফিজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে একজন শিক্ষক নিয়োগ। স্ব-উদ্যোগে সদস্যদের মাসিক চাঁদা জমা

যুক্তরাজ্যের বড় শহরগুলোতে অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে ট্রাস্টি সংগ্রহ ও তহবিল বৃদ্ধি।

সভায় ট্রাস্টের সকল সদস্য ঐক্যবদ্ধভাবে শিক্ষা বিস্তার ও সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত থাকার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। ছাতক এডুকেশন ট্রাস্ট ভবিষ্যতে আরও মানবিক, শিক্ষামূলক ও দৃষ্টান্তমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাবে-এই প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আশুরা উপলক্ষে আল ইসলাহ ব্রমলী বাই বো শাখার মাহফিল

পূর্ব লন্ডনের ব্রমলী বাই বো মসজিদে গত ৩০ জুন সোমবার আনজুমানে আল ইসলাহ ব্রমলী বাই বো শাখার উদ্যোগে পবিত্র আশুরা উপলক্ষে এক আলোচনা মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুক্তার মিয়া এবং পরিচালনা করেন সেক্রেটারি আলহাজ্ব আব্দুল মান্নান।

মাহফিলের প্রধান অতিথি ছিলেন বো ওয়েস্ট অর্গানাইজেশন মসজিদের খতিব মাওলানা সিরাজুল ইসলাম সাদ। তিনি পবিত্র আশুরার তাৎপর্য ও গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রমলী বাই বো মসজিদের ইমাম হাফিজ মাওলানা লুৎফুর রহমান। আরও উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার অর্গানাইজেশনের উপদেষ্টা ও শেডওয়েল নেটওয়ার্কের সভাপতি এ কে এম হেলাল, টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার অর্গানাইজেশনের সেক্রেটারি আমীর উদ্দিন এবং শেডওয়েল নেটওয়ার্কের ট্রেজারার মনির উদ্দিন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি নেতা আক্তার হোসেন, নিউহ্যাম শাখার সদস্য শামছুল ইসলাম, আবুল হাসান, হাফিজ ময়নুল ইসলাম, ইছন মিয়া, রেজান উদ্দিন, হাজী ইলিয়াছ সাজু, হাজী সিরাজুল ইসলাম, হাজী আব্দুল মালিক, হাজী মফিজ মিয়া, আং কাদির, আনোয়ার হোসেন, মানিক মিয়া, আব্দুর রহমান, তোফায়েল আহমেদসহ এলাকার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। মাহফিল শেষে দোয়া ও নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)
SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS
কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS
Open 7 days: 9am-till late
17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

সাথে পাচ্ছেন এক কপি সাপ্তাহিক দেশ ফ্রি
17 ZAMAN BROTHERS
19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

ক্যানারি ওয়ার্ফে নির্মিত হচ্ছে ৩০০ সোশ্যাল হাউজ

তৃতীয় পর্যায়ের নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে মেয়র লুৎফুর

টাওয়ার হ্যামলেটসের ক্যানারি ওয়ার্ফ, যা এতদিন ইউরোপের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক ও আর্থিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল, সেই এলাকাতেই এখন গড়ে উঠছে এক নতুন রূপে বসবাস, কাজ এবং অবকাশযাপনের এক আধুনিক ও ভারসাম্যপূর্ণ মিশ্র ব্যবহারের কমিউনিটি।

ক্যানারি ওয়ার্ফ গ্রুপের উদ্যোগে এই বিশাল প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে উড হোয়ার্ফের ব্রানান স্ট্রিট ও চার্টার স্ট্রিটে এবং এটি হচ্ছে লন্ডনের বেসরকারি খাতে পরিচালিত সবচেয়ে বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর একটি।

নির্মাণাধীন নতুন দুই আবাসন ভবনের মোট ১৬শ ফ্ল্যাটের মধ্যে প্রায় ৩০০টি হবে সোশ্যাল রেন্টেড অর্থাৎ এফোর্ডেবল হাউজ। এর মধ্যে ৪ বেডরুমের ৩৬টি ও ৩ বেডরুমের ১০৪ ফ্ল্যাট। ব্রানান স্ট্রিটের ভবনের কাজ আগামী বছরের জুলাই মাসে এবং চার্টার স্ট্রিটের সুবিশাল বিলডিংয়ের নির্মাণ কাজ আগামী বছরের ডিসেম্বরে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উড হোয়ার্ফ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় নির্মিত হচ্ছে ৩৬০০টি আবাসিক ইউনিট, যার একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফ্ল্যাট হবে সামাজিক ও সাশ্রয়ী আবাসন। এর পাশাপাশি থাকছে ৯ একরেরও বেশি নয়নাভিরাম সবুজ উন্মুক্ত স্থান ও পাবলিক স্কয়ার, হাঁটার পথ, খেলার মাঠ ও অবকাশ যাপনের স্থান, একটি নতুন জিপি সার্জারি, যা এলাকার স্বাস্থ্যসেবা উন্নত করবে। আরো আছে একটি নতুন প্রাইমারি স্কুল।

৩ জুলাই, বৃহস্পতিবার, ক্যানারি ওয়ার্ফ গ্রুপের আমন্ত্রণে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান, সহ কাউন্সিলের কেবিনেট মেম্বারবৃন্দ ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। তাঁরা একটি নির্মাণাধীন ২৪তলা ভবন থেকে পুরো প্রকল্প এলাকার প্যানোরামিক ভিউ উপভোগ করেন এবং প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে ক্যানারি হোয়ার্ফ গ্রুপের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

পরিদর্শনকালে নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমানের সাথে ছিলেন ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মাইয়ুম তালুকদার, কাউন্সিলের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার স্টিফেন হলসি, ক্যানরি ওয়ার্ফের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার শোবি খান, কাউন্সিলের রিজেনারেশন, ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট এন্ড হাউজবিলডিং বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার, কাউন্সিলর কবির আহমেদ, কাউন্সিলের হাউজিং ও রিজেনারেশন বিষয়ক কর্পোরেট ডিরেক্টর ডেভিড জয়েস।

উড ওয়ার্ফ প্রকল্প পরিদর্শনকালে নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, এই প্রকল্পের পরিকল্পনার সূচনা হয়েছিল মেয়র হিসেবে আমার প্রথম মেয়াদকালে ২০১০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে, যখন আমরা ক্যানারি হোয়ার্ফকে একটি প্রাণবন্ত, বাসযোগ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক এলাকায় রূপান্তর করার স্বপ্ন দেখেছিলাম। আজ সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিতে দেখে আমি অত্যন্ত গর্বিত ও আবেগাপ্লুত।

মেয়র বলেন, এটি শুধুমাত্র একটি নির্মাণ প্রকল্প নয় এটি আমাদের কমিউনিটির ভবিষ্যৎ গঠনের অংশ। যা আমাদের এলাকায় বাস করা সাধারণ মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।

কাউন্সিলের রিজেনারেশন, ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট এন্ড হাউজবিলডিং বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার, কাউন্সিলর কবির আহমেদ বলেন, উড হোয়ার্ফ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ১৬০০ ইউনিটের মধ্যে ৩০০ এরও বেশি সামাজিক হাউজিং ইউনিট নির্ধারিত হয়েছে, যার বেশিরভাগই তিন থেকে চার বেডরুম বিশিষ্ট বড় ফ্ল্যাট। এটি আমাদের পরিবারকেন্দ্রিক হাউজিং নীতিকে প্রতিফলিত করে, যেখানে স্থানীয় বৃহৎ পরিবারগুলোর জন্য উপযোগী আবাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

যুক্তরাজ্য সফরে আসছেন অধ্যক্ষ ছাব্বির আহমদ

বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (বাকবিশিস)-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক, সুনামগঞ্জ সমিতি সিলেটের বর্তমান সহ-সভাপতি ও দয়ামীর ডিগ্রি কলেজ, সিলেট-এর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছাব্বির আহমদ আগামী ১৩ জুলাই রবিবার প্রায় এক মাসের সংক্ষিপ্ত সফরে যুক্তরাজ্য আসছেন। এ সময় তিনি যুক্তরাজ্যের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। পাশাপাশি তিনি পারিবারিক ও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে।

যুক্তরাজ্য অবস্থানকালে অধ্যক্ষ ছাব্বির আহমদের সঙ্গে ০৭৯৪৭ ২৭৯ ১৮৩ নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

Fast Removal

House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

ALAM PROPERTY MAINTENANCE LTD
Plumbing, Heating & Gas Services
Boiler Repair & Servicing
Power Flushing
Bathroom & Kitchen Fittings
Roofing, Gutter Repair & Cleaning
Garden Paving, Fencing & Flooring
Architectural Design & Planning
Electrical & Lighting Solutions
Loft, Extension & Carpentry
Painting, Decorating
Floor/Wall Tilling
Lock Supply & Fitting
Appliance Repairs
Leak & Blockage Repairs
Gas & Electric Certificates
Your 24/7 Home Solution
Available round-the-clock, our skilled team ensures prompt and reliable services.
07957148101
Elevate your home today!
Email: alampropertymaintenance@gmail.com

ইলফোর্ডে ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটির উদ্যোগে কার্বন রিডাকশন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

লন্ডনের ইলফোর্ডে ইস্টহ্যান্ডস ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটি সংস্থার উদ্যোগে স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য কার্বন রিডাকশন ফুটপ্রিন্ট বিষয়ক এক কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। গত বুধবার (২ জুলাই) ইলফোর্ডে কিংডম সলিসিটর অফিস হলে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

সিটি ব্রিজ ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে আয়োজিত এই কর্মশালায় পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে বয়স্ক নাগরিকদের কার্বন নিঃসরণ কমানোর উপায় শেখানো হয়। কর্মশালাটি পরিচালনা করেন খ্যাতনামা পরিবেশবিদ ও চ্যানেল এস এর সংবাদ পাঠক ডা. জাকি রেজওয়ানা আনোয়ার।

তিনি কার্বন ব্যবহার কমানো, পুনর্ব্যবহার, বিদ্যুৎ সাশ্রয়, স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল বাসিন্দাদের পরিবেশগত টেকসইতা ও স্বাস্থ্যকর জীবনধারার প্রতি সচেতন করা। কর্মশালায় প্রায় ৩০ জনেরও বেশি স্থানীয় বয়স্ক বাসিন্দা অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীরা পরিবেশগত সমস্যা ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

কর্মশালাটি পরিচালনা করেন প্রকল্প ইন-চার্জ আহাদ চৌধুরী বাবু। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ইস্টহ্যান্ডস-এর ট্রাস্টি বাবলু হক এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী। স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সহায়তা করেন কিনু মিয়া ও তৌহিদ চৌধুরী। কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী, ডা. জাকি রেজওয়ানা আনোয়ার এবং আহাদ চৌধুরী বাবু। কর্মশালাটি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেছে আকিলা নূর ফাউন্ডেশন ও কিংডম সলিসিটর।

ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটির চেয়ার নবাব উদ্দিন বলেন, “প্রত্যেকের উচিত নিজের কার্বন নিঃসরণ কমানো। আমরা সমাজকে সচেতন করতে কাজ করছি এবং সিটি ব্রিজ ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানাই, যারা আমাদের পাশে আছেন।ঃ

ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটি প্রতি বছর চারটি এ ধরনের কর্মশালা আয়োজনের পরিকল্পনা করেছে। প্রতিটি কর্মশালা দুই থেকে তিন ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়, বর্জ্য হ্রাস, টেকসই পরিবহন, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে। ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটি স্থানীয় সমাজে শিক্ষা ও ব্যবহারিক উদ্যোগের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা এবং স্বাস্থ্যকর জীবনধারার প্রচারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

টাওয়ার হ্যামলেটসে ‘ডগ পেট্রোল সার্ভিস

হোয়াইটচ্যাপেল থেকে ব্যাপক অবৈধ পণ্য উদ্ধার

টাওয়ার হ্যামলেটস বারার প্রাণকেন্দ্র হোয়াইটচ্যাপলের ব্যস্ত হাইস্ট্রীট মার্কেটে এক অভিযানে অবৈধ সিগারেট, ভেপ ও অননুমোদিত ভায়াগ্রা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে বিশেষ প্রশিক্ষিত স্নিফার ডগ ‘স্কী।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ট্রেডিং স্ট্যান্ডার্ডস অফিসারদের সঙ্গে যৌথ অভিযানে চার বছর বয়সী এই কুকুরটি তার তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি দিয়ে অবৈধ পণ্য খুঁজে বের করতে সাহায্য করে।

গত মাসে এক অভিযানের সময় ‘স্কীস্ব হোয়াইটচ্যাপেলের একটি দোকানের বাইরে পার্কিং করা মোটরসাইকেলের পিছনে রাখা একটি তালাবদ্ধ বাক্সের সন্ধান দেয়। বাক্সটি দেখতে সাধারণ ডেলিভারি প্যাকেজের মতো মনে হলেও ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয় ২৩৩ প্যাকেট অবৈধ সিগারেট, ৭ প্যাকেট ধোঁয়াবিহীন তামাক, ১৪টি হাতে বাঁধানো তামাক, ২৪টি অবৈধ ই-সিগারেট (ভেইপস) এবং ৮০টি অননুমোদিত ভায়াগ্রা ট্যাবলেট।

অবৈধ, ছাড়পত্র বিহীন এবং অনিরাপদ নকল পন্য বিক্রেতা বা অসাধু ব্যবসায়ীদের ধরার লক্ষ্যে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের উদ্যোগে দুস্বদিনব্যাপী অভিযানের অংশ হিসেবে হোয়াইটচ্যাপেলে এই অভিযান চালানো হয়েছিল। দুদিনের অভিযানে ৫, ৮৪০টি অর্থাৎ ২৯২ প্যাকেট অবৈধ সিগারেট, ৪১৮টি অবৈধ ইলেকট্রিক সিগারেট বা ভেইপস, ২,০৫৫ প্যাকেট স্মোকলেস চুয়িং টোবাকো বা ধোঁয়াবিহীন চিবিয়ে খাওয়ার তামাক, ৮০টি অনুমোদনহীন বা ছাড়পত্রহীন বিপজ্জনক ভায়াগ্রা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে।

গত ফেব্রুয়ারিতে চালু হওয়া ‘স্কী পেট্রোল সার্ভিসস্ব টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ৮ মিলিয়ন পাউন্ড বাজেটের অপরাধ বিরোধী টাস্ক ফোর্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে এই দলটি অবৈধ মাদক, অস্ত্র ও নকল পণ্য চোরাচালান রোধে তৎপর।

পাবলিক প্রোটেকশন অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটেড এনফোর্সমেন্ট এর লিড মেম্বার কাউন্সিলর আবু তালহা চৌধুরী বলেন, “নকল সিগারেট, অনিয়ন্ত্রিত ভেইপস ও অননুমোদিত ওষুধ জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। আমাদের এলাকায় এমন অসাধু ব্যবসায়ীদের কোনো স্থান নেই। স্কী এবং আমাদের ট্রেডিং স্ট্যান্ডার্ডস টিমের এই বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা কমিউনিটিকে নিরাপদ রাখতে সাহায্য করছে।ঃ

কাউন্সিলের পক্ষ থেকে জনগণকে অবৈধ পণ্য বিক্রির বিরুদ্ধে সচেতন থাকতে এবং কোনো সন্দেহভাজন কার্যকলাপ দেখা গেলে গোপনীয়তার সঙ্গে রিপোর্ট করতে অনুরোধ করা হয়েছে। আরও তথ্যের জন্য ভিজিট করুন টাওয়ার হ্যামলেটসের ওয়েবসাইট অথবা ফোন করুনঃ ০২০ ৭৩৬৪ ৪৩৮৯। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa

*Competitive fees
*Excellent service

MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.

37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।

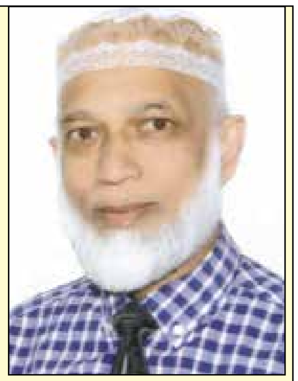

Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট £15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99

৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

Tareq Chowdhury
Principal
Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

বাংলাদেশ হাইকমিশনের সাথে জুলাই আন্দোলনের ৫টি সংগঠনের বৈঠক

বাংলাদেশ হাইকমিশনের আমন্ত্রণে হাইকমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি মোঃ ওয়ারিসুল ইসলামের সাথে গত ৭ জুলাই সোমবার যুক্তরাজ্যে জুলাই আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী পাঁচটি মানবাধিকার সংগঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দীর্ঘ এই বৈঠকে ইউকে-ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর জুলাই আন্দোলনে অবদান, হাইকমিশনের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে উদ্ভূত বিভ্রান্তি ও বিতর্ক এবং ভবিষ্যতে হাইকমিশনের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করার নানা দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠকে সংগঠনগুলোর নেতারা অভিযোগ করেন, যারা জুলাই আন্দোলনে অংশ নেননি এমন কিছু ব্যক্তি এখন ফ্যাসিবাদের সাথে সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও 'জুলাই' নামটি ব্যবহার করে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলে ব্যস্ত। এ নিয়ে হাইকমিশনের কিছু কর্মকা–কেও প্রশ্নবিদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়। নেতৃবৃন্দ আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতে হাইকমিশন প্রকৃত জুলাই আন্দোলনকর্মীদের যথাযথ মর্যাদা ও মূল্যায়ন করবে।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন 'নিরাপদ বাংলাদেশ চাই, ইউকে'র সভাপতি মুসলিম খান, 'অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ফোরাম'র সভাপতি মোঃ জয়নুল আবেদীন, 'জাস্টিস ফর ভিক্টিমস, ইউকে'র সভাপতি মোঃ জহিরুল ইসলাম, 'ফাইট ফর রাইটস ইন্টারন্যাশনাল'র সভাপতি মোঃ রায়হান উদ্দিন এবং 'রাইটস অব দ্য পিপল'র সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আসাদুজ্জামান সাফি। এছাড়াও বোরহান উদ্দিন চৌধুরী, মোহাম্মদ লতিফ আহমেদ, ফয়েজ আহমেদ ও আবুল মনসুর খান বৈঠকে অংশ নেন।

বৈঠক শেষে নেতৃবৃন্দ ঘোষণা দেন, আগামী ৫ আগস্ট শহীদ আলতাব আলী পার্কে শহীদ দিবস উপলক্ষে একটি বৃহৎ গণজমায়েত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

'রঙের দুনিয়া কাব্যগ্রন্থের প্রকাশনা উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা ও কমিটি গঠন

কে এম আবু তাহের চৌধুরীর রচিত 'রঙের দুনিয়া' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠান উপলক্ষে গত ৭ জুলাই মঙ্গলবার বিকেলে দ্বিতীয় প্রস্তুতি সভা পূর্ব লন্ডনের ভ্যালেন্স রোডের কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও কমিউনিটি নেতা এম এ মান্নান এবং সভা পরিচালনা করেন বিশিষ্ট লেখক ও সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন। সভায় আলোচনায় অংশ নেন লেখক ও গবেষক ড. মোহাম্মদ আবুল লেইস, কবি কে এম আবু তাহের চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা, খান জামাল নুরুল ইসলাম, কবি শিহাবুজ্জামান কামাল, সাংবাদিক রহমত আলী, একাউন্ট্যান্ট এম নাসির উদ্দিন, হাজী ফারুক মিয়া, মোহাম্মদ মসুদুর রহমান চৌধুরী, এম এ রব, মোঃ আবুল বাশার, সাংবাদিক ড. আজিজুল আম্বিয়া, সাংবাদিক আফসর উদ্দিন, মোহাম্মদ ইকবাল, হাজী বুলু মিয়া এবং ছয়ফুর রহমান হিরো কোরেশী প্রমুখ।

সভায় 'রঙের দুনিয়া প্রকাশনা অনুষ্ঠানকে সফল করতে বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ মান্নান-কে আহ্বায়ক, সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন-কে সদস্য সচিব এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা-কে অর্থ সচিব করে ১৫ সদস্যের একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মাহমুদুর রহমানের মায়ের মৃত্যুতে লিভারপুল বাংলা প্রেস ক্লাব ইউকের শোক প্রকাশ

দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক ড. মাহমুদুর রহমানের মাতা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপিকা মাহমুদা বেগমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে লিভারপুল বাংলা প্রেস ক্লাব ইউকে।

এক যৌথ শোকবার্তায় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফখরুল আলম, সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ চৌধুরী সাদি ও সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হক মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। নেতৃবৃন্দ মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করেন, শোকাহত পরিবার যেন এই শোক সহ্য করার শক্তি পান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

অক্সফোর্ডে স্ট্রাইকার্স ক্রিকেট ক্লাবের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু

অক্সফোর্ডে প্রবাসী বাংলাদেশি যুবকদের উদ্যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে অক্সফোর্ড স্ট্রাইকার্স ক্রিকেট ক্লাব। সম্প্রতি এক মনোমুগ্ধকর আয়োজনে ক্লাবের পরিচিতি, জার্সি উন্মোচন এবং সদস্য পরিচিতি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন ক্লাবের সদস্য ফারহান হুসাইন। পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ক্লাবের ডিরেক্টর আহমেদ তাহসিন।

উদ্বোধনী বক্তব্য দেন ক্লাবের ডিরেক্টর জাকারিয়া হুসাইন ও সদস্য ইউসুফ হুসাইন। তাঁরা ক্লাবের ভিশন ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত কমিউনিটি নেতা আজিজুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব স্যাম আল সামাদ, উইটনি কাউন্সিলর আব্দুল মুবিন, এবং অক্সফোর্ড ইস্টের এমপি প্রার্থী আমির স্টিভ আলী।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে ক্লাবের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ লোকমান, আবদুল্লাহ, আল-আমিন, রাজু, রিদওয়ান, ইকবাল, মাহবুব, হুমায়ুন, লুৎফুর, রিয়াজ, সাদিকুল সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, আমরা আশা করি, অক্সফোর্ড স্ট্রাইকার্স ক্রিকেট ক্লাব শুধু খেলার মাঠেই নয়, সমাজে ঐক্য, শক্তি ও সম্প্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সিলেট হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালের সহায়তায় লন্ডনে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত

সিলেট ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল সম্প্রতি প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যয়ে দুটি অত্যাধুনিক হার্ট-সংক্রান্ত মেশিন ক্রয়ের উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে ফ্রেন্ডস অব হার্ট ফাউন্ডেশন যুক্তরাজ্য কমিটি প্রবাসীদের সহযোগিতা আহ্বান করেছে। এ বিষয়ে প্রবাসীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের জন্য গত ৭ জুলাই লন্ডনের ব্যাকসলি মহারাজা রেস্টুরেন্টে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবী চ্যানেল এস'র চেয়ারম্যান আহমেদ উস সমাদ চৌধুরী জেপি। সাধারণ সম্পাদক শিক্ষাবিদ মনসুর আহমদ খানের সঞ্চালনায় বিশেষ মতবিনিময় সভার শুরুতেই মহাগ্রন্ত কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংগঠনের রিলিজিয়াস সেক্রেটারি শেখ ফারুক আহমদ।

স্বাগত বক্তব্যে আহমেদ উস সমাদ চৌধুরী হাসপাতালের কার্যক্রম ও বিগত দিনে সকলের সহযোগিতা ও অবদানের কথা উল্লেখ করেন। এবং হার্টের রোগীদের বিশেষ কাজে ব্যবহার হওয়ার দুটি মেশিন কিনতে সকলের আর্থিক সহযোগিতা কামনা করেছেন।

সহ-সভাপতি ও সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মিছবাহ জামাল ও কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এস আই আজাদ আলী ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডঃ আলাউদ্দিন এতে বক্তব্য রাখেন। তাদের বক্তব্যে একটি অভিন্ন কথা উঠে এসেছে, সেটি হল, বাংলাদেশে হার্টের রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সিলেট শহরে অবস্থিত

হার্ট ফাউন্ডেশন প্রতিদিন বহু মানুষের চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছে। কিন্তু কিছু মেশিন না থাকায় জটিল রোগীদের ঢাকায় প্রেরণ করতে হয়। সম্প্রতি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দুটি গুরুত্বপূর্ণ মেশিন ক্রয় করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ রোগীদের জরুরি ভিত্তিতে এ দুটি মেশিন ক্রয়ে আর্থিক সহযোগিতায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন উপদেষ্টা এম শামসুদ্দিন, এম এ মুনিম ওবিই, সমাজসেবী ও শিক্ষানুরাগী খছরু খান, আব্দুল মুকিত চৌধুরী, আলহাজ্ব এনামুর রহমান, জাকির চৌধুরী, সাইফুল ইসলাম, নাসির আহমেদ, আব্দুল নূর, শেরওয়ান কামালি, কামাল আহমেদ, ইউনুস আলী, টিপু চৌধুরী, শাহ মোস্তাকিম এবং এম এ সাত্তার নূর। এছাড়া সংগঠনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন আশিক চৌধুরী, মোঃ আব্দাল মিয়া, আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, গোলাম রব্বানী আহাদ রুহি, ডা. সাঈদ মাসুক আহমদ, মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন, রেজাউল করিম মৃধা, মতিউর রহমান খোকন, মুহি আহাদ, রফিকুল হায়দার, চ্যানেল এস'র হেড অব প্রোগ্রাম ফারহান মাসুদ খান, কামরুজ্জামান ইসহাক জিতু এবং আব্দুল মোহিত চৌধুরী।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত অতিথি ও সদস্যরা এ মহৎ উদ্যোগ সফল করতে সকলে একযোগে কাজ করার আশ্বাস দেন এবং ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-স্বজনদেরও এই মহৎ কাজে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানান। উল্লেখযোগ্য যে, সভায় তাৎক্ষণিকভাবে অনেকেই স্থায়ী দাতা ও সদস্যপদ গ্রহণ করেন, এতে প্রায় ৩০ হাজার পাউন্ড অনুদানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে।

সভায় যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে আসা এবং নতুন সদস্যপদ গ্রহণ ও স্থায়ী দাতা হওয়া সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান সংগঠনের প্রেস অ্যান্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি মুহিব উদ্দিন চৌধুরী। সভার শেষ পর্যায়ে নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

শিবগঞ্জে ফ্লাট বিক্রি

শিবগঞ্জ ও টিলাগড় এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে সাইফা-সামিট এপার্টমেন্টের ৫ম তলায় তিন বেডরুমের একটি অত্যাধুনিক ফ্লাট বিক্রি হবে। মুল্য বাংলাদেশী টাকায় ৮০ লাখ অথবা ৫০ হাজার পাউণ্ড।
শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact: 07463 942 002 (Mr. M. K Khan)

(WD: 17-20)

বাংলাদেশে সিইসির কাছে স্মারকলিপি প্রদান

প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটাধিকার পূর্ণ বাস্তবায়নের দাবী

প্রবাসী বাংলাদেশিদের দীর্ঘদিনের দাবী ভোটাধিকার পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্দোলনরত প্রবাসী ভোটাধিকার বাস্তবায়ন পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম নাসির উদ্দিনের সাথে সাক্ষাৎ ও দীর্ঘ বৈঠক করেছেন।

সম্প্রতি রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন ভবনে পরিষদের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক, বিশিষ্ট আইনজীবী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ব্যারিস্টার নাজির আহমদের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল এ বৈঠকে অংশ নেন। ডেলিগেশনে আরও উপস্থিত ছিলেন লন্ডনপ্রবাসী ব্যারিস্টার ইকবাল হোসাইন, ব্যারিস্টার মোজাক্কির হোসাইন এবং যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এম রহমান মাসুম।

প্রায় ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে প্রবাসী নেতৃবৃন্দ সরকারের ইতিবাচক আশ্বাস সত্ত্বেও এ পর্যন্ত কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না হওয়ায় প্রবাসীদের মধ্যে বিরাজমান উদ্বেগের কথা কমিশনকে অবহিত করেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার সতর্কতার সাথে সব বক্তব্য শোনেন এবং কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপ ও উদ্যোগগুলোর কথা তুলে ধরেন। পরিষদের নেতৃবৃন্দ ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে কমিশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বৈঠক শেষে প্রবাসী ভোটাধিকার বাস্তবায়ন পরিষদের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

পরে প্রবাসী ভোটাধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার (অব.) আবুল ফজল মু. সানাউল্লাহর সাথেও প্রতিনিধি দল পৃথক বৈঠক করে। সেখানে প্রবাসীদের ভোটার তালিকা প্রণয়ন, ভোট গ্রহণ পদ্ধতি ও কার্যকর বাস্তবায়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠক শেষে এক প্রতিক্রিয়ায় ব্যারিস্টার নাজির আহমদ বলেন, দীর্ঘ আলাপে যথাক্রমে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয় ও নির্বাচন কমিশনার মহোদয়কে খুবই আন্তরিক মনে হয়েছে। তবে তাদের সামনে বহুমুখী বাঁধা ও চ্যালেঞ্জ আছে। ১৪৭টি দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দেড় কোটি প্রবাসীর ভোটাধিকার প্রয়োগ ও নিশ্চিত করা চাট্টিখানি কথা নয়।

আমরা প্রাবাসীদের ভোটার তালিকা করার বিভিন্ন পদ্ধতি, ভোট গ্রহণের বিভিন্ন উপায় ও মাধ্যম, কমিশনের আরো দৃশ্যমান তৎপরতার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও মতবিনিময় করেছি। তাঁরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমাদের কথা ও পরামর্শগুলো শুনেছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

পাত্রী আবশ্যক

বয়স ৪২। লম্বা, স্লিম। সুদর্শন। উচ্চশিক্ষিত প্রফেশনাল বৃটিশ-বাংলাদেশী পাত্রের (ডিভোর্সড) জন্য অবিবাহিত/শর্ট ডিভোর্সড/বৃটিশ/নন-বৃটিশ/স্টুডেন্ট অথবা ওয়ার্ক পারমিটধারী বাংলাদেশী পাত্রি আবশ্যক। নামাজী, পর্দানশীল, ভালো কনজার্ভেটিভ পরিবারের পাত্রী হলে ভালো হয়। শুধুমাত্র আগ্রহীরা নিচের ইমেইলে পাত্রের বড় ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করুন।

E: sayfuzzamandulal@gmail.com (WD:11-18)

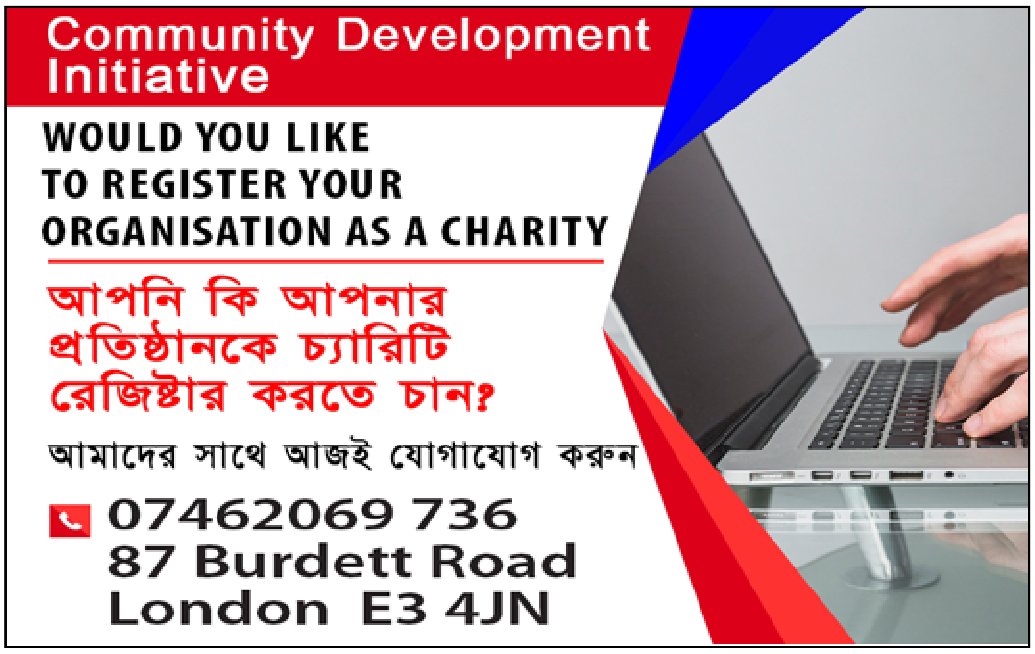

সলিসিটর মাওলানা আবদুর রাকীব স্মরণে সভা ও দোয়া মাহফিল

সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে প্রখ্যাত আলেম, সাংবাদিক ও আইনজীবী সলিসিটার মাওলানা আবদুর রাকীবের স্মরণে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৬ জুন) পূর্ব লন্ডনের সেন্টার ফর ইসলামিক গাইডেন্সের একাডেমিক মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি মাওলানা আব্দুল কাদির সালেহ এবং সঞ্চালনা করেন পরিষদের জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা হেলাল উদ্দিন আহমদ। প্রধান অতিথি ছিলেন মাদ্রাসার সাবেক কৃতী ছাত্র ও পরিষদের উপদেষ্টা হাফিজ মাওলানা আবু সায়ীদ।

বক্তারা মাওলানা আবদুর রাকীবের ছাত্রজীবন ও কর্মজীবনের নানা দিক তুলে ধরে বলেন, তিনি ছিলেন প্রখর মেধার অধিকারী, স্পষ্টবাদী ও আদর্শনিষ্ঠ একজন মানুষ। তিনি শুধু একজন আলেম নয়, ছিলেন সংগঠক ও আইনজীবী হিসেবেও সমানভাবে সফল।

আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন মাওলানা এ কে মওদুদ হাসান, ব্যারিস্টার মাওলানা আহমেদ আব্দুল মালিক, মাওলানা রফিক আহমদ রফিক, মাওলানা সুলেমান আলী পীর, মাওলানা তাজুল ইসলাম তালুকদার, মাওলানা দিলোয়ার হোসেন, মাওলানা শাহ রিদওয়ানুর রহমান, মাওলানা এ বি এ হাসান, মাওলানা আব্দুল্লাহ হাবীবুর রহমান ও জনাব শামসুল আলম প্রমুখ।

সভায় মরহুমের তিন সন্তান-আব্দুর রহমান, ওবায়দুল্লাহ ও আব্দুর রহিম-উপস্থিত থেকে তাঁদের পিতার স্মৃতিচারণ করেন এবং তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করে সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা করেন। পরিশেষে হাফিজ মাওলানা আবু সায়ীদ মাওলানা আবদুর রাকীব ও তাঁর পরিবারের জন্য বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মুসলিম কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন পপলার ইউনিটের কুইজ প্রতিযোগিতা

মুসলিম কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন (এমসিএ) পপলার ইউনিটে উদ্যোগে ইসলামি জ্ঞানচর্চা ও মূল্যবোধ বিস্তারের লক্ষ্যে এক ব্যতিক্রমী কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৭ জুলাই সোমবার পপলার ইউনিটের প্রায় ৩০ জন সদস্য এই

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন এমসিএ-এর সভাপতি আজাদ মিয়া এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটসের কাউন্সিলর গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী। পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পপলার ইউনিট সভাপতি মনসুর আলম।

অনুষ্ঠানের শুরুতে দারসুল হাদিস পেশ করেন মাওলানা দেলোয়ার হোসেন। তিনি 'ঈমান, ইসলাম ও ইহসানস্ব সম্পর্কে গভীর ও প্রাঞ্জল আলোচনা করেন। তিনি ইহসানের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, ইহসান হলো উৎকর্ষতার চর্চা-অর্থাৎ যা করণীয় তার চেয়ে আরও ভালোভাবে করা, অধিক দেওয়া এবং বিনিময়ের প্রত্যাশা না রাখা। ইহসানকে তিনি তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে ব্যাখ্যা করেন: ইবাদতে উৎকর্ষতা, মানুষের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার এবং প্রতিটি কাজে সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার চেষ্টা।

দারস শেষে শুরু হয় কুইজ প্রতিযোগিতা। ২৫ জন প্রতিযোগীর মধ্য থেকে বিচারকম–লীর রায়ে তিনজনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। প্রথম পুরস্কার জিতে নেন ট্রেইনি সলিসিটর রবিউল আলম, দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন সলিসিটর কামরুল ইসলাম এবং তৃতীয় পুরস্কার লাভ করেন মির্জা জামাল। উৎসবমুখর পরিবেশে অতিথিরা বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা ও পুরস্কার তুলে দেন।

কাউন্সিলর গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী বলেন, এই ধরনের উদ্যোগ তরুণদের কোরআনের আলোকে গড়ে তুলতে সহায়ক। আমি এমন আয়োজনের অংশ হতে পেরে গর্বিত।

পপলার ব্রাঞ্চের সভাপতি ইমদাদুর রহমান বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে কোরআন শিখে ও অন্যকে শেখায়। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।

অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে এমসিএ সভাপতি আজাদ মিয়া মুসলমানদের একতাবদ্ধ জীবন গড়ার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, মানুষকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে হবে। সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে শান্তি ও মুক্তির পথ সুগম হবে।

পরিশেষে পুরস্কার বিতরণ এবং খাবার পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি হয়। আয়োজকরা আশা প্রকাশ করেন, এই ধরনের আয়োজন তরুণ প্রজন্মকে ইসলামি চেতনায় সমৃদ্ধ ও কমিউনিটির বন্ধনকে আরও

গ্রেটার যশোর অ্যাসোসিয়েশন ইউকের গ্রীষ্মকালীন উৎসব ও মিলনমেলা অনুষ্ঠিত

গ্রেটার যশোর অ্যাসোসিয়েশন ইউকে লন্ডনে তাদের গ্রীষ্মকালীন উৎসব-২০২৫ ও মিলন মেলার আয়োজন করেছে। শনিবার (৫ জুলাই) সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সদস্যরা, তাদের পরিবার ও সন্তানদের নিয়ে এ উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। উৎসবে ৫০ জনেরও বেশি সদস্য ও অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আহ্বায়ক ও কমিউনিটির সুপরিচিত আইনজীবী ব্যারিস্টার মোহাম্মদ কামরুল হাসান (এমকিউ হাসান)। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইফতেহাদুল ইসলাম শিমুল। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়।

সভাপতি ব্যারিস্টার কামরুল হাসান তার বক্তব্যে সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন এবং সকল সদস্যদের অটল সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতায় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা হবে।

অনুষ্ঠানে ব্যারিস্টার আবু রেজা তুহিন, সৈয়দ নাজমুল হাসান, মাহবুবা সুলতানা, রুনা, বিউটি, মাহমুদ, ডলার বিশ্বাস, অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান, ওমর ফারুক ও তুহিন মোল্লাসহ অনেকে বক্তব্য রাখেন। বক্তারা সংগঠনের ভবিষ্যৎ অগ্রগতিতে একযোগে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

এ সময় সর্বসম্মতিক্রমে ব্যারিস্টার আবু রেজা তুহিন নতুন কমিটি গঠনের ঘোষণা দেন। নতুন কমিটিতে সভাপতি হিসেবে ব্যারিস্টার মোহাম্মদ কামরুল হাসান এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ইফতেহাদুল ইসলাম শিমুলের নাম ঘোষণা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আনুষ্ঠানিকতা শেষে অংশগ্রহণকারীদের জন্য নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

WorkPermitCloud Ltd.

A cloud-based solution for all your Immigration needs

Do you

- Need sponsorship licence?
- Need immigration advice?
- Wish to recruit skilled staff?
- Need a robust HR system?

Our Services

- Sponsor Licence Application
- Skilled Worker Visa application
- Health & Care worker Visa application
- Innovator Founder Visa application
- Self-Sponsorship service
- HRM software service

Contact us

+44 020-8087-2343
+44 07888193300(WhatsApp)
info@workpermitcloud.co.uk
workpermitcloud.co.uk

Scan the QR code to visit our website

৪ জনকে পিটিয়ে সেনাবাহিনীর হাতে আটক বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতা

সিলেট প্রতিনিধি, ১১ জুলাই, ২০২৫: হবিগঞ্জে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল শেষে ফেরার পথে চারজনকে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের যুগ্ম আহ্বায়ক এনামুল হক সাকিবকে আটক করা হয়েছে। গত ৬ জুলাই রোববার রাতে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে সেনাবাহিনী। পরে

তাকে হবিগঞ্জ সদর থানায় সোপর্দ করে। এর আগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়।

জানা গেছে, গত ৯ মে এ হামলার ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে ছিলেন মাহদী হাসান, রকি, অন্তর ও সাইফুল। এ ঘটনায় এনামুল হক সাকিবকে প্রধান আসামি করে হবিগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করেন মাহদী হাসান। হবিগঞ্জ সদর থানার ওসি এ কে এম সাহাব উদ্দিন শাহীন বলেন, সাকিবের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ রয়েছে। সেনাবাহিনী তাকে আটক করে আমাদের কাছে হস্তান্তর করেছে।

হবিগঞ্জে ভয়াবহ সংঘর্ষে নিহত ২, আহত কয়েক শতাধিক

সিলেট প্রতিনিধি, ১১ জুলাই, ২০২৫: হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ শহরে সম্প্রতি দফায় দফায় একাধিক সংঘর্ষের জেরে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি হাসপাতাল ও যানবাহনে ভাঙচুর, দোকানপাটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ৪ দিনে অন্তত কয়েক কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এতে ২ জন নিহত ও উভয় পক্ষের কয়েক শতাধিক লোক আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে প্রশাসন। এ সময়ের মধ্যে সব ধরনের যানবাহন, মানুষের চলাচলসহ দোকানপাট বন্ধ ছিল।

জানা গেছে, গত ৭ জুলাই সোমবার সকালে আনমনু ও তিমিরপুর গ্রামের লোকজন পূর্ব ঘোষণা দিয়ে নিজ নিজ এলাকায় পূর্ব প্রস্তুতিমূলক সভা করেন। এরপর বিকেল ৩টায় ঘোষণা দিয়ে উভয় গ্রামের শত শত মানুষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। সংঘর্ষটি এক পর্যায়ে নবীগঞ্জ শহরের আশপাশের আনমনু, নোয়াপাড়া, রাজাবাদ এক পক্ষ, অপর পক্ষে পূর্ব তিমিরপুর, পশ্চিম তিমিরপুর ও চরগাঁওয়ের নারী-পুরুষ দুইটি পক্ষ হয়ে কয়েক হাজার মানুষ সংঘর্ষে জড়ান। সংঘর্ষ চলাকালে উভয় পক্ষের কয়েক শতাধিক নারী-পুরুষ

আহত হন। এতে পূর্ব তিমিরপুর গ্রামের অ্যাম্বুলেন্স চালক ফারুক মিয়া (৪২) ও আনমনু গ্রামের বাসিন্দা লিমস মিয়া (২৫)।

এ সময় শহরের মধ্যে শতাধিক দোকানপাট ভাঙচুর ও লুটপাট হয়েছে। সংঘর্ষ চলাকালে কয়েকটি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে আগুন দেওয়া হয়। বিশেষ করে ইউনাইটেড হাসপাতাল ভাঙচুর, মাছ বাজার, হোটেল হাসেমবাগে ভাঙচুর ও লুটপাট হয়েছে।

এছাড়া, শহরের মধ্যবাজার, হাসপাতাল সড়কের প্রতিটি মার্কেট ও দোকানপাট ভাঙচুর ও লুটপাট হয়েছে। এই অরাজকতা শহরের মধ্যে চলে প্রায় ৪ ঘণ্টাব্যাপী। পরে যৌথবাহিনী প্রাণান্ত চেষ্টা করে সংঘর্ষ থামায়।

স্থানীয়দের অভিমত, শহরজুড়ে এক ধরনের নৈরাজ্যকর অবস্থা তৈরি হয়েছে। গুজব ছড়িয়ে আনমনু ও তিমিরপুর গ্রামের মধ্যে বিদ্যমান উত্তেজনাকে উসকে দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করার পাঁয়তারা করছে একটি বিশেষ মহল। কারণ আনমনু গ্রাম হচ্ছে মৎস্যজীবী অধ্যুষিত।

গত শুক্রবার রাতে সংঘাতের পর পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযান শহরের পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত করলেও পরদিন শনিবার সকাল থেকে আবার উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আনমনু গ্রামের লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নবীগঞ্জ শহর ও আনমনু পয়েন্টে জড়ো হতে থাকলে আতঙ্কে দোকানপাট বন্ধ করে দেন ব্যবসায়ীরা। এর জেরে শহরে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। রোববার সকাল ও রাতে সংঘর্ষ ও চোরাগোপ্তা হামলা হয়। এর জেরে গতকাল সোমবার সকালে উভয় গ্রামের লোকজন সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। শহরে সংঘর্ষের সময় সুযোগ নিয়ে হামলা ও লুটপাট চালায় একটি সংঘবদ্ধ চক্র।

শামীম আহমদ নামে এক ব্যবসায়ী ও কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, বাজারে যখন আতঙ্কে নীরবতা নেমে আসে এবং কেউ থাকে না, তখন এই চক্রটি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে ঢুকে হামলা ও লুটপাট চালায়। গত ৪ দিনে বাজারের অন্তত ৫০টি দোকানে ভাঙচুর ও লুটের ঘটনা ঘটে।

ইলিয়াস আলী ফিরবেন, প্রত্যাশা বিএনপি নেতা মালিকের

সিলেট প্রতিনিধি, ১১ জুলাই, ২০২৫: যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এম এ মালিক বলেছেন, আমরা চাই ভবিষ্যতে যেন আবার 'আয়নাঘরস্ব নামক অপশাসন ফিরে না আসে। যারা এর পেছনে ছিলেন তাদের বিচার চাই।

গত শুক্রবার (৪ জুলাই) রাতে নগরের দক্ষিণ সুরমায় নিজ বাসভবনে আয়োজিত এক সভায় তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি চৌধুরী আলম ও ইলিয়াস আলীসহ যারা গুম হয়েছেন তারা ফিরে আসবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

এম এ মালিক বলেন, সাংবাদিকতাকে আমরা এমন এক শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে দেখতে চাই, যা নিউক্লিয়াস থেকেও বেশি শক্তিধর। আপনারা যেভাবে শব্দ আর লেখার মাধ্যমে সত্য তুলে ধরেন, তাতে জাতি গঠনে বিশাল অবদান রাখতে পারেন।

আয়নাঘর নামের অপশাসন আর যাতে না ফিরে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের দেশে বহু মানুষ ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছেন, এখনো রামপাল, সমুদ্রবন্দর ও করিডর আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। আমরা চাই, ভবিষ্যতে যেন আবার 'আয়নাঘরস্ব নামক অপশাসন ফিরে না আসে, আর যারা এর পেছনে ছিলেন, তাদের বিচার হোক।

ইলিয়াস আলী ফিরবেন, এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করে তিনি বলেন, চৌধুরী আলম, ইলিয়াস আলীসহ যারা

গুম হয়েছেন, তারা যেন ফিরে আসেন এটাই আমাদের কামনা। আমি বিশ্বাস করি, আপনাদের কলম ও ক্যামেরার শক্তিতে এই গুম হওয়া মানুষগুলোও ফিরে আসতে পারেন।

তরুণ প্রজন্ম ফেব্রুয়ারিতেই প্রথমবার ভোট দিতে পারবে জানিয়ে তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন তারেক রহমান ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন, আগামী ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের তরুণ প্রজন্ম, যারা গত ১৫ বছর ধরে ভোট দিতে পারেনি, এবার ভোটের অধিকার ফিরে পাবে ইনশাআল্লাহ।

সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, এই নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে আপনাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি আপনাদের সফলতা কামনা করি। আর আপনারা যদি কখনো আমাকে আপনাদের সংবাদপত্রের কাজে ব্যবহার করতে চান, আমি কৃতজ্ঞচিত্তে সাড়া দেব। কারণ আমি এক লাখ মানুষের সামনে কথা বলতে পারি, কিন্তু একটি সংবাদপত্রের মাধ্যমে সেই কথা কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে।

সাংবাদিকরা জাতির জন্য অমূল্য সম্পদ মন্তব্য করে তিনি বলেন, অনেক রাজনীতিবিদ গণমাধ্যমের সহায়তায় পরিচিতি পেয়েছেন। আবার যারা দুর্নীতিগ্রস্ত, তাদের মুখোশও সাংবাদিকদের কারণেই উন্মোচিত হয়েছে। সত্যিকার ভালো মানুষদের পাশে দাঁড়ালে আপনারাই পারেন তাদের উচ্চতায় নিয়ে যেতে।

সিলেটে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতার মাথা ন্যাড়া করে দেওয়ার অভিযোগ

সিলেট প্রতিনিধি, ১১ জুলাই, ২০২৫: সিলেটে নিজ দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকে ছিনতাইকারী আখ্যা দিয়ে মারধর ও মাথা ন্যাড়া করার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। আহত এমদাদুল ইসলাম সিলেট বিমানবন্দর থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক। গত বুধবার বিকেলে নগরের আম্বরখানা এলাকা থেকে তাঁকে ধরে দর্শনদেউরি এলাকায় নিয়ে মারধরের পর মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত ২ জুলাই বুধবার বিকেলে সিলেট নগরের আম্বরখানা এলাকা থেকে কয়েকজন যুবক এমদাদুল ইসলামকে ধরে নিয়ে যান। পরে পার্শ্ববর্তী দর্শনদেউরি এলাকায় নিয়ে এক প্রবাসী নারীর ব্যাগ ছিনতাইয়ের অভিযোগে মারধর করেন।

সিলেট ওসমানী হাসপাতাল ওয়ার্ডে ঢুকতে না দেওয়ায় ২ প্রসূতির বারান্দায় সন্তান প্রসব, ১ নবজাতকের মৃত্যু

সিলেট প্রতিনিধি, ১১ জুলাই, ২০২৫: সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঢুকতে না দেওয়ায় দুই প্রসূতি বারান্দায় সন্তান প্রসব করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। পরে সেখানে এক নবজাতকের মৃত্যু হয়। এ নিয়ে হাসপাতালে তোলপাড় শুরু হয়েছে।

গত ২ জুলাই বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে হাসপাতালের দ্বিতীয় তলার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বারান্দায় এ ঘটনা ঘটে।

এক প্রসূতি ও তাঁর স্বজনদের অভিযোগ, কর্তব্যরত নার্সদের কাছে রোগীর অবস্থা গুরুতর জানানোর পরও তাঁরা সিরিয়াল ধরার নির্দেশ দিয়ে মোবাইল ফোনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বারবার অনুরোধ করার পরও তাঁদের কিছু করার নেই বলে জানান নার্সরা।

অপর প্রসূতির স্বজনেরা বলছেন, তাঁরা ওয়ার্ডে ভর্তির সব প্রক্রিয়া শেষে করে আসার পরও দায়িত্বরত নিরাপত্তাকর্মীরা রোগীকে ওয়ার্ডে ঢুকতে দেননি। বাধ্য হয়ে বারান্দায় অবস্থান করার সময় প্রসবব্যথা ওঠে ওই রোগীর।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ভাষ্য, তাঁদের লোকবল কম এবং ধারণক্ষমতার চেয়েও বেশি রোগী ভর্তি এই ওয়ার্ডে। সে কারণে তাঁরা ওই দুই প্রসূতিকে ওয়ার্ডে জায়গা দিতে পারেননি।

বারান্দায় সন্তান প্রসব করা ওই দুই প্রসূতি হলেন গোলাপগঞ্জের বাউসি গ্রামের রতন দাসের স্ত্রী মিতালী দাস (২৫) ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চাটিবহর গ্রামের মো. শাহিনের স্ত্রী সুমি বেগম (১৯)। দুজনেই পুত্রসন্তান জন্ম দেন। তবে সুমি বেগমের সন্তানের মৃত্যু হয়েছে।

STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info\standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT

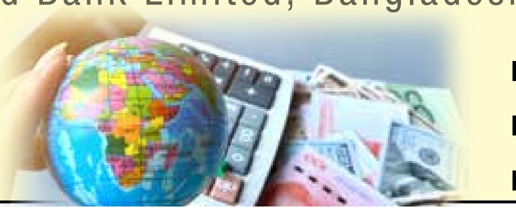

■ আকর্ষণীয় রেট
■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ঘরে বসে আলাইনে ট্রান্সফার
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ থামানোর আবারও কৃতিত্ব দাবি ট্রাম্পের

দেশ ডেস্ক, ১১ জুলাই ২০২৫ : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্ভাব্য যুদ্ধ থামানোর কৃতিত্ব আবারও দাবি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প। সোমবার (৭ জুলাই) হোয়াইট হাউজে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে স্বাগত জানানোর সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, তার প্রশাসনের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ এড়াতে সহায়ক হয়েছে।

মঙ্গলবার (৮ জুলাই) এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস।

ট্রাম্প বলেন, 'আমরা অনেক লড়াই থামিয়েছি, যার মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে। আমরা সেটা বাণিজ্যের মাধ্যমে থামিয়েছি'।

তিনি আরও বলেন, 'আমরা তাদের স্পষ্টভাবে বলেছিলাম, যদি যুদ্ধ চলতে থাকে, আমরা তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের বাণিজ্য করব না। তারা তখন পারমাণবিক যুদ্ধের পর্যায়ে চলে যেতে পারত। সেটি থামানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।'

ট্রাম্পের এই দাবি এমন সময় এলো যখন নেতানিয়াহু তাকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন দেন। নেতানিয়াহু হোয়াইট হাউজে নৈশভোজে ট্রাম্পকে মনোনয়নের চিঠি তুলে দিয়ে বলেন, 'আপনি এর যোগ্য। আপনার হাতেই একের পর এক অঞ্চলে শান্তি স্থাপিত হচ্ছে।' ট্রাম্প চিঠি পেয়ে কিছুটা বিস্ময় প্রকাশ করে নেতানিয়াহুকে ধন্যবাদ জানান। তবে ট্রাম্পের এই দাবির সঙ্গে ভিন্ন অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর আগে চার দিনের ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত উত্তেজনার সময় ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, তিনি যুদ্ধবিরতি করিয়েছেন। কিন্তু মোদি ট্রাম্পকে জানিয়েছিলেন, 'ভারত কখনো যুক্তরাষ্ট্রের কোনো মধ্যস্থতা চায়নি, এমনকি কোনো বাণিজ্য চুক্তি নিয়েও কোনো আলোচনা হয়নি।'

ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিশ্রি জানান,কানাডায় জি-৭ সম্মেলন শেষে ট্রাম্প তাড়াহুড়ো করে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গেলে মোদি তাকে ফোন করেন। ৩৫ মিনিটের ওই কথোপকথনে ট্রাম্প জানতে চান, মোদি ফেরার পথে যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রাবিরতি দিতে পারবেন কি না। কিন্তু পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচির কারণে মোদি তাতে অপারগতা জানান।

মার্কিন রাজনীতিতে উত্তাপ

ট্রাম্প-ইলন মুখোমুখি

দেশ ডেস্ক, ১১ জুলাই ২০২৫ : মুখোমুখি প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প ও ইলন মাস্ক, উত্তাপ মার্কিন রাজনীতিতে। গত নির্বাচনে ট্রাম্পের বিজয়ে বিপুল অর্থ ঢালা ইলন মাস্কের

সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির পর মাস্ক কর্তৃক শনিবার 'আমেরিকা পার্টি' গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পরই নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প লিখেছেন, এটা 'বিধ্বস্ত ট্রেনের ধ্বংসস্তূপ'। এটা দিয়ে কাজ হবে না, কারণ আমেরিকায় কখনোই তৃতীয় পার্টির জন্য প্রস্তুত নয়। এর আগেও তৃতীয় পার্টি হিসেবে অনেকে মাঠে নেমেছেন কিন্তু কখনোই সফলতা পায়নি। এটা শুধু নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত তৈরি করবে। নিউজার্সির মরিসটাউন থেকে ওয়াশিংটন ডিসিতে ফেরার পথে এয়ার ফোর্স ওয়ানে ওঠার সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প উল্লেখ করেন, 'আমার দৃষ্টিতে তৃতীয় কোনো দল খোলা হাস্যকর। রিপাবলিকান পার্টিতে আমাদের অসাধারণ সফলতা আছে। ডেমোক্র্যাটরা পথ হারিয়ে ফেলেছে কিন্তু এটা সবসময় দ্বিদলীয় ব্যবস্থাতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে, আমার মনে হয় তৃতীয় একটি দল খোলায় কেবল বিভ্রান্তিই যোগ হবে। মনে হচ্ছে, আমেরিকার রাজনৈতিক ব্যবস্থা দুই দলকে মাথায় রেখেই তৈরি হয়েছে। তৃতীয় দল কোনোদিনই সফল হয়নি, কাজেই মাস্ক চাইলে এটা নিয়ে মজা করতেই পারেন, কিন্তু আমার দৃষ্টিতে ব্যাপারটা হাস্যকর।' সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার কিছুক্ষণ পর নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প টেসলা প্রধানকে নিয়ে আরও বলেছেন, 'ইলোন যে পুরোপুরি পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছেন, গত ৫ সপ্তাহে তিনি যে বিপর্যস্ত অবস্থায় চলে গেছেন তা দেখে আমি মর্মাহত'। শুক্রবার কর কমানো ও বিপুল ব্যয়ের 'বিগ, বিউটিফুল বিলে' স্বাক্ষর করে একে আইনে পরিণত করেন ট্রাম্প। পরদিনই মাস্ক এর প্রতিক্রিয়ায় 'আমেরিকা পার্টি' নামে তৃতীয় একটি দল খোলার ঘোষণা দেন। ট্রাম্পের এ পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রকে দেউলিয়া করে দেবে বলেও মাস্ক সতর্ক করেছেন। 'তিনি যদি ঋণ ৫ ট্রিলিয়ন ডলার বাড়াবেনই, তাহলে ডিওজিই-র দরকার কী ছিল?' রবিবার এক্সে এমনটাই লিখেছেন তিনি। ডিওজিই বলতে তিনি বুঝিয়েছেন 'ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিশিয়েন্সিকে'। ট্রাম্প এ দফায় ক্ষমতায় আসার পর সরকারি কর্মীবাহিনীর আকার ছোট করতে এ বিভাগটি খুলেছিলেন, শুরু থেকে

সঠিক সময়ে ইরানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেব: ট্রাম্প

দেশ ডেস্ক, ১১ জুলাই ২০২৫ : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি সঠিক সময়ে ইরানের ওপর আরোপিত একতরফা মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিতে চান। এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে মেহের নিউজ এজেন্সি।

ট্রাম্প বলেছেন, 'আমরা সিরিয়ার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছি যাতে তাদের সুযোগ দেওয়া যায়... এবং আমি ইরানের ওপর থেকেও সঠিক সময়ে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে চাই যাতে তারা শান্তিপূর্ণভাবে পুনর্গঠন করতে পারে।'

তিনি বলেন, 'আমি আশা করি ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে।'

ট্রাম্প আরও বলেন, 'তিনি এমন একটি পরিস্থিতি কল্পনাও করতে পারেন না যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আবার ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।'

বিশ্বনেতাদের প্রতি রাশিয়ার ১১ কারাবন্দির খোলা চিঠি

'যদি কেউ সমালোচনা করার সাহস দেখায়, তাকে কারাগারে যেতে হয়'

দেশ ডেস্ক, ১১ জুলাই ২০২৫ : বিশ্ব নেতাদের কাছে একটি খোলা চিঠি লিখেছেন রাশিয়ার ১১ কারাবন্দি। বার্তা

সংস্থা রয়টার্সের মাধ্যমে এই যৌথ চিঠিটি প্রকাশ করা হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, 'আমরা, রাশিয়ান রাজনৈতিক বন্দিরা, সমস্ত আন্তর্জাতিক নেতাদের কাছে আবেদন করছি, যেসব মানুষ তাদের বিশ্বাস বা মূল্যবোধের জন্য নির্যাতনের শিকার হন, তাদের কথা ভাবেন বা গুরুত্ব দেন।'

এতে আরও বলা হয়, আমাদের মধ্যে কমপক্ষে ১০ হাজার রাশিয়ান রাজনৈতিক বন্দি এবং ইউক্রেনীয় বেসামরিক জিম্মি আছেন। আমাদের সবাইকে একটি কারণের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তা হলো জনগণের পক্ষে অবস্থান নেওয়া।

চিঠিতে বলা হয়েছে, রাশিয়ায় আজ ন্যায়বিচার ও ন্যায্যতার ধারণা অনুপস্থিত। কেউ যদি সমালোচনা করার সাহস দেখায় তাহলে তাকে কারাগারে যেতে হয়।

এছাড়া চিঠিতে লেখা হয়েছে, ২০১২ সাল থেকে যে কোনো ভিন্নমত দূর করার লক্ষ্যে দমনমূলক আইন ধারাবাহিকভাবে কঠোর করা হয়েছে। ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত, কমপক্ষে ৫০টি দমনমূলক আইন গৃহীত হয়েছে এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ থেকে এখন পর্যন্ত আরও ৬০টিরও বেশি। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, আধুনিক রাশিয়ায় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকর না থাকায় বন্দিদের স্বাস্থ্য এবং জীবন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে নির্যাতন এবং চাপ প্রয়োগ হলে তার তদন্ত বা শাস্তি হয় না। রাজনৈতিক বন্দিদের অন্যদের তুলনায় প্রায়শই, কঠোর পরিস্থিতিতে আটক রাখা হয় এবং প্যারোল থেকে বঞ্চিত করা হয়।

জানানো হয়, কিন্তু এতো কিছুর পরেও, 'আমরা আমাদের কণ্ঠস্বর হারিয়ে ফেলিনি, আমরা আমাদের নাগরিক অবস্থান ধরে রেখেছি।'

চিঠিতে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে আলোচনার প্রেক্ষিতে যুদ্ধবন্দি এবং বেসামরিক নাগরিকদের অবিলম্বে বিনিময় করার আহ্বান জানানো হয়। যার মধ্যে ইউক্রেনীয় বেসামরিক জিম্মিরাও অন্তর্ভুক্ত।

এখানে রাশিয়ার কারাগারে থাকা অসুস্থ বন্দিদের অবিলম্বে এবং নিঃশর্ত মুক্তির আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া গণমাধ্যমকে নীরব ভূমিকা পালন না করার এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করা রাশিয়ান নাগরিকদের বিভিন্ন পদক্ষেপ প্রতিবেদনে তুলে আনার আহ্বান জানানো হয়।

'মুখে মধু অন্তরে বিষ' সৌদির!

দেশ ডেস্ক, ১১ জুলাই ২০২৫ : ইরানের সঙ্গে সংঘাতে যুদ্ধবাজ ইসরাইলকে সহযোগিতা করেছিল প্রতিবেশী সৌদি আরব! ইসরাইলি সংবাদমাধ্যম 'ইসরাইল হাইওমের' এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বিস্ফোরক এ তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রকাশ্যে ইসরাইলি হামলার নিন্দা জানালেও গোপনে প্রতিবেশী জর্ডান ও ইরাকে হেলিকপ্টার পাঠিয়ে

তেহরানের ড্রোন ঠেকিয়েছে রিয়াদ। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে ইসরাইলকে সহযোগিতার কথা এখনো স্বীকার করেনি সৌদি।

১২ দিনের সংঘাতে ইরান একা লড়াই করলেও যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেকেরই সহযোগিতা পেয়েছে ইসরাইল। ইরানের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র-ড্রোন ভূপাতিত করে ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের মতো পশ্চিমা দেশগুলো বন্ধুর মতোই খোলাখুলি পাশে দাঁড়িয়েছিল তেলআবিবের।

মুসলিম দেশ জর্ডানের বিরুদ্ধেও রয়েছে ইরানের হামলা মাঝপথে ঠেকানোর অভিযোগ।

অন্যদিকে তেহরানকে সরাসরি সহযোগিতা না করলেও সৌদি আরবকে শুরু থেকেই ইসরাইলের বিরুদ্ধে কথা বলতে দেখা গেছে। কোনো উসকানি ছাড়াই ইরানের ভূখণ্ডে ইসরাইলি হামলার নিন্দা জানায় রিয়াদ। সৌদি আরবের আকাশসীমা ব্যবহার করে ইরানে হামলা চালাতে দেওয়া হবে না বলেও দিয়েছিলো হুঁশিয়ারি।

প্রকাশ্যে ইসরাইলি হামলার নিন্দা জানানো সেই সৌদি আরবের বিরুদ্ধে এবার উঠেছে গোপনে নেতানিয়াহুর বাহিনীকে সহযোগিতার অভিযোগ। বিভিন্ন সূত্রের বরাতে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছে তেলআবিব ভিত্তিক গণমাধ্যম ইসরাইল হাইওম।

সংবাদমাধ্যমটির এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ইসরাইলকে লক্ষ্য করে ইরানের ছোড়া ড্রোন ঠেকিয়েছে সৌদি আরবের বিমান বাহিনী। প্রতিবেশি জর্ডান, ইরাক ও নিজ দেশের আকাশসীমায় হেলিকপ্টার মোতায়েন করে এসব বিস্ফোরক বোঝাই চালকবিহীন আকাশযান ধ্বংস করেছে তারা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আঞ্চলিক আকাশসীমার নিরাপত্তায় ইসরাইলকে এ সহযোগিতা করেছে সৌদি আরব। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এখন পর্যন্ত ইরানের ড্রোন প্রতিহতের কথা স্বীকার করেনি দেশটির সরকার।

মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম শক্তিশালী বিমান বাহিনীর অধিকারী সৌদি আরব। অবশ্য দেশটির কাছে থাকা ফাইটার জেট, এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমসহ বেশিরভাগ সমরাস্ত্রই ইসরাইলের সবচেয়ে কাছের বন্ধু যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া।

এদিকে, গাজায় গত ২১ মাস ধরে বর্বরতা চললেও ইসরাইলবিরোধী জোরালো অবস্থান নিতে ব্যর্থ হওয়ায় সমালোচনার মুখে পড়তে হচ্ছে সৌদিকে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, অব্যাহত ইসরাইলি হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত গাজায় এ পর্যন্ত ৫৭,১৩০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু।এছাড়া আহত হয়েছেন ১ লাখ ৩৪ হাজার ৫৯২ জন।

হিজরি সনের তাৎপর্য ও হিজরতের চেতনা

শায়খ আহমাদুল্লাহ

আমরা নতুন আরেকটি হিজরি সনে প্রবেশ করেছি। এই সনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নবীজি (সাঃ)-এর হিজরতের স্মৃতি। পৃথিবীতে বিভিন্ন রকম সন গণনার প্রচলন রয়েছে। হিজরি সন তার একটি। অন্যান্য সনের সঙ্গে হিজরি সনের একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সেটা হলো, মানুষ দুঃখের ইতিহাস ভুলে থাকতে চায়, সুখের স্মৃতি বারবার স্মরণ করে আনন্দ পায়। খ্রিস্টানরা তাই ঈসা (আঃ)-এর জন্মসাল থেকে খ্রিস্টীয় সন গণনা শুরু করেছে। কিন্তু সাহাবিগণ প্রথার বাইরে গিয়ে উলটো কাজ করেছেন। তাঁরা হিজরতের মতো বেদনাদায়ক ঘটনা থেকে হিজরি সন গণনা আরম্ভ করেছেন। কারণ হিজরতের ত্যাগই মুসলিমদের উত্থানের পটভূমি তৈরি করেছে। এর মাধ্যমে আমরা আরেকটি জিনিস উপলব্ধি করতে পারি। মানুষের জীবনে ঘুরে দাঁড়ানোর বীজ বপিত থাকে দুঃখের ভিতর। দুঃখই মানুষকে পুড়িয়ে খাঁটি সোনা বানায়। তাই মেঘ দেখেই যেন আমরা ঘাবড়ে না যাই। কারণ মেঘের আড়ালে আছে সূর্যের হাসি।

বর্তমানে গোটা পৃথিবীতে যে সনটি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত, একে আমরা ইংরেজি সন বলি। আসলে এটা ইংরেজি সন নয়। এটা ঈসায়ী বা খ্রিস্টীয় সন। ঈসা (আঃ)-এর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে এই সনের উৎপত্তি। আবার হিজরি সনকে অনেকে আরবদের সন মনে করে। এটা আরবদের সন নয়। এটা মুসলমানদের সন। নবীজি (সাঃ)-এর হিজরতের দিন থেকে এই সনের গণনা শুরু। মূলত ওমর (রাঃ)-এর শাসনামলে প্রশাসনিক কার্যক্রমের হিসাব সহজ করার জন্য সাহাবিদের পরামর্শে এই সনের প্রবর্তন করা হয়।

সাহাবিদের হিজরত সাধারণ কোনো সফর ছিল না। এর পরতে পরতে জড়িয়ে আছে আত্মত্যাগের এক অনুপ্রেরণাদায়ক ইতিহাস। নানা কারণে আমাদেরও আবাসস্থল পরিবর্তন করতে হয়। কিন্তু সেই গমন স্থায়ী গমন নয়। চাইলেই আমরা পূর্বের আবাসভূমিতে ফিরে আসতে পারি। কিন্তু ইমান রক্ষার জন্য নবীজি (সাঃ) ও সাহাবিগণ যখন হিজরত করেন, বাহ্যত সেটা ছিল চিরকালের জন্য জন্মভূমি ছেড়ে যাওয়া। কোনো দিন যে তাঁরা আবার মক্কায় ফিরতে পারবেন, এমন কোনো সম্ভাবনা ছিল না। আবার বর্তমান কালের শরণার্থীদের সঙ্গে নবীজি (সা.)-এর হিজরতকে পুরোপুরি মেলানো যাবে না। কারণ শরণার্থীরা সঙ্গে করে অনেক কিছু নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু নবীজি (সা.) যখন হিজরত করেন, সঙ্গে কিছুই নিতে পারেননি। রাতের অন্ধকারে গোপনে তাঁকে গৃহত্যাগ করতে হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, হত্যা করার জন্য তাঁর বাড়ি ঘেরাও করা হয়েছিল। তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল। পথে পথে তাঁকে খোঁজা হয়েছিল। তাঁর পেছনে ধাওয়া করা হয়েছিল। অধিকাংশ সাহাবিকেও একই রকম জুলুম-নিপীড়নের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। এই জুলুম-নিপীড়নের একমাত্র কারণ ছিল তাঁদের ইমান। আর তাই হিজরতকারীদের জন্য মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে এক বিশেষ পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যাঁরা ইমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের ধনসম্পদ ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তাঁরা আল্লাহর কাছে উচ্চমর্যাদার অধিকারী। আর তাঁরাই হলো সফলকাম [তওবা ২০]।

হিজরত আপাতদৃষ্টিতে বেদনার ঘটনা হলেও পরবর্তী সময়ে এই হিজরতই হয়ে উঠেছিল মুসলমানদের ঘুরে দাঁড়ানোর প্রধান টার্নিং পয়েন্ট। যার স্বর্ণালি প্রতিফলন আমরা বদর-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের মাঝে পরিস্ফুট হতে দেখি। শুধু তা-ই নয়, হিজরতের পর মুসলমানরা এমনভাবে ঘুরে দাঁড়ায়, মাত্র আট বছরের ব্যবধানে বিপুল বিক্রমে, বীরের বেশে, সেই উৎপাটিত মানুষগুলোই আবার জন্মভূমি মক্কা বিজয় করেন। ইমান রক্ষার জন্য শুধু নবীজি (সা.) ও সাহাবিগণই হিজরত করেননি, বরং যুগে যুগে সব নবী-রসুল হিজরত করেছেন। এমনকি আসহাবে কাহাফের যুবকরা, যাঁদের ইমানদীপ্ত সাহসের ঘটনা পবিত্র কোরআনে প্রত্যুজ্জ্বল হয়ে আছে, তাঁরাও ইমানের জন্য গুহায় আশ্রয় নিয়েছেন। ইউসুফ (আ.)-এর জেলখানায় অন্তরীণও এ ধরনের ইমান রক্ষার হিজরত। হিজরত শুধু একটি ঘটনা নয়। এটি একটি ঐশী চেতনার নাম। রসুল (সা.) বলেছেন, প্রকৃত মুহাজির (হিজরতকারী) তিনি, যিনি আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করেন (বোখারি)। অর্থাৎ শারীরিক হিজরত যেমন আছে, তেমনই আছে আত্মিক হিজরত। আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করাই হলো আত্মিক হিজরত। আর এই আত্মিক হিজরত সর্বজনীন, সর্বকালীন। শারীরিক হিজরতের অনিবার্যতা সবার জীবনে আসে না। কিন্তু আত্মিক হিজরত সবার জীবনেই চির প্রাসঙ্গিক। হিজরতের মূল শিক্ষাই হলো ত্যাগ। অথচ আমাদের জীবনের সবটা দখল করে আছে ভোগবাদী মানসিকতা। হিজরতের শিক্ষা থেকে আজ আমরা যোজন যোজন দূরে সরে এসেছি। ইমান রক্ষার জন্য নবী-রসুলগণ প্রতিকূল পরিবেশ ত্যাগ করে অনুকূল পরিবেশে হিজরত করেছিলেন। আর আমরা একটুখানি বৈষয়িক সাফল্যের আশায় ইমানের জন্য প্রতিকূল জীবন বেছে নিচ্ছি। এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কী হতে পারে!

জুমার মিম্বর থেকে গ্রন্থনা : সাব্বির জাদিদ

বেহেশতি যুবকদের নেতা হোসাইন (রা.)

সুহাইল আহমদ

রাসূলে করিম (সা.) বলেন, ‘হাসান এবং হোসাইন বেহেশতে যুবকদের নেতা। (তিরমিজি)। অন্য বর্ণনায় এসেছে এরা দুজন আমার বংশ এবং আমার কন্যার সন্তান। হে আল্লাহ্! আমি তাদের ভালোবাসি, আপনিও তাদের ভালোবাসুন, আর তাদেরও ভালোবাসুন, যারা এদের দুজনকে ভালোবাসে।স্ব (তিরমিজি)। হজরত হোজাইফা (রা.) বর্ণনা করেন, ‘হুজুর (সা.) বলেছেন, ‘হে হোজাইফা! এইমাত্র হজরত জিবরাইল (আ.) এসে আমাকে সুসংবাদ দিয়ে গেলেন, হাসান-হোসাইন হবে বেহেশতে যুবকদের নেতা (আহমদ)।স্ব

৮ জানুয়ারি ৬২৬ ইং হজরত হোসাইন (রা.) এ ধরাপৃষ্ঠে শুভাগমন করেন। তার জন্মের শুভ সংবাদে রাসূলে করিম (সা.) খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি নিজেই কানে আজান দেন এবং নবজাতকের নাম হোসাইন রাখেন।

হজরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর চেহারা ছিল খুবই আকর্ষণীয় ও সুন্দর। হুজুর (সা.)-এর পবিত্র চেহারা মুবারকের সঙ্গে তার চেহারার মিল ছিল। জন্মের সাত দিনের দিন নানা মুহাম্মাদ (সা.) একটি মেষ (কোনো কোনো বর্ণনায় দুটো) জবাই করে তার আকিকা দেন।

হজরত ইস্বয়ালা আল-‘আমিরি (রা.) বলেন, তিনি এক দিন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে দাওয়াতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে দেখলেন হজরত হোসাইন (রা.) কিছু ছেলের সঙ্গে খেলছেন। তিনি তাকে সঙ্গে নিতে চাইলেন। কিন্তু শিশু হোসাইন একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে ছোটাছুটি করতে থাকলেন। আল্লাহ নবিও যে পর্যন্ত তাকে কব্জা করতে না পারলেন, সে পর্যন্ত তার সঙ্গে ছোটাছুটি করতে থাকলেন। হাসান তার ছোট্ট একহাত নবীজির ঘাড় মুবারকের নিচে রাখলেন। আর নবীজি তার মুখের ওপর মুখ রেখে চুমু খেয়ে বললেন, ‘হোসাইন আমার থেকে আর আমি হোসাইন থেকে। যে হোসাইনকে ভালোবাসে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। সে আমার দৌহিত্রের মধ্যে একজন। যে আমাকে ভালোবাসে, সে যেন হোসাইনকে ভালোবাসে (তারিখ বিন আসাকির)।স্ব

হজরত ইমাম হোসাইন (রা.) ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু। তার দানশীলতা ছিল প্রশংসাযোগ্য। তিনি কারও অনুরোধ উপেক্ষা করতেন না। দরিদ্রতার ভয়ে দান করা থেকে তিনি বিরত থাকতেন না। এতে অবশ্য আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ তার নানাজান হজরত রাসূলে করিম (সা.) দয়ালু মানুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তার দানশীলতা ছিল বাতাসের প্রবাহের মতো।

হজরত ইমাম হোসাইন (রা.) বলতেন, ‘হে আল্লাহ্! জীবনের প্রতিটি দুঃখ-দুর্দশায় আমি আপনার ওপরই নির্ভর করি। প্রতিটি বিপদেই আমি আপনার ওপর ভরসা করি। আমি যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, সর্বাবস্থায়ই আপনি হচ্ছেন নির্ভরতার স্থল, আমার অর্জিত সব নিয়ামত আপনারই দান এবং আপনিই এসব কল্যাণের উৎস।স্ব

হজরত ইমাম হোসাইন (রা.) ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। অকুতোভয় সৈনিক। জিহাদের ডাকে প্রয়োজনের মুহূর্তে সাড়া দিতে কখনো পিছপা হতেন না তিনি। হজরত সাঈদ বিন উমর (রা.)-এর বরাতে বলা হয়েছে-তিনি বলেন, একদা হজরত হাসান (রা.) হজরত হোসাইন (রা.)কে বলেন, ‘আমি যদি আপনার মতো দৃঢ় মনোবলের অধিকারী হতে পারতাম।স্ব আর হজরত হোসাইন (রা.) হজরত হাসান (রা.)কে বলেন, ‘আমি যদি আপনার মতো চমৎকার ভাষাশৈলীর অধিকারী হতে পারতাম!স্ব (সিয়ার আলম আন নুবালা)।

তাকে একবার হজরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে দূত হিসাবে পাঠানো হয়েছিল। তিনি সামরিক বাহিনীর সঙ্গে কনস্টান্টিনোপলে (ইস্তাম্বুল অভিযানের) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সে যুদ্ধে সেনাপতি ছিলেন ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া। এতে হজরত হোসাইন (রা.)-এর মহত্ত্বই প্রকাশ পায়। পবিত্র নগরী যাতে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়, সে জন্যই তিনি মক্কা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। হজরত ইবনে যুবায়ের (রা.) তাকে বললেন, ‘আপনি কোথায় যাচ্ছেন? এমন লোকদের কাছে কী আপনি যাচ্ছেন, যারা আপনার পিতাকে হত্যা করেছে, ভাইয়ের বিরুদ্ধে দিয়েছে অপবাদ?স্ব তিনি জবাবে বললেন, ‘পবিত্র মক্কা নগরীতে রক্তপাত হওয়ার চেয়ে আমার মৃত্যু অধিক শ্রেয় (আল বিদায়া আন নিহায়ায় ইবনে কাসিরের বর্ণনা)।স্ব

হজরত ইমাম হোসাইন বিন আলী (রা.) ৬১ হিজরির ১০ মহররম পবিত্র আশুরার দিনে ইরাকের কারবালা প্রান্তরে শাহাদতবরণ করেন।

রিজিকের জিম্মাদার মহান আল্লাহতায়ালা

খালিদ হাসান বিন শহীদ

পৃথিবীর সব কিছুই আল্লাহ রব্বুল আলামিন সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকারের জন্য। প্রকৃতি, নদী, সাগর, ফুল-ফল, মাছ, পশুপাখি সবকিছুই করে দিয়েছেন মানুষের অধীন। কিন্তু মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদতের জন্য। তার দাসত্ব ও গোলামি করার জন্য। সুতরাং বান্দার রিজিকের ব্যবস্থা করা আল্লাহরই দায়িত্ব। আর রিজিক বলা হয় এমন বস্তুকে যা কোনো প্রাণী আহাররূপে গ্রহণ করে। যা তার দৈহিক শক্তি সঞ্চার করে এবং জীবন রক্ষা করে। এ প্রাণীকুলের রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর ন্যস্ত। এ দায়িত্ব আল্লাহর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়নি বরং আল্লাহকে কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার মতো কোনো সত্তা বা শক্তি মহাবিশ্বে নেই। জমিনেও নেই আসমানেও নেই। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে প্রাণীকুলকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের রিজিকের জিম্মাদারিও স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন।

আল্লাহতায়ালা যতটুকু সময়ের জন্য যাকে সৃষ্টি করেছেন তার আয়ুষ্কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাকে অবশ্যই রিজিক দেবেন। এটা তার ওয়াদা। এরশাদ হচ্ছে-‘ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই। তিনি তাদের স্থায়ী-অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত। সুস্পষ্ট কিতাবে সবকিছুই আছে।স্ব (সূরা হুদ, আয়াত-৬)। ইমাম কুরতুবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি আলোচ্য আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে হজরত আবু মুসা আশআরি (রা.) ও আবু মালিক (রা.) প্রমুখ আশআরি গোত্রের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। একবার হজরত আবু মুসা আশআরি ও আবু মালিক আশআরির নেতৃত্বে একদল মুসলমান ইয়ামান হতে হিজরত করে মদিনায় পৌঁছলেন। তাদের সঙ্গে পাথেয় স্বরূপ আহার-পানীয় যা ছিল তা নিঃশেষ হয়ে গেলে, তারা নিজেদের পক্ষ হতে একজন মুখপাত্র রাসূলের সমীপে প্রেরণ করলেন; যেন রাসূল তাদের জন্য খাবারের সুব্যবস্থা করেন। ওই প্রতিনিধি যখন রাসূলের গৃহদারে হাজির হলো তখন গৃহাভ্যন্তর হতে রাসূল (সা.)-এর কুরআন তেলওয়াতের সুমধুর আওয়াজ ভেসে এলো।

‘পৃথিবীতে বিচরণ করে এমন কোনো প্রাণী নেই যার রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেননিস্ব-সাহাবি এ আয়াত শ্রবণ করে মনে করলেন যে, আল্লাহতায়ালা স্বয়ং যখন যাবতীয় প্রাণীকুলের রিজিকের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আমরা আশআরি গোত্রের লোকেরা আল্লাহতায়ালার কাছে অন্যান্য জন্তু জানোয়ারের চেয়ে নিকৃষ্ট নই; অতএব, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করবেন। এ ধারণা করে তিনি রাসূলকে নিজেদের অসুবিধার কথা না বলেই সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং ফিরে গিয়ে স্বীয় সঙ্গীদের বললেন-‘শুভ সংবাদ! তোমাদের জন্যে আল্লাহর সাহায্য আসছে।স্ব তারা এ কথার অর্থ বুঝলেন যে, তাদের মুখপাত্র নিজেদের দুরাবস্থার কথা রাসূলকে অবহিত করার পর তিনি তাদের আহার ও পানির ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়েছেন। তাই তারা নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকলেন। তারা উপবিষ্টই ছিলেন, এমন সময় দুই ব্যক্তি গোশত-রুটিপূর্ণ একটি বড় খাঞ্চা নিয়ে উপস্থিত হলো। আশআরি গোত্রেরে লোকেরা সানন্দে তা গ্রহণ করে আহার করার পর প্রচুর গোশত ও রুটি রয়ে গেল। তারা অবশিষ্ট খাবার নবীজি-এর সমীপে প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয় মনে করলেন; যেন তিনি প্রয়োজন অনুসারে সেই খাবার অন্যদের মাঝে বিলিয়ে দিতে পারেন। তারা দুই ব্যক্তির মাধ্যমে অবশিষ্ট খাবার রাসূল-এর খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন। তারা খাঞ্চা নিয়ে রাসূল (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার প্রেরিত গোশত অত্যন্ত সুস্বাদু এবং প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত হয়েছে!স্ব এ কথা শুনে প্রিয়নবী (সা.) বললেন-‘আমি তো কোনো খাদ্য প্রেরণ করিনি!স্ব তখন তারা পুরো ঘটনা বর্ণনা করে বললেন যে, ‘আমাদের অসুবিধার কথা আপনার কাছে ব্যক্ত করার জন্য অমুক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছিলাম, তিনি ফিরে গিয়ে এ কথা বলেছিলেন যে, ‘আমাদের আতিথিয়েতার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।স্ব ফলে আমরা মনে করেছি যে, ‘আপনি আমাদের জন্যে খানা-দানা প্রেরণ করেছেন।স্ব এ কথা শুনে রাসূল (সা.)বললেন, ‘আমি নই বরং ওই পবিত্র সত্তা প্রেরণ করেছেন যিনি সকল প্রাণীর রিজিকের দায়িত্ব নিয়েছেন।স্ব সুবহানাল্লাহ! এভাবে আল্লাহতায়ালা আকাশ থেকে রান্না করা খাবার সরবরাহ করে প্রমাণ করেছেন যে, তিনিই একমাত্র রিজিকের মালিক। যে কোনো ধরনের উপকরণ ছাড়াই তিনি রিজিক দিতে পারেন। লেখক : গণমাধ্যমকর্মী

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	১১	৩:০২	৪:৫৪	০১:১১	৬:৩৯	০৯:১৮	১০:২৭
শনিবার	১২	৩:০৪	৪:৫৫	০১:১১	৬:৩৮	০৯:১৭	১০:২৬
রবিবার	১৩	৩:০৫	৪:৫৬	০১:১১	৬:৩৮	০৯:১৬	১০:২৪
সোমবার	১৪	৩:০৭	৪:৫৭	০১:১২	৬:৩৭	০৯:১৫	১০:২৩
মঙ্গলবার	১৫	৩:০৮	৪:৫৮	০১:১২	৬:৩৭	০৯:১৪	১০:২২
বুধবার	১৬	৩:১০	৫:০০	০১:১২	৬:৩৬	০৯:১৩	১০:২০
বৃহস্পতিবার	১৭	৩:১২	৫:০১	০১:১২	৬:৩৬	০৯:১২	১০:১৯

কারবালার আর্তি, কারবালার চেতনা

ড. মাহফুজ পারভেজ

১০ মহররম কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনায় শোকাহত হয় পুরো মুসলিম বিশ্ব। ন্যায়ের পতাকাবাহী নবী বংশের প্রতি জানায় শ্রদ্ধা, সম্মান ও সমর্থন। আত্মত্যাগের মহিমা বর্ণনা করা হয় গান, কবিতা, গজল, কাওয়ালি ও মার্সিয়ায়। অসত্য ও অন্যায়ের প্রতিবাদে অবস্থান নেওয়ার প্রতীতি ঘোষণা করে প্রতিটি মুসলমান।

ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে স্মরণ করা হয় দক্ষিণ ইরাকের ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত কারবালার নৃশংস ঘটনা। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মৃত্যুর মাত্র ৫০-৬০ বছরের মধ্যেই তাঁর বংশ চরম অমানবিক অত্যাচারে ও একতরফা আক্রমণে প্রায় নির্বংশ হয়ে যায় কারবালায়। এ আঘাত বাইরে থেকে আসেনি; এসেছে ইসলামের নামধারী অনুসারী ক্ষমতালিপ্সু চক্রের পক্ষ থেকে। যারা পরবর্তী শত শত বছর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে রাখে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ক্ষমতায় থেকেও তারা ইতিহাসে স্থান পায়নি। ন্যায়ের পক্ষে লড়াই ও আত্মত্যাগ করে ঐতিহাসিক সম্মান লাভ করেছে নবী বংশ তথা আহলে বায়েতের সদস্যরা। যাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন হজরত ইমাম হোসাইন (রা.)। আর এজন্যই বলা হয়, ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হার কারবালা কে বাদ/প্রতিটি কারবালার পর ইসলাম নতুন করে জেগে ওঠে।

বহুল প্রচলিত এ পঙ্ক্তিতে ইমাম হোসাইন (রা.)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত পদক্ষেপের অনুপ্রেরণা নিয়ে বলা হয়েছে, যখনই অন্যায়-অবিচার বা জুলুমের বিরুদ্ধে কেউ সত্য ও ন্যায়ের জন্য আত্মত্যাগ করে, তখনই ইসলাম তার প্রকৃত রূপে জেগে ওঠে এবং পুনরুজ্জীবিত হয়। তাই কারবালা শুধু ইতিহাস নয়, এটি একটি আদর্শ-যেখান থেকে শিক্ষা নেওয়া হয় কীভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়। আসলে কারবালায় ইমাম হোসাইনের (রা.) শাহাদাতের মধ্যেই নিহিত ছিল ইয়াজিদের মৃত্যু। বেঁচে থেকেও লাঞ্ছিত ছিল ইয়াজিদপন্থিরা। আর প্রতিটি কারবালার পরই ইসলামের নব উত্থান ঘটে সত্য পন্থিদের মাধ্যমে। ইমাম হোসাইন (রা.) যার নেতা হিসাবে প্রতিটি মুসলমানের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

ঐতিহাসিক কারবালার প্রান্তরে ইমাম হোসাইন (রা.)সহ সর্বমোট ৭২ জন বীর শাহাদতবরণ করেছিলেন। ইমাম হোসাইন (রা.) যখন মক্কা ত্যাগ করে কারবালার পথে রওয়ানা হন তখন তার সঙ্গী-সাথীর সংখ্যা ছিল ৫০ জন। এদের মধ্যে নবী বংশের সদস্য ছিলেন ১৮ জন। বাকি ৩২ জন ছিলেন অন্যান্য বন্ধুবান্ধব, অনুসারী। ১০ মহররম তথা আশুরার দিন ইয়াজিদ বাহিনীর কিছুসংখ্যক সৈন্য নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ইমাম বাহিনীতে যোগ দেয়। উল্লেখ্য, ইমামের কাফেলার অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন নারী ও শিশু। তিনি কারবালা পেরিয়ে কুফা নগরীতে যাচ্ছিলেন মানুষের আমন্ত্রণে। যেসব মানুষ দামেস্কে ক্ষমতাসীন ইয়াজিদের অত্যাচারে ছিল নির্যাতিত। যারা বিশ্বাস করতেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অন্য কোনো বংশ বা গোত্রের হাতে নয়, থাকতে হবে সত্য পন্থিদের হাতে। ইসলামে সবচেয়ে সত্য পন্থি হলো নবীর বংশ, যার নেতৃত্বে ছিলেন ইমাম হোসাইন (রা.)। সাধারণ মানুষ চেয়েছিল পূর্ববর্তী খলিফা হজরত আলী (রা.)-এর মতো তার পুত্র ইমাম হোসাইন (রা.) খেলাফতে অধিষ্ঠিত হোন। কারণ তিনিই ছিলেন মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব দেওয়ার সবচেয়ে যোগ্য ও হকদার।

সত্যের পক্ষে ইমামের নেতৃত্বে জনতার মধ্যে ঐক্য হতে যাচ্ছে দেখে দামেস্কের ক্ষমতা দখলকারী ইয়াজিদ পক্ষ আতঙ্কিত হয়। ক্ষমতা হারানোর ভয়ে তারা শক্তি ও নির্মমতার মাধ্যমে জনগণকে অবনত করতে থাকে। এমনকি, ইমামের কাফেলায় হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করে। তাদের অবরুদ্ধ করে পানির পিপাসা ও যন্ত্রণা দিতে থাকে এবং একতরফা হামলা চালায়। এতে তারা শহীন হন। ইমাম অনুসারী ৭২ জন শহীদের খণ্ডিত মস্তক ইয়াজিদের সেনাপতি ইবনে যিয়াদ কারবালা থেকে দামেস্কে পাঠায়। এভাবেই সত্য পন্থিদের 'কতলে আম' বা গণহত্যা করা হয়েছিল কারবালার প্রান্তরে।

এই হৃদয়বিদারক, শোকাবহ ঘটনার জন্য আশুরা বা ১০ মহররম মুসলিম উম্মাহর কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে বারো মাসের মধ্যে রয়েছে পবিত্র চার মাস, যার একটি মহররম। ঐতিহাসিক নানা কারণেও মহররম গুরুত্বপূর্ণ। কারবালা ছাড়াও অতীতে আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে মহররম মাসে। তদুপরি, মহররমকে আল্লাহর মাস বলা হয়েছে।

মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রিয় দৌহিত্র হোসাইন (রা.)। কারবালা প্রান্তরে (৬০ বা ৬১ হিজরির ১০ মহররম) তার মর্মান্তিক শাহাদত 'আশুরা'কে আরও গুরুত্বপূর্ণ করেছে। কারবালা ও কারবালাসংক্রান্ত ঘটনাগুলো ইসলামের ইতিহাসের জরুরি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এতে জানা যায়, ইমাম হোসাইন ইবনে আলী (রা.) চতুর্থ হিজরির শাবান মাসের ৫ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। আর ৬১ হিজরির ১০ মহররম আশুরার দিনে, যে দিনটি ছিল জুমার দিন, তিনি শহীদ হন। তাকে সিনান ইবনে আবি আনাস নাখায়ি হত্যা করে। হত্যাকাণ্ডে সহযোগিতা করে খাওলি ইবনে ইয়াজিদ আসবাহি হিময়ারি। সে হোসাইন ইবনে আলী (রা.)-এর মাথা শরীর থেকে দ্বিখণ্ডিত করে এবং ক্ষমতাসীনদের রাজদরবারে নিয়ে যায়। কারবালার প্রান্তরে পাপীষ্ঠরা যে নির্মমতা ও নির্দয়তার পরিচয় দিয়েছে, তা পাষণ্ড হৃদয়েও ব্যথা ও যাতনা সৃষ্টি করে। শাহাদতের পর হজরত হোসাইন (রা.)-এর দেহ মুবারকে মোট ৩৩টি বর্শা ও ৩৪টি তরবারির আঘাত দেখা যায়। শরীরে ছিল অসংখ্য তীরের জখমের চিহ্ন।

খিলাফত ব্যবস্থার পুনর্জীবন করাই ছিল হোসাইন (রা.)-এর সংগ্রামের মূল লক্ষ্য। ইয়াজিদের বিরুদ্ধে কুফাবাসীর সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়েছিলেন তিনি। সে পরিপ্রেক্ষিতে স্ত্রী, ছেলে, বোন ও ঘনিষ্ঠ স্বল্পসংখ্যক অনুচর নিয়ে ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে কুফার উদ্দেশে রওয়ানা হন। ফোরাত নদীর তীরবর্তী কারবালা নামক স্থানে পৌঁছালে কুফার গভর্নর ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ তাকে বাধা দেন। রক্তপাত ও খুনাখুনি বন্ধের উদ্দেশে হজরত হোসাইন (রা.) তিনটি প্রস্তাব দেন : এক. তাকে মদিনায় ফিরে যেতে দেওয়া হোক। দুই. তুর্কি সীমান্তের দুর্গে অবস্থান করতে দেওয়া হোক। তিন. ইয়াজিদের সঙ্গে আলোচনার জন্য দামেস্কে পাঠানো হোক।

কিন্তু পাপীষ্ঠ ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ তার কথার বিরুদ্ধাচরণ করে। সে ইমামকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে তার হাতে আনুগত্যের শপথ নিতে আদেশ দেয়। হজরত হোসাইন (রা.) ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এজন্য নবী বংশের সদস্যদের অমানবিক কষ্ট দেওয়া হয়। ওবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদের চার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী পরিবারের নারী ও শিশুদের অবরুদ্ধ করে ফেলে। তারা ফোরাত নদীতে যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দেয়। ইমামের কাফেলায় পানির হাহাকার শুরু হয়। তিনি ইয়াজিদ বাহিনীর উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে বলেন, 'আমি যুদ্ধ করতে আসিনি। এমনকি ক্ষমতা দখল আমার উদ্দেশ্য নয়। খিলাফতের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার আমার কাম্য।'

কিন্তু এরপরও ইয়াজিদ বাহিনী ১০ মহররম নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। এক অসম যুদ্ধে, কিংবা বলা ভালো যুদ্ধের নামে একতরফা আক্রমণ ও গণহত্যায় ইমামের পুত্র তথা নবী বংশের একমাত্র উত্তরাধিকার হজরত জায়নুল আবেদিন (রহ.) ছাড়া ৭০ থেকে ৭২ জন শহীদ হন। ইমাস হোসাইন (রা.) মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত অন্যায় পন্থিদের কাছে আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য স্বীকার করেননি। বরং তিনি জীবন দিয়ে শাহাদতের অমীয় সুধা পান করেন।

এ ঘটনা শুধু আরব বিশ্বেই নয়, সারা মুসলিম জাহানেই তীব্র আলোড়ন তৈরি করে। এ উপমহাদেশের মুসলমানরাও উদ্বেলিত হয় শোকে ও প্রতিবাদে। কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, 'কাতলে হুসাইন আসল মে মর্গে ইয়াজিদ হ্যায়, ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হার কারাবালা কি বা'দ।' মূলত কারবালায় ইমাম হোসাইনের শাহাদতের মধ্যেই নিহিত ছিল ইয়াজিদের মৃত্যু, আর প্রতিটি কারবালার পরই ইসলামের নব উত্থান ঘটে।

কিন্তু কারবালার ঘটনায় শোকের আর্তি প্রকাশ করলেও মুসলিম জাহান থেকে কি দুর্নীতি, অন্যায়, শোষণ, বঞ্চনার অবসান হয়েছে? ইমাম হোসাইনের জীবনদানের চেতনায় মুসলিম উম্মাহ সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারছে? নাকি বিশ্বের দেশে দেশে আপস ও আত্মসমর্থন করে মুসলিম শাসকবর্গ নিজের স্বার্থ ও ক্ষমতা রক্ষা করছেন। আর মুসলমানরা আত্মস্বার্থে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন।

এসব প্রশ্নের উত্তর সবারই জানা। বস্তুতপক্ষে, মুসলিম নেতৃত্ব ও উম্মাহ স্বার্থ ও শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য গাজায় প্রতি মিনিটে একজন মানুষ, নারী কিংবা শিশুকে হত্যা করতে পারছে আগ্রাসী ইসরাইল। বিশ্বে যত সংঘাত ও গৃহযুদ্ধ চলছে, আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত যত হানাহানি-এসব ঘটনার মূল শিকার এখন মুসলিম জনগোষ্ঠী। বর্তমানে সবচেয়ে বেশি বাস্তুচ্যুত ও শরণার্থী হলো মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। সবচেয়ে বেশি অবহেলিত ও দরিদ্র হলো মুসলিমরা। বিশ্বের দেশে দেশে সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত ও শোষিত হচ্ছে মুসলিম সংখ্যালঘুরা।

মুসলিমরা যেসব দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে তারা ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশে লিপ্ত। নিজের স্বার্থ ও সুখ ছাড়া অন্য কোনো দিকে তারা তাকিয়েও দেখে না। পক্ষান্তরে যেসব দেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেখানে তাদের প্রতিনিয়ত নিপীড়ন ও নির্মমতার শিকার হতে হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও আগ্রাসী শক্তির হামলায় সবচেয়ে বেশি প্রাণ হারাচ্ছে ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মুসলিমরাই। এমন দুর্দশার পরিস্থিতিতে ১০ মহররমের ঘটনায় শোকাহত হওয়ার পাশাপাশি নবী বংশ তথা ইমামের ত্যাগ ও সংগ্রামের চেতনায় ঋদ্ধ হওয়ারও দরকার আছে। ন্যায়ের পক্ষে, সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোর প্রয়োজন আছে। পীড়িত ও বিপন্ন মানুষকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসার কর্তব্যও রয়েছে। যতদিন পর্যন্ত মুসলিম জনতা, বিশেষ করে তাদের নেতৃত্ব এসব জরুরি গুরুত্বপূর্ণ কাজ না করবে, ততদিন লাঞ্ছিত ও অবদমিত থাকতেই হবে। নবী বংশ ও ইমামের জন্য শোকের পাশাপাশি তাদের চেতনা তথা শিক্ষা-দীক্ষা সঠিকভাবে অনুসরণ করা হলে মুসলিম জাহানে অন্ধকারের প্রহর কেটে আলোর উদ্ভাস সম্ভব হবে।

প্রফেসর ড. মাহফুজ পারভেজ : চেয়ারম্যান, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান : চাওয়া-পাওয়ার দাগ-খতিয়ান

তুহিন খান

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রায় এক বছর উপলক্ষে জুলাই ও আগস্ট মাসজুড়ে বেশ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানসূচি ঘোষিত হয়েছে ইন্টেরিম সরকারের তরফে। কিন্তু এক বছরে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চাওয়া-পাওয়ার হিসাব কতটা মেলানো গেল? জুলাইয়ের সুফল কার ঘরে কতটা উঠল?

গণ-অভ্যুত্থান নিজেই একটি বড় প্রাপ্তি। যে অভ্যুত্থানের ফলে আওয়ামী লীগের মতো একটি নিকৃষ্ট ফ্যাসিস্ট শাসকগোষ্ঠীর পতন হলো, তার চেয়ে বড় প্রাপ্তি এ দেশের জনগণের জীবনে খুব কমই আছে। এই অভ্যুত্থানের আগে-পরে দেশে যে বিপুল জনসচেতনতা ও সৃষ্টিশীল গণক্ষমতার উদ্বোধন আমরা দেখেছি, তরুণদের মধ্যে যে স্বচ্ছ রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ও দেশ গঠনের দৃঢ় প্রত্যয় জন্ম নিতে দেখেছি, তা এককথায় মহাকাব্যিক।

সেদিন থেকে জুলাই ওয়ান্স ইন আ লাইফটাইম ইভেন্ট এবং এর প্রাপ্তির দিকটি অনেক বড়। কিন্তু জুলাই-পরবর্তী সরকার, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থার বাস্তব ক্ষেত্রগুলোতে এই মহাকাব্যিক ঘটনা কাঠামোগতভাবে কতটা অনূদিত হতে পারল, আমরা নানা রকম ভাঙার পাশাপাশি কতটা গড়তে পারলাম—সেদিক বিবেচনায় অপ্রাপ্তিও কম না।

গত বছর ৮ আগস্ট ছাত্র-জনতার প্রবল আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনার ভারত পলায়নের পরিপ্রেক্ষিতে যে সরকারটি গঠিত হয়, তার ধরনটি ঠিক কী হবে, কী হলে আরো ভালো হতো, এ নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা আছে। অন্তর্বর্তী এই সরকারটি গঠিত হয়েছে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই; আবার গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী ছাত্রদের কেউ কেউ এ সরকারের অংশ হয়েছেন।

ফলে এ সরকারের ধরনটি ঠিক কী, তার মেয়াদ ও ম্যান্ডেট কতটুকু হওয়া সংগত, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে। যদিও কিছুদিন আগে এক টক শোতে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, এই সরকারের সবকিছু করারই ম্যান্ডেট আছে; তবে কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এই দাবিটি খুব জোরালো বাস্তব ভিত্তি নিয়ে হাজির নেই। গেল বছর ডিসেম্বর থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত 'জুলাই ঘোষণাপত্র' নিয়ে যে বহুমুখী জটিলতা ও ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে, তার মূলেও আছে অন্তর্বর্তী সরকারের ধরন নিয়ে এই তর্ক। ঘোষিতভাবে একটি 'অন্তর্বর্তী' সরকার হলেও সরকারের ভেতরে ও বাইরে অনেকেই একে একটি 'বিপ্লবী সরকার' করে তুলতে আগ্রহী, যদিও এর কোনো সুস্পষ্ট রূপরেখা জনসমাজে স্পষ্টভাবে হাজির নেই।

পুরনো ধারার রাজনৈতিক দলগুলো, যারা এই গণ-অভ্যুত্থানের এবং সরকারেরও অন্যতম প্রধান শরিক—এই বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে তাদের বেশির ভাগেরই মনোভাব নেতিবাচক, কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত।

জুলাইয়ের বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষা, অন্তর্বর্তী সরকারের এই ধরন ও রাজনৈতিক শক্তিগুলোর অবস্থান—এই তিনের টানাপড়েন শেষমেশ যে জাতীয় আকাঙ্ক্ষায় থিতু হয়েছে, তার আলংকারিক নাম : সংস্কার। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের আগ থেকেই বেশ কিছু রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্ল্যাটফর্মের কারণে 'রাষ্ট্র সংস্কার' ধারণাটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ফলে সেটির প্রায়োগিক ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে এবং কিভাবে ও কতটুকু হবে এই সংস্কার—সেটিই প্রধান আলোচ্য বিষয়। বেশ কয়েকটি সংস্কার কমিশন হয়েছে দেশে এবং সেসব কমিশন বড় বড় রিপোর্টও তৈরি করেছে।

কিন্তু এসব সংস্কার প্রস্তাবের ঠিক কতটুকু বাস্তবায়ন করা যাবে বা গেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন ও অনিশ্চয়তা আছে। তা ছাড়া সংস্কার আর নির্বাচনকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে, সংস্কারের এজেন্ডাটিকে আরো কঠিন করে তোলা হয়েছে।

রাজনৈতিক ফ্যাসিবাদের স্বাভাবিক ফলাফল হিসেবেই যে সামাজিক ফ্যাসিবাদ ও ধর্মীয় চরমপন্থা সুপ্তাবস্থায় প্রায় এক যুগ ধরে আস্তে আস্তে গাঢ় হয়ে উঠছিল, তা অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে নিঃশেষিত হয়নি, বরং নানা ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী প্রবণতা নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নতুন শক্তিতে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে পরাজিত ফ্যাসিস্ট শক্তি ও তার দেশি-বিদেশি এজেন্টরা এই প্রবণতাগুলোকে অনেক রংচং মেখে বাস্তবের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি বিকট করে উপস্থাপন করার চেষ্টায় রত। জুলাইয়ের শক্তিগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজন ও মেরুকরণও এই পরিস্থিতিটিকে বেশ ঘোলাটে করে তুলছে। সে ব্যাপারে সতর্ক থেকেও বলা যায় যে এই ঘটনাগুলো ঘটছে।

'মব' শুনলেই অনেকে খেপে যান আজকাল, তার সংগত কারণও আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু সত্য কথা এটিই যে ৫ আগস্টের পর দেশে নানা রকম মব তৈরি হয়েছে। সামাজিক-নৈতিক পুলিশগিরি বাড়ছে। এসবের সঙ্গে জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা বা বিপ্লবী তৎপরতার যোগ সামান্য। ধর্মীয় চরমপন্থাও এই পরিস্থিতিকে একটি সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করছে।

বিপ্লবী ছাত্র-জনতা ও সরকারের কাজ ছিল সমাজে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা এই নতুন প্রতিবিপ্লবী, হঠকারী ও ফ্যাসিস্ট তৎপরতাগুলোরও বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, যেখানে মোটাদাগে স্পষ্টতই তারা ব্যর্থ হয়েছে। এতে সমাজে সরকার ও অভ্যুত্থানের নেতৃত্বের ব্যাপারে যে মাত্রারই হোক, একটি নেতিবাচকতা তৈরি হয়েছে।

৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ের একটি প্রধান জনদাবি ও গুরুতর কাজ ছিল বিচার ও আনুষ্ঠানিক রিকনসিলিয়েশন প্রসেস শুরু করা। কিন্তু এই দাবিটি বিদ্যমান কোনো রাজনৈতিক শক্তিই সততার সঙ্গে সামনে আনতে পেরেছে বলে মনে হয় না। নির্বাচনী রাজনীতির হিসাব-নিকাশ, সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর টানাপড়েন, মামলা বাণিজ্যের পলিটিক্যাল ইকোনমি, ঘোলা পানিতে মাছ শিকারিদের নানা রকম অপতৎপরতা, বিচারহীন পুনর্বাসনের বিবিধ উদ্যোগ আর সরকারের অস্পষ্ট ও গতিহীন নানা কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিচারের দাবিটির বহুলাংশ অপচয় হয়েছে। একটি ফ্যাসিস্ট সরকারকে উত্খাত করার পর অপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করার পাশাপাশি জাতীয় অখণ্ডতা রক্ষা ও সামাজিক-রাজনৈতিক রিকনসিলিয়েশন নিশ্চিতে যে ধরনের ব্যাপক, বহুমুখী ও কুশলী প্রাতিষ্ঠানিক তৎপরতা প্রয়োজন ছিল, সরকার সেটি করতে বেশ খানিকটা ব্যর্থই হয়েছে বলা যায়।

অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী ছাত্রদের নতুন রাজনৈতিক দলটিকে ঘিরে দেশের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে এক ধরনের কৌতূহল, আকাঙ্ক্ষা ও দরদ তৈরি হয়েছে। তবে এই আকাঙ্ক্ষা নিরঙ্কুশ নয়। নির্বাচনী রাজনীতিতে ঢুকে পড়ায় বিদ্যমান রাজনৈতিক কাঠামোর অনেক বিষয়ই আত্তীকৃত করতে হয়েছে দলটির, যা তাদের নানাভাবে বিতর্কিত করেছে। আবার এই দলটির গতি-প্রকৃতি কী হবে, তার কল্পনার বাংলাদেশটি ঠিক কেমন হবে—এসব বিষয়েও নানা ধরনের অনুমান তৈরি হয়েছে। এসব সত্ত্বেও পরিবর্তনকামী বা সংস্কারবাদীরা এখনো এই দলটির ওপর ভরসা রাখতে চাইছেন বলেই মনে হয়।

প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির এই হিসাব চলবে। কিন্তু জুলাইয়ে ঘটে যাওয়া মহাকাব্যিক অভ্যুত্থানটি আমাদের জাতীয় জীবনে যে বিপুল পরিবর্তনের সম্ভাবনা হাজির করেছে, তা অসামান্য। আমরা এর কতটা কাজে লাগাতে পারব, তা এখনো অনিশ্চিত। তবে বাংলাদেশ যত দিন থাকবে, তত দিন মুক্তির এই অসামান্য সম্ভাবনা এ দেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করে যাবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

লেখক : কবি, অনুবাদক ও জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য

‘একজন আঙুলটা প্লাস দিয়ে

জীবন যেমন- বিয়ে ও সন্তান-সম্পর্কিত বিষয়, মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবারগুলো এই চাপ সহ্য করতে পারে না, ফলে ভুক্তভোগীরা এক অনিশ্চয়তা ও প্রান্তিকতার জীবনে আটকে পড়েন।

গুমের শিকারদের ওপর নির্যাতনের ভয়াবহ কৌশল:

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, র‌্যাব-২ ও সিপিসি-৩ এর ব্যবহৃত ঘূর্ণায়মান চেয়ার, টিএফআই সেলে (র‌্যাবের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত টাস্কফোর্স ফর ইন্টারোগেশন সেল) মানুষ ঝুলিয়ে রাখার জন্য ব্যবহৃত পুলি-সিস্টেম এবং একাধিক স্থানে শব্দনিরোধক ব্যবস্থা, যা নির্যাতনের সময় ভুক্তভোগীদের চিৎকার বাইরের কেউ না শুনতে পারে সেজন্য ব্যবহৃত হতো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের ‘গুম’ করা হতো। তাদের আটকের কোনো আনুষ্ঠানিক রেকর্ড থাকত না। নির্যাতিতদের জনসম্মুখে হাজির করার আগে নির্যাতনের চিহ্ন লুকাতে কিছু ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের ওষুধ বা মলম দেওয়া হতো, যাতে ক্ষতচিহ্ন সহজে নজরে না আসে। অনেক ক্ষেত্রে নির্যাতনের চিহ্ন মুছে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তাদের মুক্তি দেওয়া হতো। তবে এটাও সত্য যে, অনেক ভুক্তভোগী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হয়েছিলেন স্পষ্ট নির্যাতনের চিহ্নসহ যদিও অনেক ক্ষেত্রে সেসব উপেক্ষা করা হয়েছিল।

সেখানে বলা হয়, গুম থেকে মুক্তি মিললেও ভুক্তভোগীর ওপর দীর্ঘ মেয়াদের প্রভাব পরিলক্ষিত হতো। তাদের মধ্যে মানসিক ট্রমার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যেত। ফলে তাদের চলমান চিকিৎসা ও মনোস্বাস্থ্য সহায়তার প্রয়োজন হয়। অনেকের শিক্ষা ও কর্মজীবন ব্যাহত হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় নিরাপত্তা বাহিনীর দায়ের করা ভুয়া মামলাগুলোর আইনি লড়াইয়ের ব্যয়। প্রতিটি মামলার জন্য একজন ভুক্তভোগীর গড়ে প্রায় সাত লাখ টাকা খরচ হয়েছে। অনেকের পারিবারিক জীবন যেমন- বিয়ে ও সন্তান-সম্পর্কিত বিষয়, মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবারগুলো এই চাপ সহ্য করতে পারে না, ফলে ভুক্তভোগীরা এক অনিশ্চয়তা ও প্রান্তিকতার জীবনে আটকে পড়েন।

শারীরিক নির্যাতনের ভয়াবহতা:

ছাদের সঙ্গে ঝুলিয়ে বন্দিদের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হতো। সিটিটিসি কর্তৃক ২০২৩ সালে অপহৃত হন ৪৭ বছর বয়সী এক যুবক। ১৬ দিন গুম ছিলেন তিনি। তার বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, নির্যাতনকারীরা বলছে, ‘এভাবে হবে না। এরে লটকা। টানাইতে হবে।’ তো একজন এএসআই (পুলিশে সহকারী উপপরিদর্শক) বলে, হবে। সে আমার দুই হাতে রশি লাগায়। এরপর ফ্যানের হুকের সঙ্গে রশি দিয়ে ঝুলিয়ে দেয়। শুধু পায়ের বুড়ো আঙুলটা লাগানো থাকে মেঝেতে, পুরা শরীরটা ঝুলানো।

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, গুম হওয়া ব্যক্তিরা নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। বমি করে দিতেন। কেউ কেউ আবার চোখ বাঁধা অবস্থায় নিজের শরীরের মাংস পোড়ার গন্ধ পেতেন। নির্যাতনের ভয়াবহতা থেকে রেহাই পেতেন না গুমের শিকার নারীরাও। তাদের ঝুলিয়ে বিকৃত উল্লাস করে অট্ট হাসিতে ফেটে পড়তেন বাহিনীর সদস্যরা।

পুলিশের হাতে গুমের শিকার হওয়া এক নারী :

শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের সম্মিলিত প্রভাবে ভুক্তভোগীরা দীর্ঘ সময় ধরে চরম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতেন। তাদের প্রায়ই প্রহরীদের অর্ধেক পরিমাণ খাবার দেওয়া হতো। হাতকড়া পরিয়ে ও চোখ বেঁধে একাকী সেলে রাখা হতো। নিজের ভাগ্যে কী আছে সেই অনিশ্চয়তার সঙ্গে সঙ্গে কঠোর এই অবস্থার সম্মিলন তৈরি করত এক ধরনের নিরবচ্ছিন্ন মানসিক চাপ। গুমের এই প্রক্রিয়া ভয় ও অপমানের একটি সংস্কৃতির সঙ্গে একত্রে কাজ করত, যেখানে শরীরের স্বাভাবিক কাজ করাও পরিণত হতো আরেক ধরনের নিপীড়নের অভিজ্ঞতায়।

নারী ভুক্তভোগীর লোমহর্ষক বর্ণনা :

গুম কমিশনের দেওয়া প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী, ২০১৮ সালে ২৫ বছর বয়সী এক নারীকে পুলিশ অপহরণ করে। তিনি ২৪ দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন। ওই ভুক্তভোগী গুম কমিশনকে বলেন, “অনেকটা ক্রুসিফাইড হওয়ার মতো করে হাত দুই দিকে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখে। ওরা আমাদের ওড়না নিয়ে নেয়, আমার গায়ে ওড়না ছিল না। আর যেহেতু জানালার দিকে মুখ করা ছিল, অহরহ পুরুষ মানুষরা এসে আমাদের দেখছিল। এটা বলার বাহিরে! মানে তারা একটা মজা পাচ্ছিল। বলাবলি করতেছিল যে, ‘এমন পর্দাই করছে, এখন সব পর্দা ছুটে গেছে।’ আমার পিরিয়ড হওয়ার ডেট ছিল অনেক লেটে। কিন্তু যেই টর্চার করে তাতে আমি এত পরিমাণ অসুস্থ হয়ে পড়ি যে, সঙ্গে সঙ্গে আমার পিরিয়ড আরম্ভ হয়ে যায়। তারপর উনাদেরকে বলি যে, ‘আমার তো প্যাড লাগবে’। এটা নিয়েও অনেক হাসাহাসি করে ওরা।”

অভিনব পদ্ধতিতে নির্যাতন:

২০১৭ সালে ২৩ বছর বয়সী এক যুবককে অপহরণ করে র‌্যাব। সেই ভুক্তভোগীকে বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থার জেআইসি’তে আটক রাখা হয়। যেখানে টর্চারের কারণে তার নাভির দুই পাশে আঘাতের চিহ্ন সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, ‘আমার পা বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। মাথা নিচের দিক, পা ওপরে দিক। আমার শরীরে কোনো পোশাক রাখে নাই তখন। তারপর আমাকে দুজন একসঙ্গে এলোপাথাড়ি পিটাতে থাকে। খুব সম্ভব বেতের লাঠি দিয়ে। পরবর্তীতে আমাকে অসংখ্যবার টর্চার করেছে এবং মারতে মারতে আমার এমন হয়েছে যে, চোখের কাপড়ও খুলে গেছে। নাকে-মুখে চড়ানো, থাপড়ানো...। শুধু পেছনে মারছে। ওই সময়ে চামড়া ছিঁড়ে, মানে চামড়া ফেটে রক্ত ঝরেছে। তিনি ৭২ দিন গুম ছিলেন।

নতুন নতুন কৌশলে নির্যাতন করা হতো টর্চার সেলে। প্রায়ই নখ উপড়ে ফেলা হতো সেখানে। ২০১৭ সালে র‌্যাব-১১ কর্তৃক অপহৃত হন ৫৬ বছর বয়সী এক ভুক্তভোগী। তিনি বলেন, “পরে নাম জানতে পেরেছি। তখন জানতাম না। সে (আলেপ উদ্দিন) লাঠি দিয়ে খুব টর্চার করত। একদিন আমাকেও বেশ টর্চার করে। টর্চার করে আর বলে যে, ‘তাকে টাঙায় রাখ, ঝুলায় রাখ।’ সেলের গ্রিলের সঙ্গে আমাকে ঝুলায় রাখল। সঙ্গে হাতকড়া ছিল। তো এইভাবে অনেক ঘণ্টা রাখার পর আমি আর পারছিলাম না। ওইদিনের পরে যখন টর্চার করল, আঙুলের নখটা পুরা উঠে গেছিল।”

থাকার স্থানের ভয়াবহ ও অমানবিক অবস্থার কথা তুলে ধরেন অপর এক ভুক্তভোগী। গুম হওয়া ব্যক্তি বলেন, ‘ঘুমাতে গেলে একজন আইসা বলতেছে যে, ‘এই ঘুমাইতেছেন ক্যান?’ মানে ঘুমাইতে দিত না। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে যাওয়ার পর বালিশ সরাই ফেলত। শীতের মধ্যে কম্বল-বালিশ সব সরাই ফেলত। এছাড়া চেয়ার ছাড়া (খালি পায়ের ওপর ভর দিয়ে) বসায় রাখত। আবার দেখা গেছে, হ্যান্ডকাপ পরায়ে বিছানার পাশে আটকে রাখত। এক হাতে মশা কামড়ালে মারা যেত না। খুব কষ্ট পাইতাম আর কী!’ তিনি ৩৯১ দিন গুম ছিলেন। তার বয়স ছিল ৪৬ বছর।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, সেলগুলো ছিল ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ। সেখানে টয়লেট ব্যবহারের জন্য নিচু বিলড-ইন প্যান বসানো ছিল। তবে, মাঝে কোনো দেয়াল না থাকায় ভুক্তভোগীরা যখন শুয়ে থাকতেন, তখন তাদের শরীর প্রায়শই ওই প্যানের ওপরে পড়ে থাকত। ফলে তারা ময়লা, প্রস্রাব ও মলের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে থাকতে বাধ্য হতেন। আরও ভয়াবহ ছিল, এসব সেলে স্থাপন করা ছিল সিসিটিভি ক্যামেরা। যার মাধ্যমে প্রতিটি কর্মকা–পর্যবেক্ষণ করা হতো। অর্থাৎ ভুক্তভোগীদের সবচেয়ে ব্যক্তিগত মুহূর্তেও, যেমন- প্রাকৃতিক কাজের জন্য টয়লেট প্যান ব্যবহারের সময়ও চরম অপমান ও লজ্জার মধ্যে থাকতে হতো। অত্যন্ত ছোট ও সংকীর্ণ কক্ষগুলো বন্দিদের জন্য সর্বোচ্চ অস্বস্তি তৈরি করত।

ঘূর্ণায়মান চেয়ার ও অন্যান্য কৌশল:

২০১৭ সালে বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থা ও র‌্যাব-২ কর্তৃক অপহৃত হন ২৮ বছর বয়সী এক যুবক। তিনি ২০৮ দিন গুম ছিলেন। তার ভাষ্যমতে, “একটা মেশিনে উঠাইছিল। উঠাই এইখানে (মাথায়) বাঁধছে, এইখানে (হাতে) বাঁধছে, পায়ে বাঁধছে মানে হাঁটুর মিডলে। পায়ের নিচেও বাঁধছে। এরপর ওই মেশিনটায় উঠায়। মেশিন চালানোর পরে মনে হইছে যে, আমার হাড় সম্পূর্ণ যেন আলাদা হয়ে যাচ্ছে। ওটার সেটিং এরকম যে, মেশিনটাই একটা আজব! ওরা বলতো যে, ‘তুমি পিঠ একেবারে লাগাইয়া রাখ। এখানে উঠলে কিন্তু সবাই পায়খানা করে দেয়।’ এমন কঠিন অবস্থা ছিল ওইখানে। মেশিনটা ঘোরানো যায়। কখনও কখনও উলটা করানো যায়। আবার এরকম ফ্ল্যাট শোয়ানো যায়। ওইখানে থাকা অবস্থায় হাঁটুর উপর বাড়িও দিছে। জিজ্ঞাসা করছে, ‘তুমি সরকারের বিরুদ্ধে কী কী ষড়যন্ত্র করতেছ?”

‘হাত সম্ভবত গামছা বা কাপড় দিয়া বানছে’:

২০১৯ সালে র‌্যাব-১১ কর্তৃক গুম হন ২৭ বছর বয়সী অপর এক যুবক। তিনি ৪২ দিন গুম ছিলেন। তার ভাষ্যমতে, “বাইনদা, আমার এই হাঁটুর ভিতর দিয়া হাত ঢুকাইয়া, দুই হাঁটুর মাঝখান দিয়া লাঠি ঢুকাইয়া একটা উঁচু কোন স্ট্যান্ডের মধ্যে রাখছে। যেটার কারণে আমার পাগুলো উপরে ছিল। আর মাথা নিচু হয়ে গেছে। পায়ের তালুর মধ্যে এবার বাড়ি শুরু করছে। চিকন একটা লাঠি হবে সম্ভবত...। আবার ওই প্রথম থেকে একই প্রশ্ন, ‘নামগুলা বল, তোমার সাথে কে কে আছে’।”

বাঁশ দিয়ে নির্যাতন (বাঁশডলা) :

২০১৭ সালে র‌্যাব-১০ কর্তৃক ২৭ বছর বয়সী এক যুবককে অপহরণ করা হয়। তিনি ৩৯ দিন গুম ছিলেন। নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে ওই যুবক বলেন, “শোয়ানোর পর আমার এই দুই হাতের উপর দিয়া আর ঘাড়ের নিচ দিয়া একটা বাঁশ দিছে। পরে পায়ের নিচ দিয়া আর রানের নিচ দিয়া একটা দিল। আবার রানের উপর দিয়াও একটা দিছে। দেওয়ার পর ওইভাবে আমাকে কিছুক্ষণ রাখল। পরে বলে যে, ‘বড় স্যার আসতেছে না।’ কিছুক্ষণ পর সে আসে। আসার পর হঠাৎ করেই বলল, ‘এই উঠ’। বলার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো যে, আমি আর দুনিয়ার মধ্যে নাই। এমন যন্ত্রণা আমার দুই হাতের বাহুতে শুরু হইছে, আর দুই পায়ের মধ্যে শুরু হইছে...। মনে হইতেছে কেউ আমার এই দুই হাত আর পায়ের গোস্তগুলো ছিঁড়া ফেলতেছে...।”

বৈদ্যুতিক শক :

নির্যাতনের দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচলিত পদ্ধতি ছিল বৈদ্যুতিক শক দেওয়া। সম্ভবত যন্ত্রপাতি সহজলভ্য ও সহজে বহনযোগ্য হওয়ার কারণে এর ব্যবহার এত ব্যাপক ছিল। এটি প্রায় সব স্থানেই ব্যবহৃত হতো। এমনকি অপহরণকারী যানবাহনেও। ২০১০ সালে বিশেষ গোয়েন্দা শাখা ২৯ বছর বয়সী এক যুবককে গুম করে। তার ভাষ্যমতে, ‘পায়ে দুইটা ক্লিপ লাগায় দিল, ফার্স্ট সেবার শক খাওয়ার অভিজ্ঞতা। যখন শক দেয়, টোটাল শরীরটা আমার ফুটবলের মতো গোল হয়ে যায়। এরকম আট থেকে দশবার আমাকে শক দিছে। শকটা হয়তো তিন-চার সেকেন্ড সর্বোচ্চ থাকে। তাৎক্ষণিক শরীরটা গোল হয়ে যায়, রগগুলো চেপে ধরে। তো ওই প্রশ্নগুলো করে আর শক দেয়, প্রশ্নগুলো করে আর শক দেয়।’

‘একপর্যায়ে তারা আমার কাপড় খোলে, আবার ওই একই ক্লিপ লাগায় দেয় আমার গোপন দুইটা অঙ্গে। একই জিজ্ঞাসাবাদ চলতে থাকে। যখনই সুইচ দেয়, মনে হয় আমার সেই অঙ্গগুলো পুড়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে গোস্ত পুড়লে যেরকম একটা গন্ধ লাগে, সেই গন্ধটা পাইতাম আর কি!’ তিনি ৪৬ দিন গুম ছিলেন।

ওয়াটারবোর্ডিং দ্বারা নির্যাতন:

ওয়াটারবোর্ডিং (জলপীড়ন) দিয়ে নির্যাতনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন এক ভুক্তভোগী। বলেন, “মুখের উপরে গামছা দিয়া উপরে দিয়া পানি মারা শুরু করে দিছে। জগভর্তি পানি দিতেছে, আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাইতেছে। তারপর ওরা ওই গামছা সরাইয়া বলে, ‘বল কী করছিস’। স্যার, কী কমু..., আপনি আমারে বলেন, আমার কী জানতে চান? আপনি আমারে কেন ধইরা আনছেন?” তখন বলে, ‘না, ওরে হইত না। আবার গামছা দে, আবার গামছা দে, আবার পানি দে।’ এইভাবে তিন-চারবার পানি দেওয়ার পরে বলে, ‘ওরে নিয়া রাইখা আয়।’ তাকে ২০১৭ সালে গুম করা হয়। মোট ৩৯ দিন গুম ছিলেন তিনি।

ঘনিষ্ঠদের মাধ্যমে ৭৫ কোটি টাকা ঘুষ

পাওয়া গেছে।

তথ্য যাচাই-বাছাইয়ে দেখা যায়, চতুর আনিসুল হক ঘুষ বা অবৈধ আয় গ্রহণে তার ব্যবসায়িক বন্ধু, মা, ভাইয়ের স্ত্রী, ভাগিনা ও কথিত বান্ধবী তৌফিকা করিমের ব্যাংক হিসাব ব্যবহার করেছেন। ওই ব্যাংক হিসাবগুলোর একমাত্র নমিনি ছিলেন তিনি। মায়ের ক্ষেত্রে নমিনি হওয়ার যৌক্তিক কারণ থাকলেও অন্য ঘনিষ্ঠদের ব্যাংক হিসাবগুলোর নমিনিতে তার নাম থাকার বিষয়টি সন্দেহের জন্ম দিয়েছে। ইতোমধ্যে ঘনিষ্ঠদের ব্যাংক হিসাবগুলোর বিবরণী দুদকেও জমা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, একমাত্র নমিনি হিসেবে আনিসুল হকের নাম থাকা ঘনিষ্ঠ পাঁচজনের অ্যাকাউন্টে ওই সময়ে ৭৫ কোটি ২২ লাখ টাকা নগদ বা ক্যাশ হিসাবে জমা হয়। অর্থগুলো কোনো ব্যাংক হিসাব থেকে তাদের হিসাবে স্থানান্তর হয়নি। সরাসরি জমা হয়েছে, যা থেকে মূলত সন্দেহ তৈরি হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, অর্থের উৎস গোপন করতেই এমন কৌশল নেওয়া হয়েছে।

ইতোমধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ১৪৬ কোটি ১৯ লাখ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে আনিসুল হকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। ফ্রিজ করা হয়েছে ২৭টি ব্যাংক হিসাবে থাকা ১৪০ কোটি ১৭ লাখ টাকা। মামলা হয়েছে আনিসুল হকের কথিত বান্ধবী তৌফিকা আফতাব ওরফে তৌফিকা করিমের বিরুদ্ধেও। তার বিরুদ্ধে ৫৬ কোটি ৬১ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলা হয়েছে।

অনিসুল হকের মামলার অগ্রগতিসহ সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে দুদক মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন ঢাকা পোস্টকে বলেন, ‘তার (অনিসুল হক) বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পদ ও সন্দেহভাজন লেনদেনের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার পর তদন্ত কার্যক্রম চলমান। তদন্ত কর্মকর্তা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করছেন। তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে কমিশন পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেবেন।’

যাদের হিসাবে ঘুষের টাকা জমা হয়েছিল : আনিসুল হক তার ঘনিষ্ঠ পাঁচ ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে নগদ ৭৫ কোটি ২২ লাখ টাকা নিয়েছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে, এমন আরও ব্যক্তি রয়েছেন যাদের মাধ্যমে ঘুষ নেওয়া হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। সবগুলোর তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতে না পারলেও ঘনিষ্ঠ পাঁচজনের ব্যাংক হিসাবের তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে সেগুলো যাচাই-বাছাই করে ঘুষের বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছে দুদক। ওই পাঁচজনের মধ্যে রয়েছেন- আনিসুল হকের ব্যবসায়িক পার্টনার হিসেবে পরিচিত মোহাম্মদ ইকবাল (ব্যাংক হিসাবের নাম)। যার ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের ০৯৫XXXXXXXXXXXXX৯২ হিসাবে ২০১৯ থেকে ২০২০ সালে সাত দফায় নগদ ১২ কোটি ৪৭ লাখ টাকা জমা হয়েছিল। এর মধ্যে ২০২০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বরে এককালীন সর্বোচ্চ চার কোটি ৯৯ লাখ টাকা নগদ জমার তথ্য রয়েছে।

অন্যদিকে, আনিসুল হক ঘুষ লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে তার মা জাহানারা হকের ব্যাংক হিসাবও ব্যবহার করেছেন। ১২ দফায় একই ব্যাংকের ০৯৫XXXXXXXXXXXXX১৭ হিসাবে ২০১৯ সালের আগস্ট থেকে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ২৮ কোটি ২৩ লাখ টাকা নগদ জমা হয়েছিল। যার মধ্যে ২০২০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পাঁচ কোটি ৮৫ লাখ টাকা নগদ জমা হওয়ার প্রমাণ মিলেছে।

একইভাবে তার ছোট ভাইয়ের বউ জেবুন্নেসা বেগম হকের ০৯৫XXXXXXXXXXXXX৪৮ হিসাবে ২০১৯ সালে চার দফায় চার কোটি ৮৫ লাখ টাকা এবং তার ভাগিনা এস কে মো. ইফতেখারুল ইসলামের ০৯৫XXXXXXXXXXXXX০৬ হিসাবে ১১ দফায় ২৪ কোটি ৯২ লাখ টাকা নগদ জমা হয়। এর মধ্যে ২০২০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি এককালীন সর্বোচ্চ ১১ কোটি ৫৫ লাখ টাকা নগদ জমা হওয়ার প্রমাণ মিলেছে।

আনিসুল হকের কথিত বান্ধবী তৌফিকা করিমের ০৯৯XXXXXXXXXXXXX৩৮ ব্যাংক হিসাবেও ছয় দফায় চার কোটি ৭৫ লাখ টাকা নগদ জমা হওয়ার প্রমাণ মিলেছে। তাদের সবার হিসাবের একমাত্র নমিনি হলেন আনিসুল হক।

গত ১ জানুয়ারি ১৪৬ কোটি ১৯ লাখ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে আনিসুল হকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে দুদক। সংস্থাটির উপপরিচালক মো. জাহাঙ্গীর আলম বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। ওই মামলার এজাহারে বলা হয়, ২০১৪ সালে ১ ডিসেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাবলিক সার্ভেন্ট হিসেবে অনিসুল হক অসদাচরণ, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অসাধু উপায়ে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ১৪৬ কোটি ১৯ লাখ ৭০ হাজার ৯৬ টাকার সম্পদের মালিক হয়েছেন। এছাড়া তার ২৯টি ব্যাংক হিসাবে ৩৪৯ কোটি ১৫ লাখ ২১ হাজার ৫৮২ টাকা জমা এবং ৩১৬ কোটি ৪৮ লাখ ৮১ হাজার ৬০৮ টাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সন্দেহজনক লেনদেনের প্রমাণ মিলেছে। তার বিরুদ্ধে দুদক আইন ২০০৪-এর ২৭ (১) ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫ (২) ধারা তৎসহ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর ৪ (২) ও ৪ (৩) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে এজাহারে।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি আনিসুল হক সংশ্লিষ্ট ২৭টি ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ করা হয়। তার মধ্যে আনিসুল হকের নামে রয়েছে ১৭টি ব্যাংক হিসাব। এর বাইরে আনিসুল হকের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী ও ভাতিজাসহ কয়েকজনের নামে আরও ১০টি ব্যাংক হিসাব আছে বলে জানা যায়।

বিগত তিন সংসদ নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ (কসবা-আখাউড়া) আসনে জয়ী হন আনিসুল হক। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলে আত্মগোপনে যান তিনি। গত বছরের ১৩ আগস্ট ঢাকার সদরঘাট থেকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাকে গ্রেপ্তার করে। দুদকের মামলায় গত ২০ জানুয়ারি তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। এছাড়া তার বিরুদ্ধে একাধিক হত্যা মামলা দায়ের হয়েছে।

অন্যদিকে, গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে আনিসুল হকের ঘনিষ্ঠ সহযোগী অ্যাডভোকেট তৌফিকা করিমসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অনুসন্ধান শুরু করে দুদক। সর্বশেষ তথ্যানুসারে, গত ২৪ মে ৫৬ কোটি ৬১ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ এবং ৮৮টি ব্যাংক হিসাবে ৩৭৪ কোটি ৫১ লাখ টাকার সন্দেহভাজন লেনদেনের অভিযোগে তৌফিকা আকতাব ওরফে তৌফিকা করিমের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। এর আগে ২৩ এপ্রিল তার ৩৮টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ এবং গত ৬ ফেব্রুয়ারি তৌফিকা করিমের দেশত্যাগের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। সূত্র : ঢাকাপোস্ট

সাইপ্রাসে কি ‘মিনি ইসরায়েল’ গড়ে উঠছে

টার্কি টুডে

গ্রিক সাইপ্রাসে ইসরায়েলি বিনিয়োগকারীরা যেভাবে বাড়ি-জমি কিনছেন, তা নিয়ে সে দেশের জনমনে এবং রাজনীতিতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে লারনাকা ও লিমাসল এলাকায় ইসরায়েলিদের জায়গা-জমি কেনার প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যাচ্ছে।

বিরোধী দলের নেতারা বলছেন, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ইসরায়েল যেন ধীরে ধীরে সাইপ্রাসে তাদের একধরনের ‘অঘোষিত উপস্থিতি’ তৈরি করে ফেলছে।

এখন গ্রিক সাইপ্রাসে ইসরায়েলি নাগরিকের সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার। ফলে জনসংখ্যাগত ভারসাম্য ও ভূরাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। বিশেষ করে তুরস্ক ও উত্তর সাইপ্রাসের স্বঘোষিত তুর্কি প্রজাতন্ত্রের (টিআরএনসি) দৃষ্টিকোণ থেকে এটিকে হুমকি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

‘নতুন ইসরায়েল’–এ কথা এখন গ্রিক সাইপ্রাসের রাজনীতিতে জোরালোভাবে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। দেশটির প্রধান বিরোধী দল একেলের নেতা স্টেফানোস স্টেফানু এই পরিস্থিতিকে ‘পরিকল্পিত বসতি স্থাপন কৌশল’ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি সতর্ক করেছেন, গ্রিক সাইপ্রাস যেন ধীরে ধীরে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

জনসভায় দেওয়া বক্তৃতা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একেলের নেতারা গ্রিক সাইপ্রাসকে এখন ‘ইসরায়েলের দখলে নতুন দেশ’ বলেও আখ্যায়িত করছেন। এতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, ইসরায়েলি উপস্থিতি নিয়ে সেখানে একটি গুরুতর রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে।

স্টেফানু দাবি করেছেন, ইসরায়েলি নাগরিকেরা সেখানে যে বসতি গড়ে তুলছেন, তা সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত নয়। এর মধ্যে রয়েছে শুধু ইসরায়েলি নাগরিকদের জন্য আবাসন প্রকল্প, তাঁদের নিজস্ব শিক্ষা, খাবার, উপাসনালয় ও নিরাপত্তাব্যবস্থা। স্থানীয় সমাজের সঙ্গে মেলামেশার পরিবর্তে নিজেদের আলাদা করে রাখার মতো জায়গা বানাচ্ছেন তাঁরা। এর ফলে এই বসতির বাসিন্দারা স্থানীয় সংস্কৃতি বা সমাজে মিশে যাচ্ছেন না, বরং নিজেদের আলাদা একটি ‘মিনি ইসরায়েল’ বানিয়ে নিচ্ছেন।

এই বসতি স্থাপনের পেছনে সক্রিয় সংগঠনগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ‘ছাবাদ’। এটি একটি আন্তর্জাতিকভাবে সক্রিয় অতিরক্ষণশীল ইহুদি ধর্মীয় আন্দোলন। ছাবাদ ইতিমধ্যে গ্রিক সাইপ্রাসে সিনাগগ (ইহুদি উপাসনালয়), কিন্ডারগার্টেন (শিশু শিক্ষাকেন্দ্র), কোশার খাবারের দোকান এবং কবরস্থানের মতো কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছে।

বিশ্লেষকদের মত হলো, ইসরায়েলি সম্প্রদায় শুধু পর্যটক বা অস্থায়ী বাসিন্দা নন, তাঁরা গ্রিক সাইপ্রাসে দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত উপস্থিতি গড়ে তুলছেন। তাঁরা বলছেন, সিনাগগ, কবরস্থান, কোশার খাবারের দোকান, কিন্ডারগার্টেন ইত্যাদি অবকাঠামো স্থাপন আসলে একটি স্থায়ী প্রভাব বিস্তারের অংশ, যা ভবিষ্যতের কোনো সংকটকালে সামাজিক প্রভাব বা গোপন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে পারে।

তুরস্ক ও উত্তর সাইপ্রাস এই পরিস্থিতিকে বহুস্তরবিশিষ্ট ঝুঁকি হিসেবে দেখছে। তুরস্কের দৈনিক পত্রিকা মিল্লিয়েত-এর এক প্রতিবেদনে বিশ্লেষকেরা বলছেন, গ্রিক সাইপ্রাসে ইসরায়েলি জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে কেবল জনসংখ্যাগত পরিবর্তন নয়, বরং একটি জাতীয় নিরাপত্তার হুমকি হিসেবেও দেখা উচিত।

আঙ্কারার সোশ্যাল সায়েন্সেস ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক আইন বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এমেতে গোজুগোজেল্লি সেখানকার সংবাদমাধ্যম মিল্লিয়েত-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘এটি কেবল জমি কেনাবেচার বিষয় নয়–এটি নিরাপত্তা, গোয়েন্দা এবং কূটনৈতিক উদ্বেগের বিষয়।’ তিনি সতর্ক করে বলেন, এমন ধর্মীয় গোষ্ঠী, যারা শক্তিশালী মতাদর্শিক নেটওয়ার্ক নিয়ে কাজ করে, তারা নজরদারি, প্রচার এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মতো কাজও করতে পারে।

তিনি বিশেষভাবে ছাবাদ সংগঠনের কার্যক্রমের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কারণ, এই সংগঠনের প্রভাব এরই মধ্যে তুর্কি সাইপ্রাস পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। বাহ্যিকভাবে নিরীহ দেখালেও এই ধরনের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে অনেকে বৃহত্তর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যম হিসেবে দেখছেন। এর মধ্যে অনেকে ইসরায়েলের ডায়াসপোরা ডিপ্লোম্যাসি, গোপন গোয়েন্দা কার্যক্রম বা সমাজে মতাদর্শগত প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা আছে বলে মনে করছেন।

গোজুগোজেল্লি সতর্ক করে বলেন, এই গোষ্ঠীগুলো ‘সফট পাওয়ার’ (নরম কৌশলগত শক্তি) হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তারা এমন বিকল্প জনসমষ্টি তৈরি করতে পারে, যারা ইসরায়েলের নীতির প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। এর ফলে গ্রিক ও তুর্কি সাইপ্রাস উভয়ের রাজনৈতিক অখণ্ডতা দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

পূর্ব ভূমধ্যসাগরে ভূরাজনৈতিক প্রভাব

এ ঘটনাগুলো এমন সময়ে ঘটছে, যখন তুরস্ক পূর্ব ভূমধ্যসাগরে সামুদ্রিক সীমা নিয়ে নানা জটিল বিরোধের মুখে রয়েছে। ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র, গ্রিস ও গ্রিক সাইপ্রাস নিয়ে গঠিত একটি কৌশলগত জোটকে বিশ্লেষকেরা তুরস্কের আঞ্চলিক প্রভাব প্রতিরোধে গঠিত প্রতিরোধ শক্তি হিসেবে দেখছেন। এই জোট মূলত গ্যাস অনুসন্ধান, যৌথ সামরিক মহড়া ও প্রতিরক্ষা সমন্বয়ের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এটি তুরস্ককে সামুদ্রিকভাবে কার্যত ঘিরে ফেলেছে।

অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন, গ্রিক সাইপ্রাসে নতুন ইসরায়েলি বসতিগুলো এই বৃহত্তর কৌশলগত নেটওয়ার্কের অংশ হতে পারে। যদি লারনাকা ও লিমাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে সামরিক পর্যায়ের নজরদারি ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়, তাহলে তা তুরস্কের নৌ ও বিমান কার্যক্রম নজরদারির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

নাগরিক নাকি গোয়েন্দা

পর্যবেক্ষকদের মতে, গ্রিক সাইপ্রাসে ইসরায়েলিদের আগমনকে শুধু সাধারণ অভিবাসন ভেবে ভুল করা যাবে না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো গোপনে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, মানচিত্রভিত্তিক পর্যবেক্ষণ বা ভবিষ্যতের সংঘাতকালীন তৎপরতার জন্য প্রস্তুত আছেন।

আইনবিশেষজ্ঞ এমেতে গোজুগোজেল্লি বলেন, ‘এটি নিরীহ অভিবাসনের ঢেউ নয়।’ তিনি নীতিনির্ধারকদের সতর্ক করে বলেছেন, এ ধরনের আদর্শিকভাবে সংযুক্ত ও সংগঠিত জনসংখ্যা শুধু নিরাপত্তাজনিত ভারসাম্যই নয়, দ্বীপের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাও বিঘ্নিত করতে পারে।

ইসরায়েলিদের জমি কেনা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে উদ্বেগ

ইসরায়েলিদের জমি কেনার পরিমাণ এতটাই বেড়েছে যে তা এখন মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলছে। বিশ্লেষকদের আশঙ্কা, ভবিষ্যতে যদি কোনো শান্তিচুক্তি হয়, তাহলে এসব জনসংখ্যাগত ও অর্থনৈতিক ভিত্তিকে ব্যবহার করে নতুন সীমানা দাবি বা রাজনৈতিক শর্ত হাজির করা হতে পারে।

তাঁরা এটিও বলছেন, গ্রিক সাইপ্রাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যেসব একতরফা প্রতিরক্ষা ও বসতি স্থাপন চুক্তি হচ্ছে, সেগুলো ১৯৬০ সালের ‘ট্রিটি অব গ্যারান্টি’ বা ‘গ্যারান্টি চুক্তি’ লঙ্ঘন করতে পারে। এই চুক্তি অনুযায়ী তুরস্ক, গ্রিস ও যুক্তরাজ্য সাইপ্রাসের নিরাপত্তার গ্যারান্টর (নিশ্চয়তাদানকারী) দেশ। ফলে ইসরায়েলের সঙ্গে এই একতরফা চুক্তিগুলো দ্বীপের শক্তির ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে।

তুরস্কের জন্য নজরদারি ও প্রতিরোধ বাড়ানোর আহ্বান

গোজুগোজেল্লি পরামর্শ দিয়েছেন, তুরস্ক এবং উত্তর সাইপ্রাসকে পূর্ব উপকূল বরাবর নজরদারি এবং প্রতিরক্ষাব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। সীমান্তের গতিবিধি পর্যবেক্ষণে ড্রোন দিয়ে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালানো উচিত। ছাবাদের মতো সংগঠনের উপস্থিতি কূটনৈতিক পর্যায়ে গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করা উচিত। তিনি আরও বলেন, এই পরিস্থিতিকে দক্ষিণে দখল হয়ে থাকা তুর্কি সম্পত্তির অনিরসনকৃত ইস্যুর সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে হবে। এতে আইনি ও রাজনৈতিক বৈপরীত্যগুলোও স্পষ্ট হবে।

তুরস্কের সংবাদমাধ্যম টার্কি টুডে থেকে নেওয়া। ইংরেজি থেকে অনুবাদ: সারফুদ্দিন আহমেদ

১ম, ৩য় ও শেষ পৃষ্ঠার পর ...

কঠিন হচ্ছে ইমিগ্রেশন

সম্পন্ন হতে হবে। আশা করা হচ্ছে, আগামী ২২ জুলাই এই সংস্কারটি পাস করতে পার্লামেন্টে ভোটাভুটি হতে পারে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইভেট কুপার বলেছেন, এই নতুন নিয়মগুলোর অর্থ হলো অভিবাসন কমাতে, অভিবাসন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এবং যুক্তরাজ্যে দক্ষতা ও প্রশিক্ষণে বিনিয়োগের ওপর আমাদের মনোনিবেশ নিশ্চিত করতে এটি আরো শক্তিশালী পদক্ষেপ।

তিনি বলেন, সরকার সঠিক নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে আমাদের অভিবাসন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজাচ্ছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মনে করে, এসব সংস্কারের মধ্য দিয়ে প্রতি বছর যুক্তরাজ্যে আসা মানুষের সংখ্যা এক লাখ পর্যন্ত কমে আসবে।

স্কীলড ওয়ার্কার ভিসা প্রকল্প থেকে বাদ পড়ছে ১১১ পেশা

অভিবাসন সম্পর্কিত শ্বেতপত্রে তুলে ধরা পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে, যুক্তরাজ্যে আসতে ইচ্ছুক দক্ষ কর্মীদের আয় এবং দক্ষতার সীমাকে ঊর্ধ্বমুখী করা। অনেক ক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীদের তাদের দক্ষতা এবং যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয়। ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে। তবে দক্ষতার স্তরকে বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রির সমমান বা তার ওপরে হতে হবে।

হোম অফিস বলছে, এসব কারণে ১১১টি পেশায় ওয়ার্ক ভিসার সুযোগ কমে আসবে। এছাড়া, শ্বেতপত্রে ইংরেজি ভাষার দক্ষতা বি-ওয়ান থেকে বি-টু পর্যায়ে উন্নীত করার পরিকল্পনাও করা হচ্ছে। এমনকি, ওয়ার্ক ভিসা পাওয়ার আবেদন খরচও বাড়ানো হচ্ছে।

হুমকির মুখে কেয়ার সেক্টর :

এসব পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হবে সামাজিক পরিচর্যা খাত (কেয়ার সেক্টর)। যুক্তরাজ্যে এই খাতটি অনেকাংশে বিদেশি কর্মীদের ওপর নির্ভরশীল। এই খাতে ভিসা বাতিলের পদক্ষেপ উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। যুক্তরাজ্যের বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়নগুলোর মধ্যে অন্যতম জেনারেল মিউনিসিপ্যাল অ্যান্ড বয়লারমেকার্স ইউনিয়ন বা জিএমবির কর্মকর্তা উইল ডালটন বলেছেন, এই পদক্ষেপ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

তিনি বলেন, কেয়ার সেক্টরটি ‘সম্পূর্ণভাবে অভিবাসী কর্মীদের ওপর নির্ভরশীল’ এবং এখনও যুক্তরাজ্যে ১ লাখ ৩০ হাজারের বেশি শূন্যপদ রয়েছে। সরকার অবশ্য ভিন্ন যুক্তি দিয়েছে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি বলা হয়েছে, ব্যাপক নির্যাতন এবং শোষণের কারণে কেয়ার সেক্টরের কর্মীর ভিসা প্রোগ্রামটি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

ভিডিও কলে নারীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা

নতুন আইনে প্রথম সাজা

দেশ ডেস্ক, ১১ জুলাই ২০২৫: মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এক নারীকে ভিডিও কলে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অপরাধে এক তরুণকে ৯ বছর ৪ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন যুক্তরাজ্যের একটি আদালত। যুক্তরাজ্যের ‘অনলাইন সেফটি অ্যাক্ট ২০২৩’-এর আওতায় এটাই প্রথম কোনো অপরাধীর কারাদণ্ডের ঘটনা।

যুক্তরাজ্যের লেস্টারশায়ারের বাসিন্দা ২৩ বছর বয়সী টাইলার ওয়েব। তিনি রেডিটে মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা বিষয়ে গঠিত এক ফোরামে এক নারীর সঙ্গে পরিচিত হন। পরে তাঁরা টেলিগ্রামে ভিডিও কলে কথা বলতেন। আদালতে বলা হয়, সেই কথোপকথনগুলো ছিল ‘বিকৃত মানসিকতার’।

সেই সময় ওই নারী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন। ওয়েব তাঁকে বারবার বলেন আত্মহত্যা করতে। তিনি চান, সেই আত্মহত্যা ভিডিও কলে দেখে নিতে। আদালতের ভাষায়, এ ছিল ‘পরিকল্পিত মানসিক নির্যাতন’।

লেস্টার ক্রাউন কোর্টে বিচারক টিমোথি স্পেনসার কেসি বলেন, ওয়েব মূলত যৌন তৃপ্তির জন্য এই কাজ করেছেন। আদালত তাঁকে ‘হাইব্রিড আদেশ’ দিয়েছে। অর্থাৎ, তিনি প্রথমে মানসিক হাসপাতালে থাকবেন, পরে উপযুক্ত মনে হলে কারাগারে পাঠানো হবে।

বিচারক বলেন, ‘তোমার প্ররোচনা দীর্ঘ সময় ধরে চলেছে। এটা দুজনের মধ্যে কোনো আত্মহত্যা চুক্তি ছিল না। এটি ছিল অন্যের আত্মহত্যা দেখে নিজে আনন্দ পাওয়ার বিষয়।’

আদালতের শুনানির সময় ওয়েব মাথা নিচু করে, কান ঢেকে ডকে বসেছিলেন, পরে চেয়ার নিচে লুকিয়ে পড়েন। নিজের নাম বলতেও অস্বীকৃতি জানান।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী লুইস ওকলি আদালতে বলেন, ওয়েব ওই নারীকে আত্মহত্যা করতে বলেন, কারণ এটা তাঁকে ‘উত্তেজিত করত’। তিনি বলেন, ওই নারী যখন আত্মহত্যা করতে চাইছিলেন, ওয়েব তা দেখে ‘উপভোগ’ করতেন।

আদালতে জানানো হয়, একবার ওই নারী আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন-ফাঁসিতে ঝুলে পড়েন। তবে ব্যর্থ হলে ওয়েব আবার বলেন, ‘আবার চেষ্টা করো।’

এরপর গত বছরের ৩ জুলাই পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন ওই নারী। তিনি ভয় পেয়েছিলেন, ওয়েব অন্য কাউকেও এমন করতে উৎসাহ দিতে পারেন। পরে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

ওই নারী আদালতে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেন, ‘আমি এটাকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা বলব না, এটা মানসিকভাবে হত্যার চেষ্টা। সে আমাকে তার কথার মাধ্যমে ধ্বংস করেছে। আমার জীবনের ওপর এটা চিরস্থায়ী ক্ষতি করেছে।’

ওকলি আরও জানান, ওয়েবের রেডিট প্রোফাইল ছিল। অ্যাকাউন্টটিতে পাওয়া গেছে নানা অ্যানিমে ও গেমিং চরিত্র, যাদের অনেককে যৌন উদ্দীপক ভঙ্গিতে এবং মারাত্মক আহত বা মৃত অবস্থায় দেখানো হয়েছে।

তবে ওয়েব নিজে ভিডিও কলে তাঁর ক্যামেরা চালু করতেন না। কারণ, ওয়েব জানতেন, তিনি যা করছেন তা বেআইনি। আদালতে ওয়েবের আইনজীবী জোয়ি কওং জানান, ওয়েব নিজে একসময় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন এবং অনলাইনে পাওয়া বিকৃত কনটেন্ট দেখে এমন আচরণ রপ্ত করেন।

তাঁর চিকিৎসক আজিথ গুরুসিংহে জানান, ওয়েব অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার (এসিডি), ওসিডি, উদ্বেগ ও বিষণ্নতা রোগে আক্রান্ত। তিনি এখন মানসিক হাসপাতালে আছেন এবং পুরোপুরি অনুতপ্ত নন। তবে কিছুটা অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন।

ডিটেকটিভ কনস্টেবল লরেন হ্যাম্পটন বলেন, ‘এটি শুধু ভয়াবহ নয়, বরং অতি উদ্বেগজনক। এক নারী যখন অনলাইনে সহায়তার জন্য হাত বাড়িয়েছিলেন, তখন ওয়েব তাঁর বিশ্বাস নিয়ে খেলা করেছে।’ তিনি বলেন, ‘তিনি জানতেন, তাঁর কথায় ওই নারী আত্মহত্যা করতে পারেন, তবুও বারবার সে তা বলে গেছে। তথ্যসূত্র: দ্য টেলিগ্রাফ

গোলডম্যান স্যাকসে চাকরি পেলেন

ও দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ার করবেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ক্লায়েন্টদের পরামর্শ দেবেন।

২০২২ সালের অক্টোবরে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন সুনাক এবং ২০২৪ সালের জুলাই পর্যন্ত সেই পদে ছিলেন। এর আগে ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রী (চ্যান্সেলর অব দ্য এক্সচেকার) হিসেবে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২২ সালের জুলাই পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া তিনি ট্রেজারি বিভাগের চিফ সেক্রেটারি এবং আবাসন, স্থানীয় সরকার ও সম্প্রদায়বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জুনিয়র মন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্বে ছিলেন।

২০১৫ সালে প্রথমবারের মতো এমপি নির্বাচিত হয়ে রাজনীতিতে পা রাখেন ঋষি সুনাক। ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে কনজারভেটিভ পার্টির ইতিহাসের সবচেয়ে বাজে পরাজয়ের পরও তিনি ইংল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলের রিচমন্ড ও নর্থ এলারটন আসনের এমপি হিসেবে রয়ে গেছেন। নির্বাচনী প্রচারে তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন-ফলাফল যেমনই হোক, আগামী মেয়াদজুড়ে তিনি এমপি হিসেবে দায়িত্ব চালিয়ে যাবেন।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগেও ঋষি সুনাক গোলডম্যান স্যাকসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ২০০০ সালে তিনি গ্রীষ্মকালীন ইন্টার্ন হিসেবে সেখানে কাজ শুরু করেন এবং এরপর ২০০১ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বিশ্লেষক হিসেবে প্রতিষ্ঠানটিতে ছিলেন। পরে তিনি নিজেই একটি আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ কোম্পানির সহপ্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

গোলডম্যান স্যাকসে নতুন ভূমিকায় সুনাক অর্থনৈতিক নীতি, বৈশ্বিক বাজার ও কৌশলগত পরামর্শের মতো নানা বিষয়ের ওপর কাজ করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। সূত্র : আজকের পত্রিকা

গাজায় প্রাণহানি ছাড়াল ৫৭,৫০০

স্থায়ী স্বস্তি আনতে পারেনি, বরং ফের নেমে এসেছে ধ্বংসযজ্ঞের নতুন অধ্যায়।

গত নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) গাজায় যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও তার তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্তের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। এছাড়া, গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের ঘটনায় আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) ইসরায়েলের বিরুদ্ধে এখনো চলছে গণহত্যার মামলা।

ডিসেম্বরের মধ্যেই নির্বাচনের প্রস্তুতি

কাজ শেষ করতে হবে। এছাড়া বিগত তিন বিতর্কিত নির্বাচনে যে সমস্ত কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের বাদ দিয়ে নির্বাচন করার বিষয়টিও খতিয়ে দেখতে বলেছেন সরকার প্রধান।

৯ জুলাই বুধবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক এক বৈঠকে এসব নির্দেশনা দেন তিনি। বৈঠকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.), জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী খোদা বকশ চৌধুরী, পুলিশের আইজি, বিজিবি'র ডিজি, কোস্ট গার্ড প্রধান, আনসারের ডিজি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ দুই ঘণ্টার বৈঠক পরবর্তী রাত ৮টায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে ডিসেম্বরের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। নির্বাচনকে সামনে রেখে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতে প্রায় ১৭ হাজার লোকবল নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। সেক্ষেত্রে তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া, প্রশিক্ষণ এ সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। নির্বাচনকে সামনে রেখে অনেক পাঁয়তারা হয় যাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয় সেজন্য তিনি জানিয়েছেন এখন থেকে যেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কঠোর হয়।

তিনি বলেন, নির্বাচনের সময় ৮ লাখ আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্য ডিউটি করবেন। সেক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে তাদের সকল প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে বলেছেন। আর ১৮ থেকে ৩৩ বছর বয়সীদের জন্য পৃথক ভোটার তালিকা এবং ভোটিং বুথ রাখার বিষয়ে যেন খতিয়ে দেখেন সেই নির্দেশনা দিয়েছেন। নির্বাচনকালীন সময়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন হবে সেসব নিয়ে আলোচনা হয়। ৮ লাখ আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে ৫ লাখ ৭০ হাজার আনসার এবং ১ লাখ ৪১ হাজার পুলিশ বাহিনীর সদস্য। ৪৭ হাজারের মতো ভোটিং কেন্দ্র থাকবে। এর মধ্যে ১৬ হাজারের মতো ভোটকেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। তাই তিনি এসব ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে কীভাবে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনটা হয় সে নির্দেশনা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে পুলিশের বডি ক্যামেরা ও প্রত্যেক কেন্দ্র সিসি ক্যামেরার আওতায় আনার বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন। এই সিসিটিভিগুলো যাতে মনিটরিং ঠিকমতো হয় সে বিষয়ে তিনি কাজ করতে বলেছেন। এছাড়া জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের কীভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখা যায় সে বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি।

শফিকুল আলম বলেন, আগে নির্বাচনের সময় ৪দিন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন থাকতো সেটি এবার ৭দিন করা হচ্ছে। যাতে নির্বাচনের পরেও ভায়োলেন্স ঠেকানো যায়। আর নির্বাচনের আগে ডিসি, এসপি, ওসিদের বদলি করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এক থানার পুলিশ সদস্যদের অন্য থানায় দায়িত্ব দেয়া যায় কি না সে বিষয়েও নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। অন্যদিকে কোনো আসনে ব্যাপক অনিয়ম হলে সে আসনের ভোট বাতিলের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে পুনরায় দেয়া যায় কি না সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

তিনি বলেন, গত তিন নির্বাচনে প্রিজাইডিং অফিসারসহ যে সমস্ত কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের বাদ দিয়ে নির্বাচন করার বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। এছাড়া সব কেন্দ্রে সিসি টিভি বসিয়ে জেলা, উপজেলাসহ কেন্দ্রীয়ভাবে নির্বাচন মনিটরিং করা হবে যাতে অনিয়ম হলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া যায়। এক্ষেত্রে ভোটারদের জন্য হটলাইন নম্বর চালু হবে।

প্রেস সচিব বলেন, আগের তিন নির্বাচন ছিল মুখ দেখানো। আন্তর্জাতিকভাবে কোনো গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। তাই এবারের নির্বাচন স্বচ্ছ করতে সব ব্যবস্থা নেয়া হবে। এছাড়া নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কিছু ভিডিও ডকুমেন্টারি করে সেগুলো টেলিভিশন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করার নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি। এছাড়া অর্ধেক ভোটার যেহেতু নারী তাদের বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

উপ প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, আগের মতো এবারের নির্বাচনে ইন্টারনেট ধীর গতি করা নয়, বরং যেন ভালোভাবে সচল থাকে সে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মিডিয়ার ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা থাকতে যেগুলো নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করবে। আমরা চাই কেউ যেন মিডিয়ার নাম ব্যবহার করে দলীয় লোক কেন্দ্রে কেন্দ্রে পাঠাতে না পারে। একই সঙ্গে পর্যবেক্ষণের নামে দলীয় লোক পাঠানোও বন্ধ হবে। ব্রিফিংয়ে উপ-প্রেস সচিব অপূর্ব জাহাঙ্গীর ও সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহমদ উপস্থিত ছিলেন।

ফিলিস্তিনপন্থি সংগঠন নিষিদ্ধ পক্ষে

বিপক্ষে ভোট দেন ২৬ জন। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেওয়া এমপিদের মধ্যে দুজন ব্রিটিশ-বাংলাদেশি। তারা হলেন, বাংলাদেশের পতিত স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানার মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিক এবং রুশনারা আলী। তারা দু'জনই যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির এমপি।

অন্যদিকে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত স্বতন্ত্র এমপি আপসানা বেগম প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। প্রথম হিজাব পরা মুসলিম নারী এমপি হিসেবে আলোচিত আপসানা শুরু থেকেই 'প্যালেস্টাইন অ্যাকশন' নিষিদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। তার ভাষায়, 'লাল রঙ ছিটানো, প্রতীকী প্রতিবাদ ও শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধকে সন্ত্রাস আখ্যা দেওয়া ভয়ংকর ও অগণতান্ত্রিক'। ভোটে অংশ নেননি বা ভোট রেকর্ড হয়নি আরেক লেবার এমপি রুপা হকের।

ব্রিটিশ সরকার দাবি করেছে, আইনি প্রতিবাদের ছদ্মাবরণে প্যালেস্টাইন অ্যাকশন সহিংসতা ও রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো ধ্বংসে লিপ্ত হয়েছে।

তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে সন্ত্রাসের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার এক বিপজ্জনক নজির সৃষ্টি হলো।

যুক্তরাজ্যের স্বতন্ত্র আইনপ্রণেতা জারা সুলতানা এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'একটি স্প্রে ক্যান আর আত্মঘাতী বোমার মধ্যে তুলনা টানা শুধু হাস্যকর নয়, এটি নৈতিকভাবে বিকৃত। এটি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দমনে, (নৈতিক) সংহতিকে অপরাধ হিসাবে দেখাতে এবং সত্যকে ধামাচাপা দিতে আইনের অপব্যবহার।'

প্যালেস্টাইন অ্যাকশনকে সন্ত্রাসী সংগঠন ঘোষণায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা। এক বিবৃতিতে 'প্যালেস্টাইন অ্যাকশন' নামের সরাসরি কর্মসূচিভিত্তিক প্রতিবাদী গোষ্ঠীকে ২০০০ সালের সন্ত্রাসবাদ আইনে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে নিষিদ্ধ না করতে যুক্তরাজ্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। জাতিসংঘ মানবাধিকার কার্যালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, 'একটি রাজনৈতিক প্রতিবাদ আন্দোলনকে ভিত্তিহীনভাবে সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যা দেওয়ার ঘটনায় আমরা উদ্বিগ্ন। আন্তর্জাতিক মানদ- অনুযায়ী, প্রতিবাদের অংশ হিসেবে সম্পত্তির ক্ষতি ঘটানোচ্ছযদি তা মানুষ হত্যা বা আঘাতের উদ্দেশ্যে না হয়চ্ছতবে তাকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে গণ্য করা যায় না।'

মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল যুক্তরাজ্যের প্রধান নির্বাহী সাশা দেশমুখ এই নিষেধাজ্ঞাকে 'অতিরিক্ত আইনি ক্ষমতার নজিরবিহীন উদাহরণ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, এই সিদ্ধান্ত সরকারের হাতে এমন ক্ষমতা দিচ্ছে, যার মাধ্যমে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দমন, নজরদারি বৃদ্ধি এবং মানুষকে আটক করা সহজ হবে।

৪০টি দেশে প্রবাসীদের ভোটার কার্যক্রম শুরু

ঢাকা, ১১ জুলাই : যুক্তরাষ্ট্রসহ পাঁচটি দেশে ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু করার অনুমতি পেয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বুধবার (৯ জুলাই) জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক এএসএম হুমায়ুন কবীর বিষয়টি জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। এতে যুক্তরাষ্ট্র, মালদ্বীপ, জর্ডান, দক্ষিণ-আফ্রিকা, ওমান এই পাঁচটি দেশে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদন মিলেছে।

বর্তমানে ৯টি দেশে ভোটার কার্যক্রম চলছে। দেশগুলো হলো- সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, ইতালি, যুক্তরাজ্য, কুয়েত, কাতার, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা। জাপানে শুরু হবে ১৫ জুলাই।

সূত্র জানায়, নির্বাচন কমিশন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়, জনশক্তি ব্যুরো, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সি-বায়রাসহ বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দেখেছে ৪০টি দেশে বাংলাদেশি প্রবাসীদের আধিক্য রয়েছে। এসব দেশকেই মাথায় রেখে কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

দেশগুলো হলো- সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান, কাতার, বাহরাইন, লেবানন, জর্ডান, লিবিয়া, সুদান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাজ্য, ইতালি, হংকং, মিশর, ব্রুনাই, মৌরিশাস, ইরাক, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, গ্রিস, স্পেন, জার্মানি, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, ব্রাজিল, চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ, নিউজিল্যান্ড, রাশিয়া, তুরস্ক ও সাইপ্রাস।

লন্ডন বোমা হামলার ২০ বছর

দেশ ডেস্ক, ১১ জুলাই ২০২৫: ২০ বছর আগে ২০০৪ সালের ৭ জুলাই লন্ডনে ভয়াবহ বোমা হামলার ঘটনা ঘটনা। গোয়েন্দা ব্যর্থতায় সেই হামলা ঠেকানো সম্ভব হয়নি। হামলাকারী মোহাম্মদ সিদ্দিক খানকে ২০০১ সালে আল-কায়েদা প্রশিক্ষণ শিবিরে দেখা গেলেও, ২০০৪ সালে অন্যান্য সন্দেহভাজনদের সঙ্গে বৈঠকের পরও তদন্তে তাঁকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি। এই ব্যর্থতার কারণে ৫২ জন সাধারণ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার সেই ব্যর্থতার দায় স্বীকারও করেন।

তবে বিশ্লেষকেরা বলছেন, সন্ত্রাসবাদ দমনে বর্তমানে ব্রিটেনের উন্নত সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, ২০০৫ সালের চেয়ে বর্তমান হুমকিগুলো অনেক বেশি জটিল। কারণ এখন ইন্টারনেটে বিচিত্র সহিংস কনটেন্ট থেকে অনুপ্রাণিত হয়েও হামলার ঘটনা ঘটছে। অনেক হামলার পেছনে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা আদর্শ থাকে না। ফলে এসব হুমকি আগেভাগে চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

২০০৫ সালের ৭/৭ হামলা যুক্তরাজ্যের সেকেলে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের জন্য একটি বড় সতর্কবার্তা ছিল। উত্তর আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির (আইআরএ) বিরুদ্ধে সামরিক ধাঁচের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা আল-কায়েদার মতো গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে পুরোপুরি কার্যকর

ছিল না। গোয়েন্দা সংস্থা এমআই ৫ এবং পুলিশ বুঝতে পারে যে আল-কায়েদার সেলগুলোতে অনুপ্রবেশ করতে তাদের আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে এবং গোয়েন্দা তথ্য দ্রুত ও ব্যাপকভাবে শেয়ার করতে হবে।

তৎকালীন সন্ত্রাসবিরোধী পুলিশের প্রধান পিটার ক্লার্ক, এই হামলাকে 'অবশ্যই একটি ব্যর্থতা' বলে স্বীকার করেন। এমআই৫-এর প্রাক্তন প্রধান লর্ড জোনাথন ইভান্স জানান, সেই সময় গোয়েন্দা টিমগুলোর ওপর ব্যাপক চাপ ছিল এবং সব হুমকি তদন্ত করা সম্ভব ছিল না, তাই অগ্রাধিকার নির্ধারণে ভুল হয়েছিল। হামলার পরিকল্পনা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য না থাকায় সিদ্দিক খানকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

২০০৫ সালের হামলার পর, কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারে যে তদন্তের অগ্রাধিকার নির্ধারণে পরিবর্তন আনা জরুরি। সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রমে বিশাল অর্থ বিনিয়োগ করা হয় এবং এমআই ৫ ও পুলিশ একটি উন্নত 'ট্রায়াজ' সিস্টেম তৈরি করে। এর ফলে পুলিশ দ্রুত প্রমাণ জব্দ করে অপরাধীদের ধরতে সক্ষম হয়।

৭/৭ এর এক বছর পর সংঘটিত 'অপারেশন ওভার্ট'-এর সবচেয়ে বড় সাফল্য। এই অভিযানে আল-কায়েদার 'তরল বোমা' তৈরির পরিকল্পনা ব্যর্থ করা হয়, যে বোমা আটলান্টিক পাড়ি দেওয়া উড়োজাহাজ উড়িয়ে দিতে ব্যবহৃত হতে পারত। এমআই ৫ রিয়েল-টাইমে তথ্য শেয়ার করে এবং পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করে। এই সাফল্য প্রমাণ করে, এ ধরনের সন্ত্রাসী পরিকল্পনা দ্রুত ব্যর্থ করে দেওয়া সম্ভব।

লর্ড ইভান্স আরও উল্লেখ করেন, হুমকি কেবল লন্ডন-ভিত্তিক নয়, বরং জাতীয় হওয়ায় আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা হয়। ২০০৬ সালে, পার্লামেন্টে সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে নতুন আইন তৈরি করে, যা পুলিশকে হামলাকারীর পরিকল্পনা চূড়ান্ত হওয়ার আগেই হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা দেয়।

২০১৪ সাল থেকে তথাকথিত ইসলামিক স্টেটের (আইএস) উত্থান নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে হাজির হয়। যারা সিরিয়া ও ইরাকে যেতে পারেনি, তাদের নিজ দেশে কমান্ডারের নির্দেশনা ছাড়াই হামলা চালানোর নির্দেশ দেয় আইএস। এর ফলে যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপ জুড়ে 'ডিআইওয়াই' (ডু-ইট-ইয়োরসেলফ) বা স্ব-উদ্যোগে হামলার ঢেউ শুরু হয়। সরকার সন্দেহভাজনদের পাসপোর্ট বাতিল বা নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার মতো পদক্ষেপ নেয়।

২০১৭ সালে ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ ও পার্লামেন্টে হামলা এবং ম্যানচেস্টার এরেনা হামলা (যেখানে ২২ জন নিহত হয়) এই নতুন ধরনের হুমকির উদাহরণ। ম্যানচেস্টার হামলায় এমআই৫-এর ব্যর্থতায় পরিকল্পনা ভেস্তে দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার পাশাপাশি জনসমাবেশে শিথিল নিরাপত্তার বিষয়টি উঠে আসে। ফিগেন মুরে, যার ছেলে এই হামলায় নিহত হন, তাঁর প্রচেষ্টায় 'মার্টিন'স ল' তৈরি হয়, যা জনসমাগমস্থলে নিরাপত্তা পরিকল্পনা বাধ্যতামূলক করে।

উগ্র-ডানপন্থী চরমপন্থীরাও এই 'ডিআইওয়াই' সহিংসতা থেকে শিখেছে। ২০১৫ সালে শিখ-বংশোদ্ভূত এক দন্ত্য চিকিৎসকের ওপর হামলা এবং লেবার এমপি জো কক্স হত্যায় এর প্রমাণ মেলে। এই হামলাগুলো ছিল ইন্টারনেট থেকে চরমপন্থী কনটেন্ট থেকে অনুপ্রাণিত। ব্রিটেনের নিরাপত্তা পরিষেবাগুলো এখন 'অনলাইন রোল-প্লেয়ার' দল তৈরি করেছে, যারা অনলাইন চ্যাট গ্রুপে চরমপন্থী নিয়োগকারীর ছদ্মবেশে সম্ভাব্য হামলাকারীদের চিহ্নিত করে।

'প্রিভেন্ট' সিস্টেম, সম্ভাব্য চরমপন্থীদের চিহ্নিত করা, সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করা থেকে বিরত রাখার জন্য তৈরি করা হয়। এটি জনসমর্থন আদায়ে বেগ পেলেও সন্ত্রাসবাদ ঠেকাতে যুক্তরাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। ২০১৫ সাল থেকে প্রায় ৫ হাজার তরুণকে চরমপন্থার ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে সহায়তা দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করে কর্তৃপক্ষ।

সন্ত্রাসবিরোধী পুলিশের বর্তমান প্রধান ভিকি ইভান্স বলেন, বর্তমানে সন্দেহভাজনরা সাধারণত বেশ কম বয়সী হয় এবং ইন্টারনেটে থাকা সহিংস কনটেন্ট এতে ভূমিকা রাখছে। কিছু ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আদর্শে অনুপ্রাণিত না হয়েও চরম সহিংসতায় লিপ্ত ব্যক্তিদের নিয়ে কী করা যেতে পারে তা নিয়ে কাজ করছে পুলিশ।

সম্প্রতি সাউথপোর্টে স্কুলে হামলার ঘটনা ইন্টারনেট থেকে অনুপ্রাণিত সহিংসতা নিয়ে বিতর্ক উসকে দিয়েছে। সাউথপোর্টে একটি নাচের ক্লাসে ১৮ বছর বয়সী অ্যালেক্স রুডাকুবানা ছুরি নিয়ে হামলা করে তিন বালিকাকে হত্যা করে। আদালত তার ৫২ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে।

সর্ব সম্প্রতি ফিলিস্তিনপন্থী সংগঠন 'প্যালেস্টাইন অ্যাকশন'কে সন্ত্রাসবাদ আইনের অধীনে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাজ্যের লেবার সরকার। এই পদক্ষেপ সন্ত্রাসবিরোধী নেটওয়ার্কের হুমকি মোকাবিলায় রাষ্ট্রীয় কৌশল নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি করেছে।

যুক্তরাজ্যের সন্ত্রাসবিরোধী নেটওয়ার্ক এখন অনেক বেশি ক্ষমতাশালী এবং সুসংগঠিত বলে মনে করা হয়। কিন্তু হুমকি আগের চেয়ে অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়। পুলিশ বলছে, ২০১৭ সাল থেকে ১৫টি অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে এবং ৪৩টি পরিকল্পনা শেষ মুহূর্তে ব্যর্থ করা হয়েছে।

সূত্র : আজকের পত্রিকা

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক দেশ WEEKLY DESH

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 12 | Issue 20 | 11 - 17 July 2025

সাপ্তাহিক দেশ WEEKLY DESH

বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

গাজায় প্রাণহানি ছাড়াল ৫৭,৫০০

দেশ ডেস্ক, ১১ জুলাই ২০২৫: প্রায় দুই বছরের ইসরায়েলি আগ্রাসনে গাজা যেন মৃত্যুপুরী। হন্তারকের ভূমিকায় ইসরায়েল। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত অবরুদ্ধ উপত্যকাটিতে প্রাণহানি ঘটেছে ৫৭ হাজার ৫২৩ জনের। এদের মধ্যে অধিকাংশ নারী ও শিশু। বাদ যায়নি সাংবাদিক, চিকিৎসক, ত্রাণ বিতরণকারী স্বেচ্ছাসেবী ও মানবাধিকার কর্মীরাও।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে আনাদোলু এজেন্সি জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ১০৫টি মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ৩৫৬ জন। ইসরায়েলের টানা বোমা বর্ষণে আহত মানুষের সংখ্যা ইতোমধ্যে ছাড়িয়েছে ১ লাখ ৩৬ হাজার ৬১৭ জন। এছাড়া ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনো অসংখ্য মানুষ আটকে রয়েছেন।

চলতি বছরের শুরুতে সাময়িক যুদ্ধবিরতির পর গত ১৮ মার্চ থেকে আবারও গাজায় হামলা শুরু করে ইসরায়েল। সেই থেকে ৬ হাজার ৯৬৪ জন নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন ২৪ হাজার ৫৭৬ জন। জানুয়ারিতে হওয়া সাময়িক যুদ্ধবিরতি ও বন্দী বিনিময়ের চুক্তি কোনো ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

গোলডম্যান স্যাকসে চাকরি পেলেন সুনাক

দেশ ডেস্ক, ১১ জুলাই ২০২৫: নিউইয়র্কভিত্তিক বিখ্যাত বিনিয়োগ ব্যাংক গোলডম্যান স্যাকসে নিয়োগ পেয়েছেন যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। গত মঙ্গলবার এনডিটিভি জানিয়েছে, প্রতিষ্ঠানটিতে সিনিয়র অ্যাডভাইজার (জ্যেষ্ঠ পরামর্শক) হিসেবে যোগ দিয়েছেন সুনাক।

গোলডম্যান স্যাকসের প্রধান নির্বাহী ডেভিড সলোমন এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, সুনাক বৈশ্বিক মন্দা ও ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

ফিলিস্তিনপন্থি সংগঠন নিষিদ্ধ পক্ষে ভোট টিউলিপ সিদ্দিক, রুশানারা

দেশ ডেস্ক, ১১ জুলাই ২০২৫: বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর দেশ হওয়া সত্ত্বেও গাজায় ইসরাইলের গণহত্যা ইস্যুতে যুক্তরাজ্য নিশ্চল। ইসরাইলি বর্বরতার বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া তো দূরের কথা, উলটো ব্রিটিশ সরকারের অনেক পদক্ষেপই ইসরাইলের পক্ষে যাচ্ছে। এমনকি সরাসরি ইসরাইলের গণহত্যায় নানাভাবে সহায়তারও অভিযোগ রয়েছে দেশটির বিরুদ্ধে।

এসবে ক্ষিপ্ত হয়ে সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের ব্রাইজ নর্টন সামরিক ঘাঁটিতে ঢুকে পড়েন ফিলিস্তিনপন্থি অ্যাকটিভিস্ট সংগঠন 'প্যালেস্টাইন অ্যাকশন'-এর কয়েকজন সদস্য। তারা ঘাঁটিতে থাকা দুটি বিমানে লাল রঙ ছিটিয়ে দেন। আর এটাকেই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আখ্যা দিয়ে 'প্যালেস্টাইন অ্যাকশন'-কে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ব্রিটিশ সরকার।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এই ইস্যুতে গত বুধবার হাউস অব কমন্সে ভোটাভুটি হলে এর পক্ষে ভোট ভোট দেন ৩৮৫ জন এমপি, আর ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

COMMERCIAL PROPERTY FOR SALE
Tower Hamlets (E14)
Rare Opportunity – Urgent Sale
Approx. 6,000 sq ft over two floors with flexible layout and high ceilings – ideal for offices, retail, or professional services.
- 999-Year Lease (Virtual Freehold)
- Old Use Classes: A1, A2, B1 (Current Use Class E)
- Shell condition – ready for fit-out
- Mezzanine potential
- Possible change of use (e.g. school, mosque, care) STP
- 2 secure underground parking spaces

Superb Location:
Unit 5, 11 St Anne's Row, Limehouse, E14 7RD
Near Westferry DLR, Canary Wharf & A13
Asking Price: Offers over £1.3 million
Discount available for serious cash buyers
Viewings by appointment only
Proof of funds may be required.
Contact: Accounts@Britcollege.ac.uk

Editor: Taysir Mahmud | Published By: Reflect Media Ltd, 31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP | Telephone: 0203 540 0942 • Advert: 07940 782 876 | Email: info@weeklydesh.co.uk • advert@weeklydesh.co.uk